ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বিশেষ সংখ্যা

পরিকাঠামো

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ : বাস্তবায়নের পথে একটি স্বপ্ন
আর. কে. সিং

ভারতে স্মার্ট সিটি প্রকল্প : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সমাজের প্রগতির জন্যই
ড. রঞ্জিত মেহতা

বিশেষ নিবন্ধ

জাতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ : এক বিকল্প সংহত পরিবহণ ব্যবস্থা
প্রবীর পাণ্ডে

ফোকাস

উড়ান : অর্থনীতির বিকাশে বড়ো ভূমিকা নিতে পারে
উষা পাধী

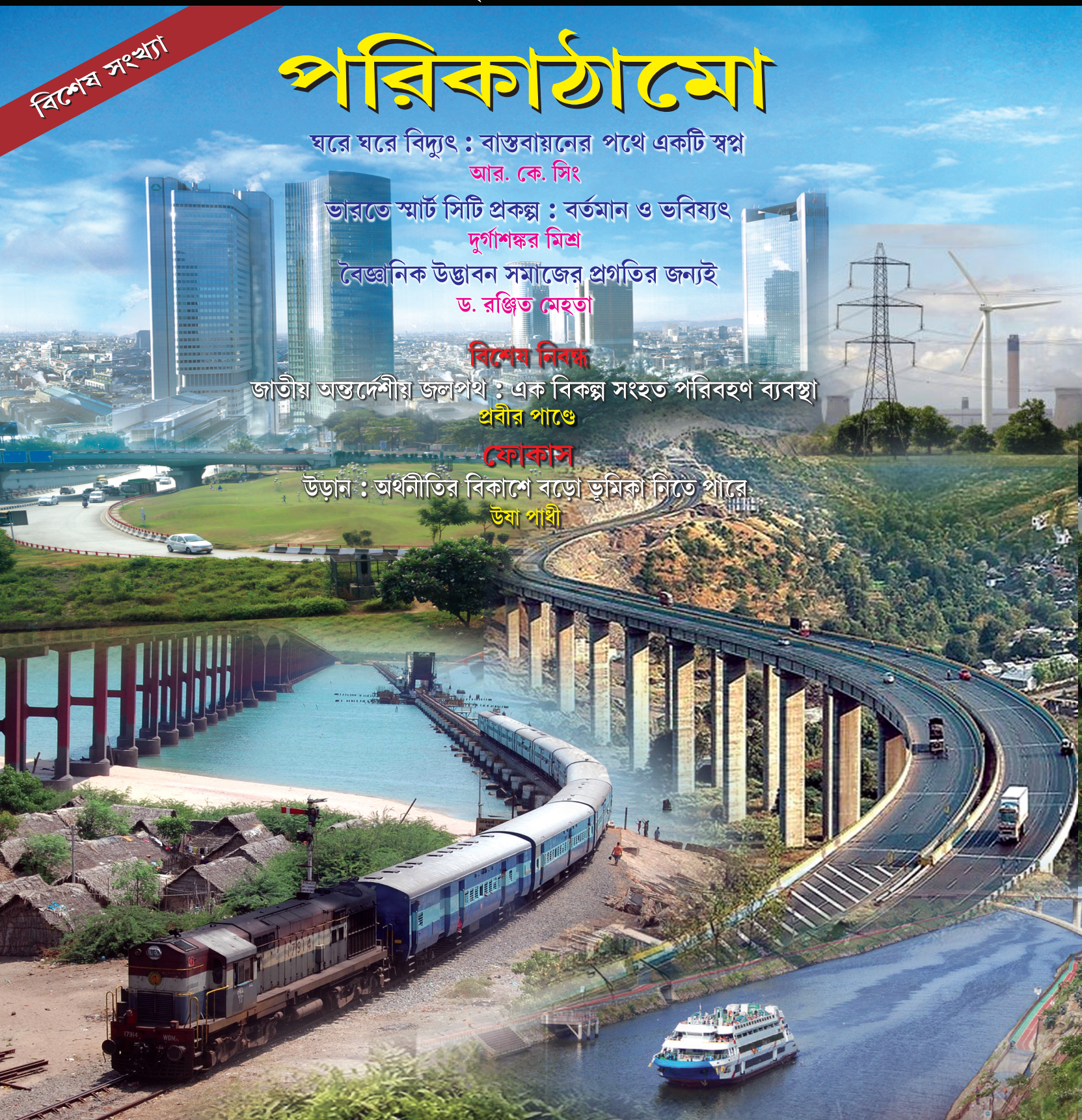

মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে একাধিক প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস তথা সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় মহাসড়কের সোলাপুর-তুজলাপুর-ওসমানাবাদ অংশ (বর্তমান এনএইচ-২১১-এর চার লেনবিশিষ্ট এই নির্দিষ্ট অংশ এনএইচ-৫২ নামে পরিচিত হবে) জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন তিনি। সোলাপুর-ওসমানাবাদ জাতীয় সড়ক চার লেনে সম্প্রসারণের ফলে সোলাপুর যাতায়াতের সুবিধা বাড়ল, বিশেষত মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াড়া অঞ্চলের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মহাসড়ক সম্প্রসারণকে কেন্দ্র সরকার পাখির চোখ করেছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী জানান যে বিগত চার বছরে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়ক নির্মিত হয়েছে, প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৫২ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলছে।

'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র আওতায় ৩০ হাজার বাড়ির শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। মূলত জঞ্জালকুড়ানি, রিকশাচালক, বস্ত্রশিল্প কর্মী, বিড়ি প্রস্তুতকারকের মতো দরিদ্র গৃহহীন মানুষজন উপকৃত হবেন। প্রকল্প বাবদ মোট খরচ ১৮১১.৩৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭৫০ কোটি টাকা দিয়ে সহায়তা করবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার।

৯ জানুয়ারি, ২০১৯। সোলাপুর, মহারাষ্ট্র। জাতীয় মহাসড়কের সোলাপুর-তুজলাপুর-ওসমানাবাদ অংশ (নতুন এনএইচ-৫২) জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস তথা সূচনা করলেন। মঞ্চে আছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রী সি. বিদ্যাসাগর রাও, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক, জাহাজ ও জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়করি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস-ও।

অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আজ, আমরা দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের পরিবারবর্গের স্বার্থে ৩০ হাজার গৃহ নির্মাণের জন্য এক প্রকল্পের সূচনা করছি। এর থেকে উপকৃত হবেন কলকারখানার শ্রমিক, রিকশাচালক, অটোচালক ইত্যাদি।'' তিনি একথাও জানান যে মাথা গোঁজার ঠাঁই মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে আনার প্রচেষ্টাও করা হয়েছে। এখন তারা গৃহঋণে (২০ বছরের সময়কালে) ৬ লক্ষ টাকার ওপর সাশ্রয় করতে পারেন—এসবই সরকারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপের প্রতিফলন।

স্বচ্ছ ভারতের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে সোলাপুরে 'ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা' ও তিনটি নিকাশিবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প উৎসর্গ করেন। এর ফলে সেই শহরে পরিচ্ছন্নতা বাড়বে ও নিকাশি ব্যবস্থা প্রসারিত হবে। বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে যে নতুন ব্যবস্থা গড়া হয়েছে, তা অমৃত মিশনের আওতায় বৃহৎ নিকাশি নালার সঙ্গে যুক্ত।

জল সরবরাহ ও নিকাশির যুগ্ম প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্প সোলাপুর স্মার্ট সিটির অঞ্চল-ভিত্তিক উন্নয়ন, উজানি বাঁধ থেকে সোলাপুর শহরে জল সরবরাহ বাড়ানো এবং অমৃত মিশনের আওতাধীন 'ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা'-র আওতায় পড়ে। স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় এর জন্য ২৪৪ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে এই প্রকল্প চালু হলে পরিষেবা প্রদান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে, যাতে 'স্মার্ট' উপায়ে উপকৃত হবেন নাগরিকরা।

আমরা আশাবাদী যে এই সব পদক্ষেপ সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ, জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মতো ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করবে, যার ফলে বিশেষত লাভ হবে সোলাপুর ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **শামিমা সিদ্দিকী**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ : বাস্তবায়নের পথে একটি স্বপ্ন — আর. কে. সিং ৫
- ভারতে স্মার্ট সিটি প্রকল্প : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — দুর্গাশঙ্কর মিশ্র ১০
- আবাসন ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো — ড. রঞ্জিত মেহতা ২১
- ভারতমালা পরিযোজনা : সড়ক ক্ষেত্রে এক নয়া বিপ্লব — দীপক দাশ ২৫
- এগোচ্ছে ভারতীয় রেল — দীপক রাজদান ৩০
- উত্তর-পূর্বাঞ্চল : সড়ক ও সেতুর বিপুল কর্মযজ্ঞ — নমিতা তিওয়ারি ৩৬
- নয়া প্রজন্মের শিক্ষা : ভবিষ্যতের বিনিয়োগ — এস. এস. মান্থা ৩৯
- দরকার স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো — সঞ্জীব কুমার ৪২

বিশেষ নিবন্ধ

- জাতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ : এক বিকল্প সংহত পরিবহণ ব্যবস্থা — প্রবীর পাণ্ডে ৪৯

ফোকাস

- উড়ান : অর্থনীতির বিকাশে বড়ো ভূমিকা নিতে পারে — উষা পাধী ৫৫

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো ৫৯
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৬২
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৬৩
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৬৫
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
- যোজনা কলাম — তৃতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

বদলে যাচ্ছে ভারত

একজন আম নাগরিক যখন কোনও নগর বা শহরে বসবাসের জন্য ডেরা বাঁধেন, ব্যক্তিগতভাবে তার চাহিদা কী থাকে? প্রথমেই আসে টাকাপয়সার বিষয়টি, অর্থাৎ, পছন্দের বাড়িটি তার সাধ্যের মধ্যে কি না? তার পরের বিবেচ্য অন্যান্য সুযোগসুবিধা। বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচাগার ব্যবস্থা, দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, দূরের গন্তব্যের জন্য রেল ও বিমান যোগাযোগ, কাছেপিঠে স্কুল এবং হঠাৎ করে চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে হাসপাতাল ইত্যাদি।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের অনায়াস জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে পরিকাঠামোর বিকাশের বিষয়টি। জাতি বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নেও তা অন্যতম জরুরি বিষয়। কাজেই পরিকাঠামোর বিকাশ সরকারের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইস্যু। সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বরাবরই বিবিধ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

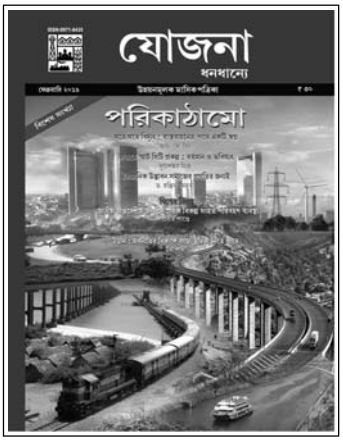

আবাসন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত পরিকাঠামো নির্মাণ সরকারের কাছে অন্যতম মূল অগ্রাধিকার বিশেষ। মাথার উপর এক চিলতে ছাদের স্বপ্ন সব মানুষই দেখেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আবাস নির্মাণ এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

দেশের প্রান্তিকতম স্থানে অবস্থিত গ্রামটিতেও বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করাটা সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এই লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত 'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা' এবং 'প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা সৌভাগ্য' নামক প্রকল্প দু'টি আজ গ্রাম ভারতের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রাই পালটে দিয়েছে।

স্মার্ট সিটি গড়ে তোলাটা বর্তমান সরকারের আরেক মুখ্য প্রকল্প। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের বুনিয়াদি ধ্যানধারণা কিন্তু সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবার সুবিধা বা উন্নততর পরিকাঠামো সমন্বিত নতুন নতুন শহর গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেমন মানুষ সংশ্লিষ্ট শহরগুলির বাসিন্দা, তাদের জীবনযাত্রার ইতিবাচক ভোলবদল ঘটানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় সক্ষম নগর/শহর নির্মাণে সাহায্য করা।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো গড়ে তোলাটাও সরকারের নজরে রয়েছে। সড়ক বা রাস্তাঘাট যেকোনও দেশের জীবনরেখা স্বরূপ, এবং সাধারণ মানুষের কাছে যোগাযোগ ব্যবস্থা হল পরিকাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভালো মানের রাস্তাঘাট, সড়ক ইত্যাদি দ্রুত মানুষকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। কাজেই, সরকারের লক্ষ্য ভারতমালা পরিযোজনার আওতায় দেশে উন্নততর সড়ক/জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো নির্মাণ। পাশাপাশি, রেল পরিকাঠামো এবং অন্তর্দেশীয় জলপথসমূহের খোল-নলচে বদলে ফেলে কাঙ্ক্ষীত বিকাশ ঘটাতেও সরকার বড়ো মাপের উদ্যোগ নিয়েছে। তাছাড়া উড়ান প্রকল্পের মাধ্যমে বিমানযাত্রাকে ছোটো শহরের বাসিন্দা সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে সচেষ্ট দেশের বর্তমান সরকার।

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, উন্নততর পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দেশের আম জনতার জন্য সুষ্ঠু সুযোগসুবিধার সংস্থান করাটা বর্তমান সরকারের অন্যতম মুখ্য অগ্রাধিকার। তবে, সর্বক্ষেত্রে জাতির অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার তথা নাগরিকদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক ভোলবদল ঘটানোর প্রক্রিয়ায় শামিল বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচিকে এখনও বহু পথ পাড়ি দিতে হবে।❑

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ : বাস্তবায়নের পথে একটি স্বপ্ন

আর. কে. সিং

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি, সেইসব গ্রামে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে এজন্য এক হাজার দিনের সময়সীমা ধার্য করেছিলেন। রাজ্যগুলির থেকে পাওয়া রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, স্বাধীনতার সাত দশক পরেও দেশের ১৮,৪৫২-টি গ্রাম অন্ধকারে ডুবে। আমরা এক হাজার দিনের আগেই এই গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছি। সর্বজনীন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালের ২৮ এপ্রিল একটি বিশেষ দিন। ওই দিনই আমরা একশো শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণের ঐতিহাসিক মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলি।

আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বিদ্যুৎ। শিল্প কারখানা চালু রাখা থেকে শুরু করে সেচের পাম্প চালানো, মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়া—সব কিছুই বিদ্যুতের দৌলতে সম্ভব হচ্ছে। সুলভ নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ জীবনযাপনকে সহজতর করে তোলে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

গ্রামীণ ভারতে ডিজিটাল সংযোগ গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হল বিদ্যুৎ। যে মানুষগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের কখনও কোনও যোগাযোগ ঘটেনি, এর মাধ্যমেই তাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

গত সাড়ে চার বছরে সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে প্রায় এক রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলেছে। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ বা সরবরাহ; প্রতিটি স্তরেই নজিরবিহীন গতিতে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। নতুন মাশুল নীতি প্রণয়ন এবং বিদ্যুৎ আইন সংশোধনের মাধ্যমে সংস্কারসাধন করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামোতেও। এককথায় বলতে গেলে, ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল বিদ্যুতের পর্যাপ্ত জোগান। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের জোগান কম। গত সাড়ে চার বছরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এক লক্ষ মেগাওয়াটেরও বেশি বাড়িয়েছি। বিদ্যুতের ঘাটতি ৪.২ শতাংশ থেকে কমে প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারত এখন নেপাল ও বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করে।

[লেখক স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক। ই-মেল : pibpower@gmail.com]

গত চার বছরে আমরা আন্তঃরাজ্য সরবরাহ ক্ষমতা প্রায় এক লক্ষ সার্কিট কিলোমিটার বাড়িয়েছি—গোটা দেশ এখন একটি গ্রিডে সংযুক্ত। এই প্রথম বার এক জাতি-এক গ্রিড ভাবনার আওতায় গোটা নেটওয়ার্ক একটাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করছে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিদ্যুৎ এখন খুব সহজেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। হিমাচলপ্রদেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এখন তামিলনাড়ুতে পাঠানো যায়, অসমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যেতে পারে মহারাষ্ট্রে বা উলটোটা।

আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি, সেইসব গ্রামে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে এজন্য এক হাজার দিনের সময়সীমা ধার্য করেছিলেন। রাজ্যগুলির থেকে পাওয়া রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, স্বাধীনতার সাত দশক পরেও দেশের ১৮,৪৫২-টি গ্রাম অন্ধকারে ডুবে। আমরা এক হাজার দিনের আগেই এই গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরেছি। সর্বজনীন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালের ২৮ এপ্রিল একটি বিশেষ দিন। ওই দিনই আমরা একশো শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণের ঐতিহাসিক মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলি।

চ্যালেঞ্জটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। আর সেজন্যই এতদিন ধরে এই কাজটা বকেয়া পড়েছিল। এইসব গ্রামের অধিকাংশই দুর্গম, প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। কোনওটা পাহাড়ি এলাকায়, কোনওটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে, কোনওটা আবার মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত। এইসব জায়গায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের পরিবহণ এবং উপযুক্ত মানবসম্পদের ব্যবস্থা করার জন্য অসীম ধৈর্য, লেগে থাকার ক্ষমতা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির দরকার। কাজ যত এগোয়, তত বেশি করে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। অরুণাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মেঘালয় এবং মণিপুরে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এমন প্রায় ৩৫০-টি গ্রাম আছে, যেখানে দশ দিন ধরে মাথায় করে যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যেতে হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং অরুণাচল প্রদেশের কিছু গ্রামে আবার মালপত্র হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যেতে হয়। ২৭৬২-টি গ্রাম এতই প্রত্যন্ত এলাকায় যে সেগুলিকে গ্রিড নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এদের জন্য আলাদা করে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার ৭৬১৪-টি মাওবাদী প্রভাবিত গ্রামে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

সারণি-১
দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি যোজনার আওতায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজের অগ্রগতি (সৌভাগ্য-র জন্য অতিরিক্ত পরিকাঠামো নির্ণয়-সহ)

গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজে অগ্রগতি	২০১৪ সালের মে থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর	২০০৯ সালের মে থেকে ২০১৪ সালের মে
মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	৫৪৬৭২	৩৩০৯১
রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য	৩৫৪৩৭	১৬০৫৮
বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৩০৫২২৯	২২৭৪৮৭
ট্রান্সফর্মারের সংখ্যা	৩৬০৮৪০	২২৩৫৬৩
হাইটেনশন লাইন (পৃথক ফিডার ও ১১ কেভি অন্তর্ভুক্ত) (কিলোমিটারে)	২৯২০২৩	১১১৬৭৭
নতুন সাবস্টেশনের সংখ্যা	১০০১	৫৫৩
চালু সাবস্টেশনের সংস্কার	২১০৯	৩৬৮

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার আওতায় ব্যাপক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ফিডার পৃথকীকরণ (গ্রামীণ পরিবার ও কৃষি), সরবরাহ ও বণ্টন পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং গ্রামীণ এলাকায় সর্ব স্তরে মিটার বসানোর ব্যবস্থা করার ওপর। কয়েক হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতের নতুন সংযোগ হয়েছে, সরবরাহ মসৃণ করতে বসানো হয়েছে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সফরমার।

অবশিষ্ট এই গ্রামগুলির বিদ্যুতায়ন তাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে। এই কর্মসূচি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তারও এক চমৎকার নিদর্শন, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি, বিভিন্ন সরবরাহকারী সংস্থা এবং প্রশাসন একযোগে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে কাজ করেছে।

সারণি-২
সংযুক্ত বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প IPDS-এর কাজের অগ্রগতি

মাপকাঠি	সাড়ে চার বছরে কাজের অগ্রগতি
মোট বরাদ্দ	৩২৬১২ কোটি
রাজ্যগুলিকে পাঠানো অর্থ সাহায্য	৭১৪৯ কোটি
তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো শহরের সংখ্যা	৮৬৯
তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যতগুলি শহরে	১৯৫৮
যতগুলি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের সময়কার অপচয় কমানো গেছে	১০৭০
নতুন সাবস্টেশন	১০২৮
চালু সাবস্টেশনের সংস্কারসাধন	৪৪১
হাইটেনশন লাইন (কিলোমিটার)	৩৫০৬১
লোটেনশন লাইন (কিলোমিটার)	১৮১২৫
সরবরাহ ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	৫৫৬৭৯
বিদ্যুৎ মিটারের সংখ্যা	৮৬১৩০৬৩

এর পরের ধাপ হল, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এজন্যই ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে 'প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা—সৌভাগ্য'-র সূচনা করেছে সরকার। লক্ষ্য পূরণের চ্যালেঞ্জ আমরা নিজেদের সামনে রেখেছি ২০১৯ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে। এই প্রকল্পের নাম থেকেই স্পষ্ট, এর বৈশিষ্ট্য হল 'সহজ' এবং 'হর ঘর'। অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবার অনায়াসে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পাবে। এত বড়ো মাপের এমন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির নজির বিশ্বে আর নেই। কাজের গতি ও উদ্ভাবনী শক্তির নিরিখেও এই কর্মসূচি নজির সৃষ্টি করে চলেছে।

'সৌভাগ্য' যোজনায় ইতোমধ্যেই আড়াই কোটিরও বেশি পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে! অন্যভাবে বলতে গেলে এ হল দুটো দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার শামিল। আর এই বিপুল কাজ সম্ভবপর হয়েছে মাত্র ১৫ মাসের রেকর্ড সময়ে। রূপান্তরসাধনের এমন গতি ও মাত্রার নিদর্শন বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রতিদিন গড়ে এক লক্ষ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি ভারতের এই বিদ্যুতায়ন প্রয়াসকে ২০১৮ সালের বৃহত্তম সাফল্যগুলির একটি হিসাবে বর্ণনা করেছে।

আর মাত্র ৪ লক্ষ পরিবার বাকি আছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে যাবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কাজ অন্য কোনও দেশ করতে পারেনি। পরিবারে বিদ্যুৎ আসার পর মানুষের মুখে আনন্দের যে হাসি ফুটে ওঠে, তা এক আসাধারণ দৃশ্য।

গ্রামীণ এলাকার শেষ প্রান্তগুলিতেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার সংযুক্ত বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Power Development Scheme—IPDS) চালু করেছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য, গ্রামীণ এলাকার বিদ্যুৎ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করে তোলা। এর আওতায় যেসব বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হল :

- শহুরে এলাকায় বিদ্যুতের সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
- শহুরে এলাকায় ট্রান্সফরমার/ফিডার/গ্রাহকের জায়গায় মিটারের ব্যবস্থা করা;
- তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সরবরাহ ক্ষেত্রকে স্বয়ংচালিত করে তোলা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে গত সাড়ে চার বছরে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য) যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, সঠিক গুণমানের পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে তার ভূমিকাও কম নয়।

একদিকে গ্রাহকের সংখ্যা প্রতিদিন ১ লক্ষ করে বাড়ছে, অন্যদিকে অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে—এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুতের চাহিদা যে বাড়বে, তা স্বাভাবিক। গত কয়েক মাস ধরে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে গড়ে ১০ শতাংশ হারে।

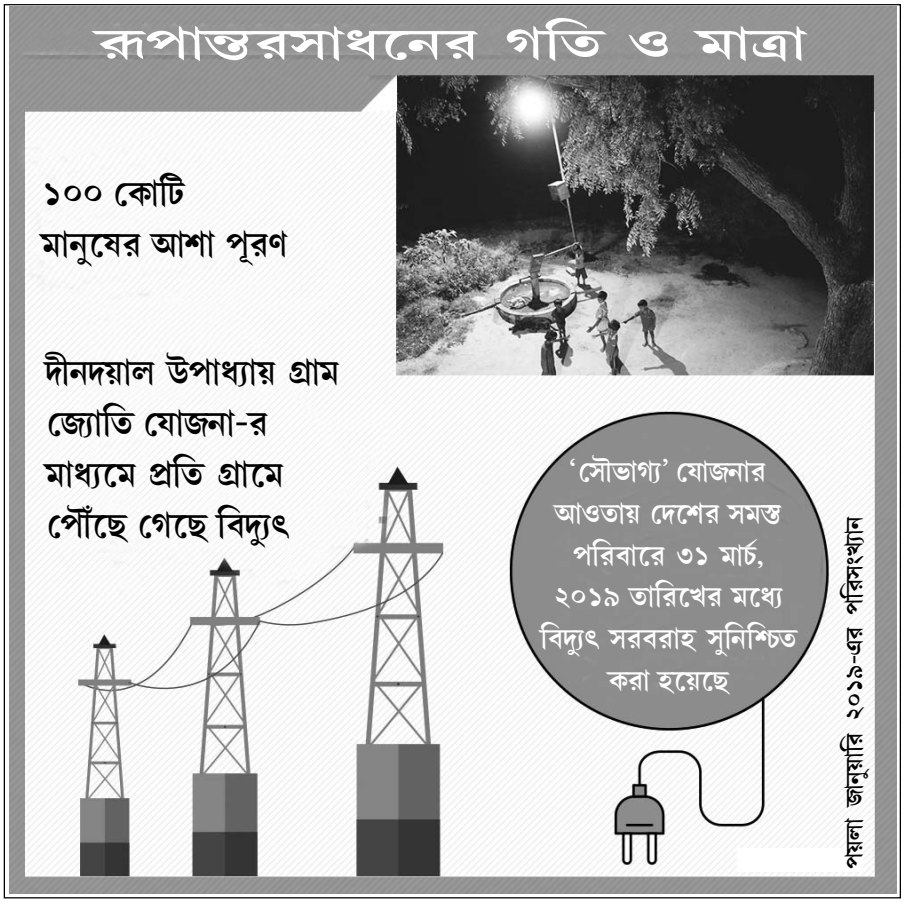

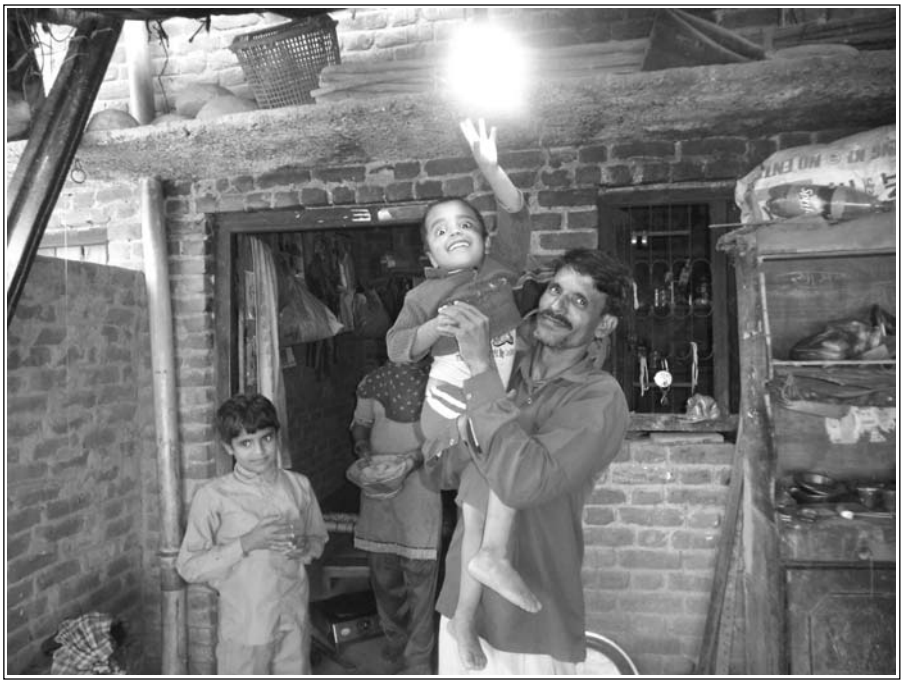

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি

ভারত অবশ্যই উন্নয়নের পথে এগোতে চায়, কিন্তু তার পদক্ষেপ হবে দায়িত্বশীল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ ও দূষণ মুক্ত পৃথিবী রেখে যেতে আমরা দায়বদ্ধ। সেজন্যই ভারত তার বিদ্যুৎ শক্তি বিন্যাসে পরিবর্তন আনতে চাইছে। ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ এবং ৬০ গিগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ। গত সাড়ে চার বছরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে—৩৪,০০০ মেগাওয়াট থেকে ৭২,০০০ মেগাওয়াট। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ৮ গুণ। বর্তমানে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের স্থান বিশ্বে পঞ্চম, বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে চতুর্থ। সার্বিকভাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে ভারত বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করে (উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে)। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পথে।

বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহার

বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পাশাপাশি আমরা বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহারের ওপরেও জোর দিয়েছি। এই লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্ভাবনী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ঘরে ঘরে প্রথাগত আলোর বদলে LED বাল্ব বিতরণ লাগাতে LED বাল্ব বিতরণ কর্মসূচি—উজালা (UJALA) চালু হয়েছে। রাস্তায় স্মার্ট, বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী LED বাল্ব বসাতে পথের আলোর জন্য জাতীয় প্রকল্প— Streetlight National Project—SLNP হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)।

এছাড়া তারকা চিহ্ন কর্মসূচি, বিদ্যুৎ সংরক্ষণ কোড এবং Perform, Achieve and Trade—PAT কর্মসূচিও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাপালন করছে।

শিল্পমহলে PAT-এর প্রথম সাইকেল-এ ৮৬ লক্ষ টনেরও বেশি জ্বালানি তেলের সাশ্রয় হয়েছে, যা ভারতের প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের প্রায় ১.২৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সাইকেল-এ আরও বেশি সাশ্রয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সামনের পথ

বিদ্যুতের নতুন মাশুল নীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গ্রাহকবান্ধব বিভিন্ন সংস্থান রয়েছে। এর আওতায় ২০১৯ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে সবাইকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বৈধ কারণ (যেমন, রক্ষণাবেক্ষণের কারণ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়) ছাড়া লোডশেডিং হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থাকে জরিমানা করা হবে। এর ফলে যখন তখন লোডশেডিং-এর জ্বালা থেকে মানুষ মুক্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্য আরেকটি যে বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি তা হল, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার।

সারণি-৩
এক জাতি-এক গ্রিড

মাপকাঠি	সাড়ে চার বছরে কাজের অগ্রগতি
ট্রান্সমিশন লাইন (২২০ কেভি ও তার বেশি)	১১৪৬০৭ কিলোমিটার
ট্রান্সফরমেশন ক্যাপাসিটি (২২০ কেভি ও তার বেশি)	৩৪৪৩৬৭ এমভিএ
আন্তঃঅঞ্চল ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি	৫৬৯০০ মেগাওয়াট
গ্রিড তৈরির অগ্রগতি	২২৯২১ কিলোমিটার/বছর

আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের সব বিদ্যুৎ মিটারকে স্মার্ট মিটারে বদলে দেবার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। নতুন দিল্লি পুর এলাকায় ৫০ হাজারেরও বেশি মিটার ইতোমধ্যেই বদলে ফেলা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে, কমবে অপচয়, সরবরাহ সংস্থাগুলির অবস্থা ভালো হবে, বিদ্যুৎ সংরক্ষণের কাজে গতি আসবে এবং বিলের টাকা মেটানো সহজ হবে। এছাড়া এতে দক্ষ যুবশক্তির কর্মসংস্থানেরও একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রচলনের ওপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রসারে সরকার জাতীয় ই-পরিবহণ কর্মসূচি, National E-Mobility Programme শুরু করেছে। বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যাপকভাবে চালাতে হলে এর চার্জিং-এর যথাযথ ব্যবস্থা থাকা দরকার। শক্তি মন্ত্রক এজন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামো গড়ে তুলছে।

সহজে বিদ্যুৎ পাওয়ার নিরিখে বিশ্ব ব্যাঙ্কের তালিকায় ২০১৪ সালে আমাদের স্থান ছিল ১১১-তম। সেখান থেকে ২০১৮ সালে আমরা উঠে এসেছি ২৪-তম স্থানে। এটা একটা বিশাল সাফল্য। এর মধ্য দিয়ে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এখনও আমাদের অনেক কাজ করা বাকি..... আমাদের নজরে কোনও ধোঁয়াশার অবকাশ নেই এবং ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়। শক্তিসমৃদ্ধ প্রগতিশীল ভারত গঠনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।❑

সারণি-৪
উজালা ও SLNP-র ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে দক্ষতা

মাপকাঠি	উজালা	SLNP
LED বাল্ব বিতরণ/পথে আলো লাগানো বা স্ট্রিটলাইট	৩১.৮০ কোটি লেড বাল্ব	৭৭.৩৩ লক্ষ লেড বাল্ব
আনুমানিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়	বছরে ৪১.৩০ বিলিয়ন ইউনিট	বছরে ৫.১৯ বিলিয়ন ইউনিট
বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাশ্রয়	৮২৬৯ মেগাওয়াট	৮৬৬ মেগাওয়াট
গ্রিন হাউস গ্যাস উৎসর্জন হ্রাস প্রতি বছরে	৩৩.৪৫ মিলিয়ন টন	৩.৫৭ মিলিয়ন টন

সাফল্যের ক্ষতিয়ান

১. গত সাড়ে চার বছরে সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে প্রায় এক রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলেছে। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ বা সরবরাহ—প্রতিটি স্তরেই নজিরবিহীন গতিতে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। নতুন মাশুল নীতি প্রণয়ন এবং বিদ্যুৎ আইন সংশোধনের মাধ্যমে সংস্কারসাধন করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামোতেও। এককথায় বলতে গেলে, ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

২. এর পরের ধাপ, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এজন্যই ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে 'প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা—'সৌভাগ্য'-র সূচনা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণের চ্যালেঞ্জ আমরা নিজেদের সামনে রেখেছি। এই প্রকল্পের নাম থেকেই স্পষ্ট, এর বৈশিষ্ট্য হল 'সহজ' এবং 'হর ঘর'। অর্থাৎ, প্রত্যেক পরিবার অনায়াসে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পাবে।

৩. প্রতিদিন গড়ে এক লক্ষ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি ভারতের এই বিদ্যুতায়ন প্রয়াসকে ২০১৮ সালের বৃহত্তম সাফল্যগুলির একটি হিসাবে বর্ণনা করেছে। আর মাত্র ৪ লক্ষ পরিবার বাকি। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে যাবে। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এমন কাজ অন্য কোনও দেশ করতে পারেনি। পরিবারে বিদ্যুৎ আসার পর মানুষের মুখে আনন্দের যে হাসি ফুটে ওঠে, তা এক অসাধারণ দৃশ্য।

৪. গত সাড়ে চার বছরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে—৩৪,০০০ মেগাওয়াট থেকে ৭২,০০০ মেগাওয়াট। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ৮ গুণ। বর্তমানে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের স্থান বিশ্বে পঞ্চম, বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে চতুর্থ। সার্বিকভাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে ভারত বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করে (উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে)। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পথে।

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

কেন্দ্রীয় বাজেট, ২০১৯-'২০

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

ভারতে স্মার্ট সিটি প্রকল্প : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

নাগরিকদের জীবনযাপনের মান উন্নততর করার লক্ষ্যে শহরগুলি পরিকাঠামো, পণ্য ও পরিষেবার পিছনে বিনিয়োগ করে, বিকাশের লক্ষ্যে গড়ে তোলে মজবুত অর্থনীতি। তবে এর ধারাবাহিকতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। উন্নয়ন এক জায়গায় থেমে থাকে না, এর ভারসাম্য বিন্দু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, পদ্ধতি এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রাত্যহিক সিদ্ধান্তগুলিও এমনভাবে নিতে হবে যাতে তা সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। স্মার্ট সিটিতে সুস্থিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশেরও বেশি বাস করে শহরে। এই হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ, সংখ্যার হিসাবে তা ৮০ কোটি ছাপিয়ে যাবে। বর্তমানে জিডিপি-র ৬৩ শতাংশ আসে শহরাঞ্চল থেকে। ২০৩০-এর মধ্যে তা দাঁড়াবে ৭৫ শতাংশেরও বেশি।

অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মারাত্মক প্রভাব শহরগুলির ওপর পড়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু শহর যদি সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয় এবং তার পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু থাকে, তা হলে এগুলিই বিকাশ ও সুস্থিত উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

নাগরিক জীবনের রূপান্তরকল্পে ভারতের বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি

নগরায়ণের চ্যালেঞ্জগুলিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে যাবার সুযোগ হিসাবে দেখেছিলেন— পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে, জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নাগরিকদের নিজ কর্মক্ষমতা অনুযায়ী দেশের কাজে নিযুক্ত করা হবে। সেজন্য ত্রিস্তরীয় কৌশল হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক) প্রাথমিক স্তরে প্রধান তিনটি চ্যালেঞ্জ হল দারিদ্র্য দূরীকরণ, সুলভ আবাসন এবং শৌচ ব্যবস্থা।

খ) দ্বিতীয় স্তরে জল সরবরাহ, নিকাশি প্রকল্প এবং সবুজ পার্কের মতো বুনিয়াদি

চিত্র-১ : কোচি শহরের দৃশ্য

[লেখক সচিব, আবাসন ও শহরাঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secyurban@nic.in]

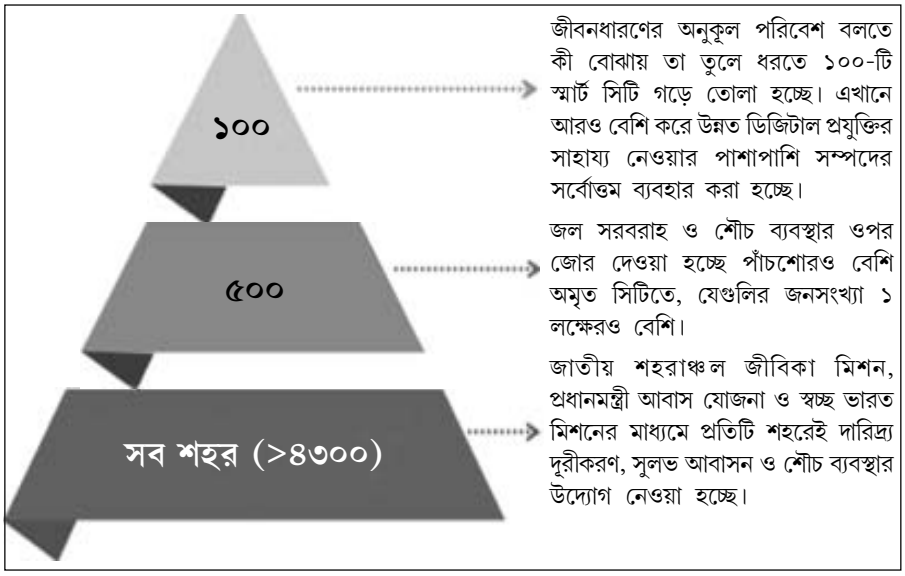

রেখাচিত্র-১ : উন্নয়ন কাঠামো

পরিকাঠামোগুলি গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দশ হাজার বা তার বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট পাঁচশোটি শহরে অটল পুনরুজ্জীবন ও নগর রূপান্তর মিশনের (AMRUT) মাধ্যমে এগুলি রূপায়ণ করা হচ্ছে।

গ) তৃতীয় স্তরে স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় এমন একশোটি শহরকে গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গোষ্ঠীগুলিকে কেন্দ্রে রেখে নগর শাসনের নতুন যুগের সূচনা করা হয়েছে। নগর পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার উন্নততর করতে এক্ষেত্রে আরও বেশি করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

স্মার্ট সিটি বলতে কী বোঝায়?

সাধারণভাবে স্মার্ট সিটি বলতে এমন শহরকে বোঝায়, যেখানে বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। তবে স্মার্ট সিটির কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। আমরা যে স্মার্ট সিটিগুলি নিয়ে আলোচনা করছি, সেগুলি যেসব নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হল :

১) বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার—এই শহরগুলির যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ বাসিন্দা এবং গোষ্ঠীগুলির কথা মাথায় রেখে ভাবা হয়েছে।

২) সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার— জ্বালানি, অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ সীমিত, তাই তার ব্যবহার এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তা থেকে সর্বাধিক সুফল মেলে।

৩) সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তা—রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে দু' দফা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শহরগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

৪) সংহতি, উদ্ভাবন, সুস্থিতি—শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, তার মাধ্যমে একটি সংযুক্ত পরিকাঠামো ও পরিষেবা গড়ে তোলা এর লক্ষ্য।

৫) প্রযুক্তি একটি মাধ্যম, মূল লক্ষ্য নয়—প্রতিটি শহরের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার বাসিন্দাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সঠিক প্রযুক্তি নির্বাচন করতে হয়।

৬) অন্তর্ভুক্তিকরণ অন্যতম প্রধান লক্ষ্য—শহর গড়ে ওঠে মানুষের জন্য। তাই এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিকরণের আদর্শকে সামনে রেখে চলতে হয়। স্মার্ট সিটিগুলিতে মোটের ওপর তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। বসবাসের অনুকূল পরিবেশ, নাগালের মধ্যে দাম এবং সুস্থিতি।

স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার কাজে নাগরিকদের যুক্ত করতে জাতীয় স্তরে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানকার আলোচনার ভিত্তিতেই স্মার্ট সিটির প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। নগরজীবনে উঠে আসা যেসব বিষয়ের কথা অধিকাংশ নাগরিক বলেছিলেন সেগুলি হল—শহরের পরিবহণ, সুলভ বাসস্থান, জল ও দূষিত জল ব্যবস্থাপনা, নিকাশি ব্যবস্থা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা। এগুলির ভিত্তিতেই নাগরিকরা কোনও একটি শহরে জীবনযাপনের গুণগত মান নির্ধারণ করেন।

অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে শহরের ভূমিকা এখন এক স্বীকৃত সত্য। এই নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। স্মার্ট সিটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিভা কাজে লাগানোর উপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আরও বেশি বিনিয়োগ ও প্রতিভা আকর্ষণ, উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহদান, বেকারত্ব দূর করা ইত্যাদি।

নাগরিকদের জীবনযাপনের মান উন্নততর করার লক্ষ্যে শহরগুলি পরিকাঠামো, পণ্য ও পরিষেবার পিছনে বিনিয়োগ করে, বিকাশের লক্ষ্যে গড়ে তোলে মজবুত অর্থনীতি। তবে এর ধারাবাহিকতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে

চিত্র-২ : প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালের ২৫ জুন তারিখে স্মার্ট সিটি মিশনের সূচনা করেন

হবে। উন্নয়ন এক জায়গায় থেমে থাকে না, এর ভারসাম্য বিন্দু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, পদ্ধতি এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রাত্যহিক সিদ্ধান্তগুলিও এমনভাবে নিতে হবে যাতে তা সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। স্মার্ট সিটিতে সুস্থিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বক্স ১

এই প্রথম শহরগুলির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন সুসমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই প্রথম এই বিষয়গুলিতে নাগরিকদের মতামত এত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই প্রথম কোনও সরকারি প্রকল্পের অর্থবরাদ্দ মন্ত্রী বা আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী না হয়ে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

ইকনমিক টাইমস গ্লোবাল বিজনেস মিট, ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬

বক্স ২

এই মিশন দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে উন্নততর নাগরিক পরিষেবা দিয়ে তাদের জীবনযাপনকে আরও সহজতর করে তুলতে চায়।

প্রধানমন্ত্রী

লখনৌ, ২৮ জুলাই, ২০১৮

স্মার্ট সিটি মিশন কৌশল

যে মূল উদ্দেশ্যগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে, সেগুলি পূরণে এই মিশনে দ্বিমুখী কৌশল নেওয়া হয়েছে।

১। এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন—শহরের ভেতরে পুনরোন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে পুরোনো এলাকার সুষ্ঠু বিকাশ এবং ফাঁকা জায়গার উন্নয়নের মাধ্যমে আদর্শ, বিশ্বমানের বসতি গড়ে তোলা।

চিত্র-৩ : স্মার্ট সিটির পরিকল্পনায় তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

চিত্র-৪ : সবার যাতায়াতের জন্য স্মার্ট রাস্তা, পুনে

রেখাচিত্র ২ : উন্নয়নের মডেলসমূহ

প্রতিযোগিতার চারটি পর্ব

	পর্ব ১	পর্ব ২	পর্ব ৩	পর্ব ৪	মোট
নির্বাচিত শহরের সংখ্যা	২০	৪০	৩০	১০*	১০০
নির্বাচনের সময়কাল	জানুয়ারি ২০১৬	মে-সেপ্টেম্বর ২০১৬	জুন ২০১৭	জানুয়ারি ২০১৮	
মোট প্রকল্পের সংখ্যা	৮২৯	১,৯৫৯	১,৮৯১	৪৭২	৫,১৫১
বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	৪৮,০৬৪	৮৩,৬৯৮	৫৭,৩৯৩	১৫,৮৬৩	২,০৫,০১৮
গড় SCP আকার (কোটি টাকায়)	২,৪০৩	২,০৯২	১,৯১৩	১,৫৮৬	২,০৫০

*শিলং শততম স্মার্ট সিটি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

রেখাচিত্র ৩ : স্মার্ট সিটি চ্যালেঞ্জের চারটি পর্ব

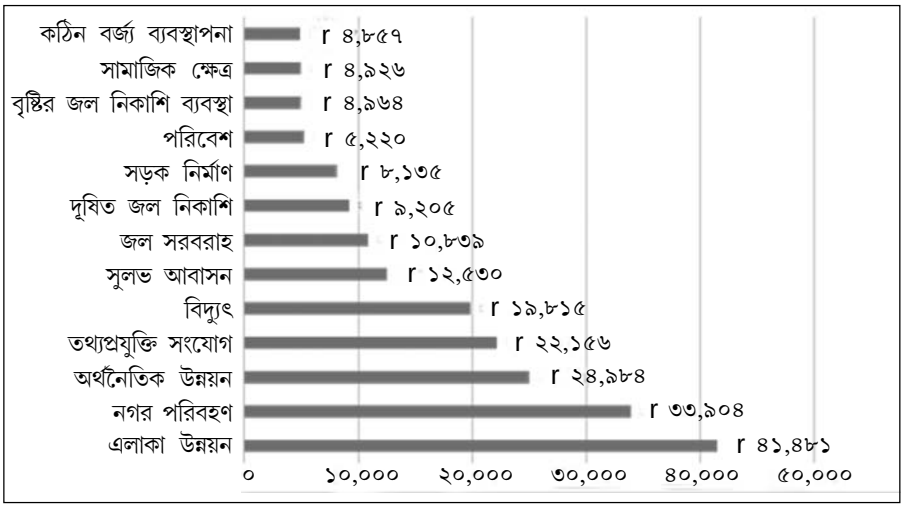

রেখাচিত্র ৪ : স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ভাগ

২। শহরজোড়া উন্নয়ন---নাগরিকদের জীবনযাপনের মান উন্নত করার লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বুনিয়াদি পরিকাঠামো ও পরিষেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ। এই দ্বিমুখী কৌশল ২ নং রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

স্মার্ট সিটি মিশনের সূচনা কীভাবে?

ভারতের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ১০০-টি শহরকে স্মার্ট সিটি গড়তে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই নির্বাচন হয়েছে চারটি পর্বের নিরিখে। এগুলি হল :

স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় ৫১৫১-টি প্রকল্পে শহরগুলি নির্বাচনের দিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ২০৫০১৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি ৯৩৫৫৩ কোটি (৪৫ শতাংশ), অন্যান্য মিশনের সংযুক্ত তহবিল ও স্থানীয় পুরসভাগুলি ৪২০৮৮ কোটি (২১ শতাংশ) টাকা দেবে। বাকি অর্থ আসবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (৪১০২২ কোটি-২১ শতাংশ), ঋণ বাবদ (৯৮৪৩ কোটি-৪ শতাংশ), নিজস্ব খাত (২৬৪৪ কোটি-১ শতাংশ) এবং অন্যান্য উৎস (১৫৯৩০ কোটি-৮ শতাংশ) থেকে। এই মিশনের প্রকল্পগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্র এবং সার্বিক প্রকল্পে তাদের ভাগ ৪ নং রেখাচিত্রে তুলে ধরা হল।

প্রযুক্তি লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম

আগেই বলা হয়েছে, প্রযুক্তি কোনও লক্ষ্য নয়, এটি লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যমমাত্র। স্মার্ট সিটি মিশনের অভিজ্ঞতায় এই সত্য আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই মিশনের আওতায় প্রতিটি শহরে একটি স্মার্ট সিটি কেন্দ্র থাকবে (একে সংযুক্ত নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রও বলা যায়)। এটিই হল শহরের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র। এখানে শহরের সামাজিক, বাস্তব ও পরিবেশগত বিভিন্ন দিকের সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়সাধন করে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি চালানো হবে এবং প্রয়োজনমাফিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই পরিকল্পনায় খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই উৎসাহব্যঞ্জক সুফল আসতে শুরু করেছে। রাজকোটে অনলাইন জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নেওয়ার সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে, নজরদারির ফলে কমেছে অপরাধের হার। আমেদাবাদে ট্রাফিক পরিচালনের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। পুনেতে বন্যার আগাম সতর্কতা পেতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফ্লাড সেন্সর বসানো হয়েছে, যাতে সংকেত মেলা মাত্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। বিশাখাপত্তনমে সিসিটিভি ও জিপিএস-এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটি কেন্দ্র থেকে শহরের বাসগুলির যাতায়াত সম্পর্কিত তথ্য অনলাইন জানা যাচ্ছে। ভোপালেও অনলাইন পরিবহণ পরিষেবার ওপর নজর রাখা যাচ্ছে, এছাড়া সেখানে সম্পত্তি কর আদায়ের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

জীবনযাপনের মান ও অর্থনীতির ওপর প্রভাব

স্মার্ট সিটি প্রকল্প শুধু সুস্থিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রসারই ঘটাচ্ছে না, সেই সাথে উজ্জ্বল, অন্তর্ভুক্তিকরণ উপযোগী, স্বাস্থ্যকর, সহযোগী শহর গড়ে তুলছে, যা জীবনযাপনের মান বাড়াচ্ছে। এগুলির কয়েকটি উদাহরণ ৫ নং রেখাচিত্রে পেশ করা হল।

মিশনের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জমির মিশ্র ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়া হয়, কারণ নৈকট্য ও ঘনত্ব, পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষেবা প্রদানের মাথাপিছু ব্যয় কমায়। উদ্বৃত্ত ও বিশেষায়িত জ্ঞান নগরের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। স্মার্ট সিটিগুলিতে প্রকল্প রূপায়ণের

চিত্র-৫ : ভদোদরায় সংযুক্ত নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র

চিত্র-৬ : সিটি অপারেশন সেন্টার, বিশাখাপত্তনম স্মার্ট সিটি

ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্থানীয় স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে কোনও প্রয়াসে প্রাথমিকভাবে তার বাণিজ্যিকীকরণ ও খুচরো লেনদেনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মিশ্র ব্যবহারের অঙ্গ হিসাবে বিশেষ নজর রাখা হয় বাজার পুনরোন্নয়ন; অফিস, বাড়ি, কনভেনশন সেন্টার প্রভৃতি গড়ে তোলার ওপর। স্মার্ট সিটি প্রকেল্পর আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, ইনকিউবেশন সেন্টার, বিক্রিবাটার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ইত্যাদিও গড়ে তোলা হয়।

উদ্ভাবনই মূল চালিকাশক্তি

সঠিক অংশীদারিত্ব ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, কাজের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেয় এমন এক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নির্মাণ স্মার্ট সিটি মিশনের লক্ষ্য। স্টার্ট আপগুলির ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে স্মার্ট সিটিতে SPIRIT (Smart Cities Promoting Innovation Research and Incubation in Technology)-এর মাধ্যমে উদ্ভাবন সহায়ক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্মার্ট সিটির সঙ্গে অটল উদ্ভাবনী মিশন (Atal Innovation Mission—AIM) এবং স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে স্মার্ট সিটিগুলিতে উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির কাজে গতি আসবে, স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন হবে, প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে এবং অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ডিজিটাল লেনদেনের বিকাশ।

সুস্থিতির ওপর প্রভাব

স্মার্ট সিটিগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিদ্যুতের অন্তত ১০ শতাংশ সৌর উৎস থেকে। দিউ দেশের প্রথম শহর, যেখানে দিনের বেলায় বিদ্যুতের সম্পূর্ণ চাহিদা সৌর উৎস থেকে মেটানো হয়। অন্য অনেক শহরেও সৌর ও বায়ু শক্তি-সহ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের নানা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে স্মার্ট মিটারিং, বিদ্যুতের চাহিদা কমাতে পরিবেশ সহায়ক বাড়ি, দূষণমুক্ত যানবাহন প্রভৃতির ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

স্মার্ট সিটির মূল কারিগর

স্মার্ট প্রশাসন ব্যবস্থা, অর্থের উন্নত জোগান ব্যবস্থা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিচালিত উদ্ভাবন হল স্মার্ট সিটির প্রধান চালিকাশক্তি। এগুলি নিয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

● **স্মার্ট প্রশাসন ব্যবস্থা :**

স্মার্ট সিটিগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থাকে নাগরিক-বান্ধব, ব্যয়সাশ্রয়ী, দায়বদ্ধ ও দুর্নীতি মুক্ত করে তোলা হয়। এখানে পুর অফিসে না গিয়েও নাগরিক পরিষেবা প্রদান করা যায়, নাগরিকদের বক্তব্য ও মতামত শোনার জন্য ই-গ্রুপ থাকে, বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগের রূপায়ণের ওপর অনলাইন নজর রাখা হয়। এপর্যন্ত ১৩-টি স্মার্ট সিটিতে সংযুক্ত নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, ICCC চালু হয়েছে, কাজ চলছে আরও ৪৯-টি শহরে।

স্মার্ট সিটি মিশনে তথ্যনির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করতে শহরগুলিকে Data Smart City হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে তথ্য ব্যবস্থাপনার একটি নীতিগত কাঠামো থাকে, যা নাগরিক, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তিকে নিয়ে একটি সার্বিক বাস্তুতন্ত্র স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

এলাকা নির্মাণ প্রকল্প :	পুনেতে শহরের অব্যবহৃত জমিকে সামাজিক হাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে, ফলত গড়ে উঠেছে সক্রিয় প্রতিবেশ।
গণ বাইক ব্যবহার প্রকল্প :	কোয়াম্বাটোর, ভোপাল ও পুনেতে এর মাধ্যমে সুস্থিত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, দূষণ কমে শহর স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।
বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে যান শাসন ব্যবস্থা :	আমেদাবাদ, সুরাট ও বিশাখাপত্তনমে বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে যান শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শহরের মধ্যে যাতায়াত অনেক সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছে।
স্মার্ট জল ব্যবস্থাপনা :	তদারকি নিয়ন্ত্রণ ও তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা SCADA রূপায়ণের মাধ্যমে আমেদাবাদে সীমিত সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা এসেছে, করদাতাদের অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।
লাইটহাউস প্রকল্প :	পুনেতে শহরে বসবাসকারী গরীব যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি সমাজে কিছু অবদান রাখতে পারেন।
স্মার্ট ক্লাসরুম প্রকল্প :	নতুন দিল্লি পুর এলাকা, কাকিনাড়া ও জবলপুরে স্মার্ট ক্লাসরুম গড়ে তোলায় স্কুলগুলির চেহারা বদলে গেছে। শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি হওয়ায় এবং শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় ফলও চোখে পড়ার মতো ভালো হচ্ছে।
বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট :	জবলপুরে প্রথম Waste to Energy—WTE প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে জঞ্জাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা হাজার হাজার পরিবারে সরবরাহ করা হচ্ছে।
স্মার্ট ক্যাম্পাস প্রকল্প :	বিশাখাপত্তনমে প্রথাগত শিক্ষণ পদ্ধতির বদলে কাগজবিহীন ক্লাসরুম গড়ে তোলা হয়েছে, এতে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ আরও নিবিড় হয়েছে।
বি-নেস্ট ইনকিউবেশন সেন্টার :	ভোপালে ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগের একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যার থেকে উৎসাহ পাচ্ছে উদ্ভাবনী শক্তি, বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। আরও অনেক শহরেও নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে সমান্তরাল সৃজনীশক্তি ও উদ্ভাবনী ভাবনাকে উৎসাহ দিতে একই ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
রাজস্থানী শিল্পকলার সংরক্ষণ :	ঐতিহ্যপূর্ণ ভবনগুলির সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে জয়পুরে একটি সুন্দর মডেল গড়ে তোলা হয়েছে।
ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রকল্প :	প্রতিটি শহরের নিজস্ব অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলতে সুরাট, ইন্দোর, ভুবনেশ্বর-সহ বিভিন্ন শহরে চমৎকার কাজ চলছে। বাসিন্দারা তাদের শহরের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ও গর্বিত হচ্ছেন।

রেখাচিত্র-৫ : স্মার্ট সিটির প্রভাব

চিত্র-৭ : পুনেতে সামাজিক হাব

চিত্র-৮ : রাস্তায় সাইকেল চালানোর নির্দিষ্ট ট্র্যাক, ভোপাল

চিত্র-৯ : ঐতিহ্যের সংরক্ষণ (রাজওয়াড়া), ইন্দোর

নক্সা-১ : ভোপালের সংহত এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প

করে। পুনে ও সুরাটের মতো শহরগুলিতে http:#opendata.pmc.gov.in এবং http:#surat.data.gov.in -এর মতো নিজস্ব ডেটা পোর্টাল গড়ে তোলা হয়েছে।

সুস্থিত উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পুর সংস্থাগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা একান্ত আবশ্যক। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে শহরগুলির মূল্যায়ন করে ক্রেডিট রেটিং দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত ৪৬৫-টি শহরে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি ১০০ কোটি টাকার পুর বন্ড বাজারে ছাড়লে ১৩ কোটি টাকা করে নগদ ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে, যা ২ শতাংশ হারে সুদে ভরতুকির সমান। এখনও অবধি পুনে (২০০ কোটি), ইন্দোর (১৪০ কোটি), ভোপাল (১৭৫ কোটি), অমরাবতী (২০০০ কোটি), হায়দরাবাদে (৩৯৫ কোটি) এবং বিশাখাপত্তনম (৮০ কোটি) পুর বন্ডের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছে। শহরগুলিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে আবাসন, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন, গণ পরিবহণ হিসাবে বাইকের ব্যবহার, পারকিং ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট কার্ড, পরিবহণ হাব নির্মাণ-সহ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে।

দক্ষতা উন্নয়ন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং ফরাসি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক AFD-র সহযোগিতায় স্মার্ট সিটিগুলিতে Cities Investment To Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) বা শহরে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবন, সংহতিসাধন ও সুস্থিতি লাভের ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। AFD কয়েকটি নির্বাচিত শহরে সুস্থিত পরিবহণ, খোলা জায়গার ব্যবহার, নগর প্রশাসন ব্যবস্থা ও তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিম্ন আয়ের বাসিন্দাদের জন্য সামাজিক ও সংস্থাগত উদ্ভাবনের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১০ কোটি ইউরো বিনিয়োগ করবে। এই মিশনের আওতায় অন্তত ১৫-টি প্রকল্পকে CITIIS চ্যালেঞ্জের জন্য নির্বাচন করা হবে।

চিত্র-১০ : শহরের জলাশয় অঞ্চল স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিকভাবে নৈকট্যের প্রসার ঘটায়

চিত্র-১১ : বিশাখাপত্তনমে পৌর পারকিং লটে সৌর ছাদ

চিত্র-১২ : সৌর শক্তি ব্যবস্থা, দিউ স্মার্ট সিটি

চিত্র-১৩ : সংহত নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ICCC-তে অনলাইন নজরদারি

যুব সম্প্রদায়ের মেধাবী অংশকে এই মিশনের সাথে সংযুক্ত করতে India Smart Cities Fellowship & Internship Program চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন মিশনের মধ্যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটবে তেমনি তরুণ পেশাদাররাও নগর পরিকল্পনা ও পরিচালনার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।

দেশ জুড়ে বিভিন্ন শহরের উন্নয়নের গতি আনার একটি প্রয়াস হল স্মার্টনেট। এর ফলে শহরগুলির রূপান্তরসাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষের জন্য শিক্ষণ, আদানপ্রদান ও তথ্য সরবরাহের একটি সম্পদসমৃদ্ধ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

জাতীয় নগর উদ্ভাবন হাব

শহরাঞ্চলে বর্তমান সম্পদের সংহতিসাধন এবং উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রসার ঘটাতে National Urban Innovation Hub (NUIH) বা জাতীয় নগর উদ্ভাবন হাব নামে জাতীয় স্তরে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই সংগঠন, সাবির্ক ধারাবাহিক উদ্ভাবনী সংস্কৃতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নগরাঞ্চলের রূপান্তরসাধনের উপযোগী বাস্তুতন্ত্র নির্মাণের পথ প্রশস্ত করবে। আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও অধিকতর ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালন ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় স্মার্ট সিটি দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বেও থাকবে এই সংগঠন।

NUIH কে সামর্থ্য যোগাবে National Urban Innovation Stack—NUIS। নগরোন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের প্রয়োজনীয় উপাদান জোগাবে এই সংস্থা। NUIS একটি ডিজিটাল পরিকাঠামো, যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি সরকারি এবং বেসরকারি—উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারবে।

মিশনের সাফল্য

২০১৫ সালের ১৫শে জুন স্মার্ট সিটি মিশনের নীতি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। একশোটি শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে। এই মিশন

রেখাচিত্র ৬ : দরপত্র ডাকা প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতি

রেখাচিত্র ৭ : কাজ চলছে এমন প্রকল্পের অগ্রগতি

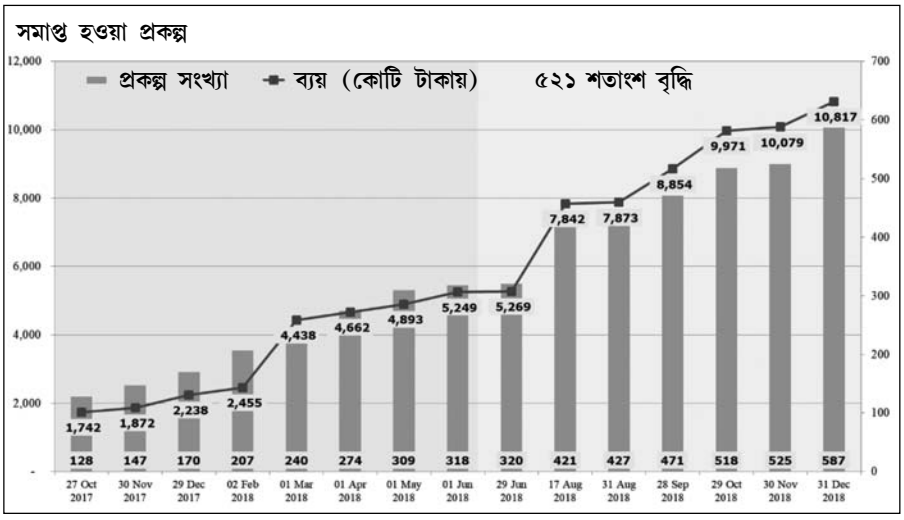

রেখাচিত্র ৮ : সমাপ্ত হওয়া প্রকল্প

যথাযথভাবে রূপায়ণ করতে প্রতিটি শহরেই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক পৃথক সংস্থা স্থাপন করা হয়। স্মার্ট সড়ক নির্মাণ, জল সরবরাহ, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জায়গার কাম্য ব্যবহার, স্মার্ট তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অ্যাপভিত্তিক নাগরিক পরিষেবা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে প্রকল্প নির্মাণ ও তার রূপায়ণের জন্য প্রতিটি শহরেই প্রকল্প উপদেষ্টা ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়েছে।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ২৫৬৩-টি প্রকল্পে ১০২০২৭ কোটি টাকার দরপত্র ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৪২-টি প্রকল্পের প্রায় ৫৯৩৩৬ কোটি টাকার কাজ রূপায়ণের পথে। এদের মধ্যে অধিকাংশের কাজই বছর দেড়েকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ৫৮৭-টি প্রকল্পে ১০৮১৭ কোটি টাকারও বেশি কাজ ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ। ২০১৭ সালের অক্টোবরে ২১৭৬০ কোটি টাকার দরপত্র ডাকা হয়েছে, যা আগের তুলনায় ৩০০ শতাংশেরও বেশি। ওই একই মাসে ওয়ার্ক অর্ডার বেরিয়েছে ১১৪৬০ কোটি টাকার, যা প্রায় ৪০০ শতাংশ বেশি। যত বেশি সংখ্যক প্রকল্প রূপায়িত হবে, নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর এর প্রভাবও আমরা তত ভালো করে বুঝতে পারবো।

সামনের পথ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মিশনের গোড়াতেই যে সমস্যাটা সব থেকে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হল, নগর স্তরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। এজন্য এই প্রথম সার্বিক নগরোন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক পৃথক সংস্থা খোলা হয়। এবার এই শহরগুলিকে উদ্ভাবনী প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান খুঁজতে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

আর একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হল, সরকারের দেওয়া অনুদান সঠিকভাবে ব্যবহার ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এজন্য পুর বন্ড বাজারে ছাড়া, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প গড়ে তোলা, পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থের সংস্থানে নীতি প্রণয়ন করা জরুরি। এক্ষেত্রে শহরগুলি স্মার্ট সিটি প্রস্তাবের মাধ্যমে সরকারি অনুদানকে দু' থেকে আড়াই গুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্র-১৪ : জবলপুরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র

রেখাচিত্র-৯ : পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ সংস্থানের হাতিয়ার (VCF Tools)

স্মার্ট সিটিগুলির উন্নয়নে মানক নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। স্মার্ট তথ্য ও যোগাযোগ পরিকাঠামোর একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করতে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে কথা চলছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এই মান স্থির করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্মার্ট সিটিগুলি হল নতুন শহুরে ভারতের ইনকিউবেটর। আমাদের দেশের সওয়া শো কোটি নাগরিকের আশাভরসা। এখানেই শহুরে ভারতের নবজাগরণ ঘটবে। ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির মধ্যে ভারতের শহরগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা ও নান্দনিক সুষমায় গড়ে তুলতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে এমন এক উন্মুক্ত, নিরাপদ, নিশ্চিত পরিবেশ---যেখানে আনন্দের সঙ্গে জীবন কাটানো যাবে। নতুন এই ভারতে প্রতিটি নাগরিক যেন জীবন-জীবিকা ও নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চাবিকাঠি খুঁজে পান। সুস্থিত এই নাগরিক জীবনই হবে বিশ্বকে ভারতের উপহার। ❑

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

আবাসন ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো

ড. রঞ্জিত মেহতা

সকলের জন্য আবাস

বর্তমান সরকারের জাতীয় কর্মসূচিতে সুলভ আবাসের ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সামনে বিভিন্ন সুযোগের দরজা যেমন খুলে দিয়েছে, তেমনি তাদের চাহিদার কথাও প্রকাশ্যে এনেছে। এই চাহিদা পূরণ উজ্জ্বল ভারত গড়ে তোলার পক্ষে একটা বিশাল বড়ো পদক্ষেপ হবে। ২০১৫ সালের ১৭ জুন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে সরকার কর্তৃক গৃহীত '২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাস' নামক যুগান্তকারী প্রকল্পটির লক্ষ্য হল শহরাঞ্চলের গরিবদের জন্য সুলভ আবাসের ব্যবস্থা।

পরিকাঠামোই হল ভারতীয় অর্থনীতি মূল চালিকাশক্তি। দেশের পরিকাঠামোর মান দিয়েই অর্থনৈতিক বুনিয়াদের শক্তি বিচার করা হয়। নির্ভরযোগ্য পরিবহণ ব্যবস্থা, পরিস্রুত পানীয় জল, নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সভ্য সমাজ ও উৎপাদনশীল অর্থনীতির মূল কথা। বিগত পাঁচ বছরে, ২০১৭ সাল পর্যন্ত পরিকাঠামো খাতে মোট ১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পে সরকারের বিনিয়োগও অনেক বেড়েছে। নির্মাণ ক্ষেত্রে দেশের ১৩০ কোটি মানুষ একটা বড়োসড়ো বিকাশের সাক্ষী হতে চলেছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রের মধ্যে ৪৯ শতাংশ জুড়ে রয়েছে আবাসন, রিয়াল এস্টেট রয়েছে ৪২ শতাংশ এবং বিভিন্ন শিল্প প্রকল্প রয়েছে ৯ শতাংশ জুড়ে। ভারতের রিয়াল এস্টেট এবং নির্মাণ শিল্প অর্থনীতির অবেচ্ছদ্য অঙ্গ এবং উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের একটা বড়ো অংশই হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে। দেশের পরিকাঠামো ভিত্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিল্প এবং শিল্পই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান হোতা। সিমেন্ট, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, রঙ, টাইলস, ফিক্সচার এবং ফিটিংস ইত্যাদি শিল্পের সঙ্গে নির্মাণ শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতির আয়তন অনেক বড়ো এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরও বড়ো হচ্ছে। হিসেব মতো দেখা গেছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হবে। দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক বিকাশে পরিকাঠামোর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। পরিবহণ, শক্তি এবং যোগাযোগের মতো বাস্তব পরিকাঠামো তাদের ফরোয়ার্ড (ফরোয়ার্ড লিঙ্কেজ, অর্থাৎ কোনও প্রকল্পে করা বিনিয়োগ যখন উৎপাদনের পরবর্তী স্তরগুলিতে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করে) এবং ব্যাকোয়ার্ড লিঙ্কেজের মাধ্যমে (অর্থাৎ, কোনও প্রকল্প যখন এমন বিনিয়োগে উৎসাহ দেয় যা ওই প্রকল্পের সাফল্যের জন্য জরুরি) জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, নিকাশি ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক পরিকাঠামোর বিকাশে সহায়তা করে। প্রসঙ্গত, এই সামাজিক পরিকাঠামোগুলিকে মৌলিক পরিষেবা বলে গণ্য করা হয় এবং জীবনযাত্রার মানের ওপর এগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। পরিকাঠামোর হাল-হকিকতের মধ্য দিয়েই দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের ছবিটা প্রতিফলিত হয়।

সরকারি নিয়ম-নীতির উদারীকরণ এবং পরিকাঠামোর বিকাশে সরকারের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা সকলের সামনে অনেক সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছে। প্রায় প্রতিটি পরিকাঠামো ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ করে সড়ক ও মহাসড়ক, বন্দর, বিমান বন্দর, আবাসন ও শক্তি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মে মাসে, যবে থেকে এই

[লেখক নয়াদিল্লির PHDCCI-এর প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর। ই-মেল : ranjeetmehta@gmail.com]

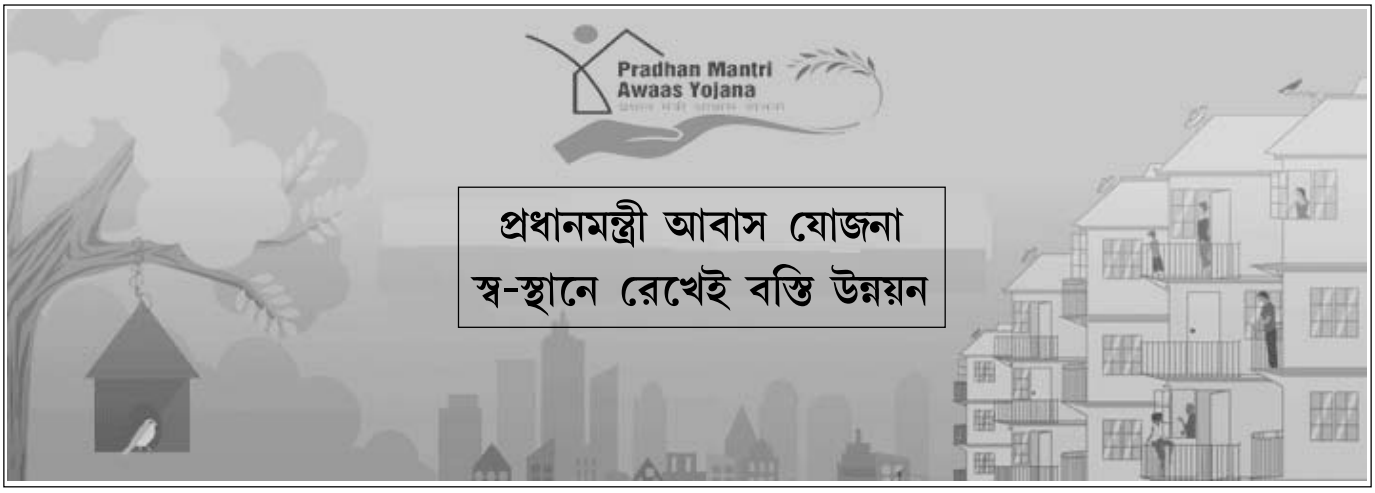

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা
স্ব-স্থানে রেখেই বস্তি উন্নয়ন

সরকার ক্ষমতায় এসেছে তবে থেকেই এই ক্ষেত্রকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দ্রুত ছাড়পত্র প্রদান ও বিবাদ নিরসনের ব্যবস্থা, লাস্ট মাইল ফান্ডিং (অর্থাৎ, উপভোক্তাদের কাছে চূড়ান্ত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার সময়ে যে বিনিয়োগ হয়), সংস্থাগুলোর কাছে ব্যবসা গোটানোর সহজ শর্ত ইত্যাদি। সড়ক ক্ষেত্রে সরকার ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির দরজা খুলে দেওয়ার পর বেশ কয়েকটি বিদেশি সংস্থা এই ক্ষেত্রে বিকাশের সুযোগ নিতে ভারতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। আগামী বছরগুলিতে ভারতীয় অর্থনীতিতে ২৮.২ ট্রিলিয়ন টাকার বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাসন

নগর সভ্যতার সূচনার সময় থেকেই আবাসন নিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী এবং সরকার চিন্তাভাবনা করে আসছে। আজকের দ্রুতগতিতে চলা এই দুনিয়ায় নগরায়ন একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া বিশেষ করে উদীয়মান অর্থনীতিগুলিতে। গত কয়েক দশকে আমরা দেখেছি যে বিপুল আয়তনে নগরায়ন, মানুষের উপার্জন বৃদ্ধি এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদি পরিবহণ, আবাসন, জমি এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করেছে। গত দশকে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এলেও শহরাঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হারের দ্বিগুণ। ভারতের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা ২০৩১ সালের মধ্যে ৬০ কোটিতে পৌঁছে যাবে, যা কিনা দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। ২০১১ সালে দেশের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল ৩৭ কোটি ৭০ লক্ষ। দেশের মোট নগরের সংখ্যাও বেড়ে ৮৭ হবে বলে (২০১১-এ ছিল ৫০) আশা করা হচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে GDP-তে শহরাঞ্চলের অবদান বেড়ে ৭৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০০৯-'১০ সালে এই অবদান ছিল ৬২-৬৩ শতাংশ [উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি (HPEC), ২০১১]। এর ফলে দেশের শহরগুলিতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শহরাঞ্চলগুলিতে যে সমস্ত পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে, তার সঙ্গে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে পরিকাঠামোর যে খামতি দেখা দেবে তা পূরণের প্রয়োজনীয়তাও জরুরি।

বর্তমান সরকারের জাতীয় কর্মসূচিতে সুলভ আবাসের ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সামনে বিভিন্ন সুযোগের দরজা যেমন খুলে দিয়েছে, তেমনি তাদের চাহিদার কথাও প্রকাশ্যে এনেছে। এই চাহিদা পূরণ উজ্জ্বল ভারত গড়ে তোলার পক্ষে একটা বিশাল বড়ো পদক্ষেপ হবে। ২০১৫ সালের ১৭ জুন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে সরকার কর্তৃক গৃহীত '২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাস' নামক যুগান্তকারী প্রকল্পটির লক্ষ্য হল শহরাঞ্চলের গরিবদের জন্য সুলভ আবাসের ব্যবস্থা।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) : ২০২২-এর মধ্যে সকলের জন্য আবাস

অনেক বছর ধরেই স্বল্প মূল্যের আবাসনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হলেও এই উদ্যোগকে আরও জোরদার করতেই ২০১৫ সালে চালু হয়েছে PMAY। পিএমএওয়াই-আরবান (PMAY-U) প্রকল্পের অধীনে আগেকার সমস্ত আবাসন প্রকল্পকে মিশিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য আবাস'-এর ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই (PMAY-U) প্রকল্পের মাধ্যমে ২ কোটি আবাসনের ঘাটতি পূরণ করা হবে।

এই মিশনের চারটি অংশ রয়েছে :

(ক) **বস্তি অঞ্চলের অবস্থান অপরিবর্তিত রেখেই তার উন্নয়ন (ISSR) :** এই প্রকল্পে জমিকে একটা সহায়সম্পদ রূপে গণ্য করা হয়। সরকারি/ব্যক্তিগত জমিতে যেসব বস্তি রয়েছে, সেগুলোর নতুন করে উন্নয়নের মাধ্যমে যোগ্য বলে বিবেচিত সব বস্তিবাসীর জন্য বসতবাড়ির ব্যবস্থা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা ও রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি বাড়ির জন্য এক লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(খ) **অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা (APH) :** সুলভ আবাসন প্রকল্পগুলিতে বেসরকারি অংশীদারিত্বে উৎসাহ দিতে বেসরকারি

নির্মাতাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। যে বেসরকারি প্রকল্পগুলিতে মোট বাড়ির অন্তত পক্ষে ৩৫ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য নির্মিত সেই প্রকল্পগুলিতে এই শ্রেণির জন্য নির্মিত বাড়িপিছু ১.৫ লক্ষ করে কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হয়।

(গ) **ঋণ সংযুক্ত ভরতুকি প্রকল্প (CLSS) :** অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, স্বল্প আয় ও মাঝারি আয়ের পরিবারগুলির জন্য সুদে ভরতুকি দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সুদে এই ভরতুকি প্রাথমিক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে। এর ফলে ঋণ তথা দেয় মাসিক কিস্তির অঙ্ক দুটোই কমবে।

(ঘ) **উপকারভোগীদের দ্বারা নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কার্য (BLP) :** অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও স্বল্প আয়ের পরিবারগুলিকে নতুন নির্মাণ বা বিদ্যমান বাড়ির সম্প্রসারণের জন্য পরিবারপিছু ১.৫ লক্ষ টাকা করে প্রদানের সংস্থান রয়েছে এই প্রকল্পে।

নগর আবাসনের উদ্যোগ

সরকার সুলভ মূল্যে এমন পাকা বাড়ি বানাতে চায় যেখানে জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ও চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকবে। PMAY-এর আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ২ লক্ষ কোটি আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি ও স্বল্প আয়ের পরিবারগুলির জন্য ২ কোটি বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পগুলির সঙ্গে এই প্রকল্পটিকে মিশিয়ে এমন বাড়ি নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে যেখানে শৌচালয়, সৌভাগ্য যোজনা বিদ্যুৎ সংযোগ এবং উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাস সংযোগ থাকবে এবং সেইসঙ্গে থাকবে পানীয় জল ও জনধন যোজনা ব্যাঙ্কিং সুবিধা ইত্যাদি।

শহরাঞ্চলের জন্যই এই প্রকল্প। এখানে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও শহরগুলির জন্য নিম্নলিখিত অংশ/বিকল্পগুলি রয়েছে।

● জমিকে সহায়সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে বেসরকারি নির্মাতাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের জন্য বস্তি পুনর্বাসন।

● ভরতুকি যুক্ত ঋণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণির জন্য সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা।

● সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুলভ আবাসনের ব্যবস্থা।

● উপকারভোগীদের উদ্যোগে ব্যক্তিগত বাড়ি নির্মাণ বা বিদ্যমান বাড়ির সম্প্রসারণের জন্য ভরতুকি।

এর পাশাপাশি সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে বাজেটের মাধ্যমে সরকার আরও অনেক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

সুলভ আবাসনের ব্যবস্থায় গতি আনতে ২০১৭-'১৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে একগুচ্ছ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

● সুলভ আবাসনকে পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

● ২০১৯ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১ কোটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

● ২০,০০০ কোটি ঋণের রিফিনান্স করবে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক।

● প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৩,০০০ কোটি টাকা।

● প্রকল্প শেষ হওয়ার বছরে মূলধনী লাভের ওপর কর প্রদানের সুবিধা করে দিয়ে যেসব ইমারতি দ্রব্য বিক্রি হয়নি তার ওপর কর ছাড় দেওয়া হবে নির্মাতাদের।

● সুলভ আবাসনের ক্ষেত্রে ৩০ ও ৬০ বর্গমিটার বিল্ট-আপ এরিয়ার বদলে ৩০ ও ৬০ বর্গমিটারের কার্পেট এরিয়াই গণ্য হবে।

● স্থাবর সম্পত্তির ওপর মূলধনী লাভ কর প্রদান এবার থেকে ২-এর জায়গায় ৩ বছর স্থগিত রাখা যাবে।

● বিক্রি না হওয়া ইমারতি দ্রব্যের জন্য কমপ্লিশন সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে ১ বছরের জন্য কর ছাড়।

● ৬০০-টি জেলায় ইন্দিরা আবাস যোজনা সম্প্রসারিত করা হবে।

● মূলধনী লাভের জন্য ইন্ডেকশেসন ১/০৪/'৮১-এর পরিবর্তে ১/০৪/২০০১ করা হয়েছে।

আবাসন ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান

সুলভ আবাসনকে পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে স্বল্প মূল্যের আবাসনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সরকার ঘোষণা করেছে যে, ৯ লক্ষের বেশি ঋণের ক্ষেত্রে মাত্র ৪ শতাংশ এবং ১২ লক্ষের বেশি ঋণের ক্ষেত্রে মাত্র ৩ শতাংশ সুদ দিতে হবে। তবে যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণি বা স্বল্প আয়ের গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ছেন না তারা এর সুবিধা পাবেন কিনা সেটা পরিষ্কার নয়। এই ধরনের প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সীমা তিন বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করেছে সরকার। এবার থেকে আরও বেশি করে প্রকল্প লাভের ওপর আয়কর ছাড়ের সুবিধা পাবে। চাহিদা বেশি থাকলেও সুলভ আবাসনের ক্ষেত্রে বেসরকারি নির্মাতাদের অংশগ্রহণ এতদিন সীমিতই থেকেছে। লাভের ওপর আয়কর (প্রফিট লিংকড ইনকাম ট্যাক্স) ছাড়ের সুবিধা এবং সুলভ আবাসনকে পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়ার ফলে নির্মাতারা আরও বেশি করে সুলভ আবাসনের প্রকল্প হাতে নিতে পারবেন। এর ফলে এই ক্ষেত্রে বেসরকারি নির্মাতাদের অংশগ্রহণও বাড়বে।

স্বল্প মূল্যের/সুলভ আবাসনের শর্ত ৩০/৭০ বর্গমিটার বিল্ট-আপ এরিয়ার বদলে ৩০/৬০ বর্গমিটার কার্পেট এরিয়া করার ফলে নির্মাতারা আরও বেশি করে স্বল্প মূল্যের সুলভ আবাসন নির্মাণে উৎসাহী হবেন। অন্যদিকে ক্রেতারাও এই ধরনের আবাস ক্রয়ে উৎসাহ পাবেন। বিল্ট-আপ এরিয়ার বদলে কার্পেট এরিয়ার শর্ত রাখার ফলে ক্রেতারা যেমন বাড়িতে বেশি জায়গা পাবেন তেমনি নির্মাতারা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে এই আবাসনের বিপণন করতে পারবেন। দেশের চারটি মহানগরে পৌরসভার বেঁধে দেওয়া সীমা মোতাবেক এই ৩০ বর্গমিটারের সীমা প্রযোজ্য হবে এবং দেশের অন্যান্য অংশে বা এই চারটি মহানগরের সঙ্গে লাগোয়া শহরতলি অংশে ৬০ বর্গমিটারের সীমা প্রযোজ্য হবে।

তরুণ সম্প্রদায়ের সংখ্যার বিচারে ভারতে বর্তমানে জনসংখ্যাগত বিরাট সুবিধা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় গৃহঋণে ভরতুকি

সেইসঙ্গে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির গতি বজায় রাখতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়াও খুব জরুরি। আবাসন একটি শ্রম নিবিড় ক্ষেত্র। এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বহু ক্ষেত্রের (ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ)। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করতে পারে আবাসন শিল্প। সেইসঙ্গে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বড়ো অবদান রয়েছে এই ক্ষেত্রের। ভারতের তরুণ সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রেও অবদান রয়েছে এই ক্ষেত্রের এবং ভারতের জনবিন্যাসগত সুবিধার সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্র সহায়ক হয়ে উঠবে।

সুলভ আবাসন ক্ষেত্রের বাজারের আয়তন ২০২২ সালের মধ্যে ৬ লক্ষ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। সকলের জন্য আবাসন নির্মাণে PMAY-এর তরফে উৎসাহ পাওয়ার ফলে অনেকগুলি ফিনান্স কোম্পানি গড়ে উঠেছে, যারা সুলভ আবাসনের জন্য অর্থ জোগায়। এই ধরনের সংস্থাগুলি স্বল্প আয়ের ও শহরাঞ্চলের অপ্রথাগত ক্রেতাদের পরিষেবা দিচ্ছে। এখানে তারা ফিল্ড বেসড ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্ট ব্যবস্থার (উপভোক্তারা ঋণ পাওয়ার যোগ্য কিনা ঘটনাস্থলেই তার বিচার) সাহায্য নিচ্ছে, যার উদ্ভাবন হয়েছে এ দেশেই। ২০১৩ সালের মার্চে এই ধরনের সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে যেখানে ১,০০০ কোটি টাকা (২০০ মিলিয়ন ডলার) ঋণ দিয়েছিল, সেখানে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে এই ঋণের অঙ্কটা পৌঁছে যায় ২৭,০০০ কোটি টাকায়। উপভোক্তাপিছু গড়ে এখানে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৯.৩ লক্ষ টাকা। এছাড়া ২৩০,০০০ সুলভ বাড়িকে মালিকের হাতে তুলে দিতেও এই সংস্থাগুলি সাহায্য করেছে। শহরাঞ্চলে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলি সুলভ আবাসনের মালিকানা পাওয়ার ফলে বাড়িভাড়া বাবদ খরচ বেঁচেছে। সেইসঙ্গে অপ্রথাগত ও অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা জানা যাচ্ছে যে, ২০১৬-'১৭ সালে এই সুলভ আবাসন ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বেশি নতুন নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। ভরতুকি যুক্ত ঋণের ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণির কাছে বাড়ির দাম হাতের নাগালে এসেছে।

২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সরকারের এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে GDP-এর হার লক্ষণীয়ভাবে বাড়বে। কারণ আবাসন ক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে প্রায় ২৬৫-টি অনুসারী শিল্প। PMAY-এর মতো আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার এই প্রথম শুধু জাতপাতের ভিত্তিতে নয়, বরং সেইসঙ্গে আর্থিক অবস্থার বিচারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলির জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হল।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতমালা পরিযোজনা : সড়ক ক্ষেত্রে এক নয়া বিপ্লব

দীপক দাশ

জাতীয় সড়কগুলিকে উন্নত করার দ্বিতীয় বড়ো উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয় ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে। ৩.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪,৮০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক নির্মাণের জন্য ভারতমালা পরিযোজনার প্রথম পর্যায় অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কর্মসূচির কাজ শেষ করার জন্য ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে ২০২২ সালের মার্চের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সড়ক উন্নয়নের সুবিশাল এই কর্মসূচিতে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা এই প্রথম বারের জন্য হচ্ছে।

সড়কই হল যেকোনও দেশের জীবনরেখা। মসৃণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির স্বার্থে এই জীবনরেখাকে আরও উন্নত এবং মজবুত হতে হবে। দেশের সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ১৯৫১ সালের ৩.৯৯ লক্ষ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ৫৬.০৩ লক্ষ কিলোমিটার হলেও এর বেশিরভাগই দুই লেন বিশিষ্ট নয়। এমনকি জাতীয় সড়কের ৭০ শতাংশেরও বেশি অংশ হয় দুই লেন বিশিষ্ট নয়তো আরও কম।

অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে জাতীয় সড়কগুলিকে প্রশস্ত করার প্রথম জোরদার উদ্যোগ নেওয়া হয়। চালু

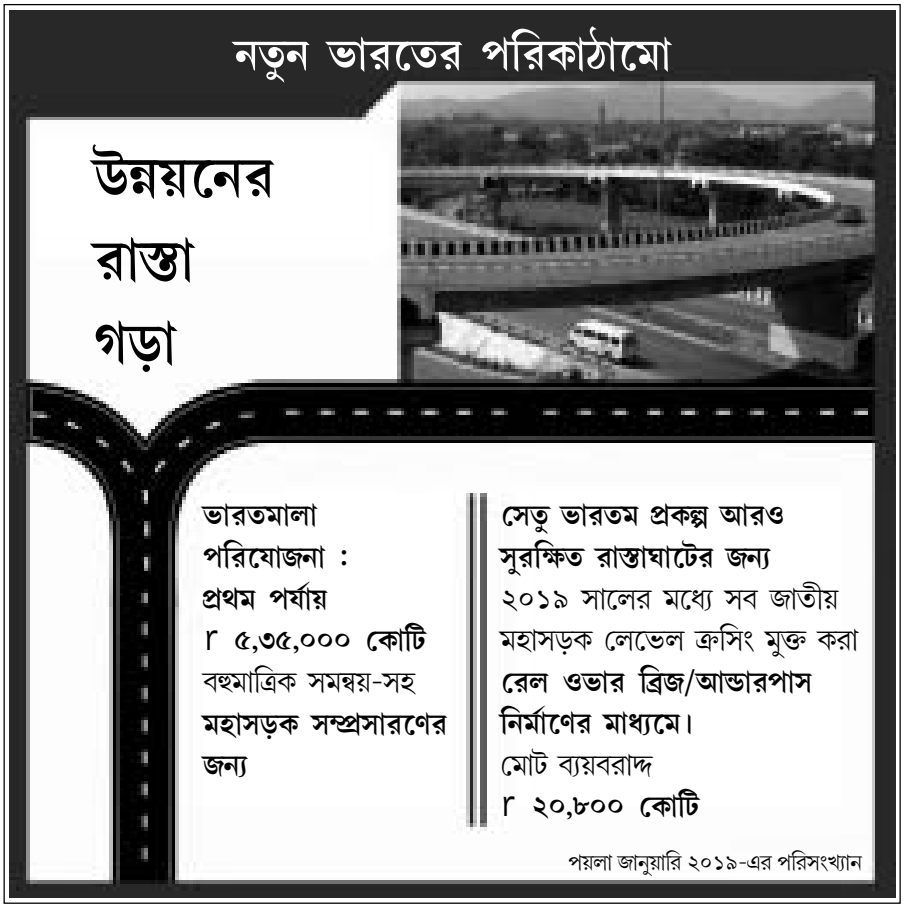

[লেখক দিল্লিস্থিত একজন প্রবীণ সাংবাদিক। ই-মেল : dashreporter@gmail.com]

হয় জাতীয় সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি (NHDP)। এই কর্মসূচির আবার দু'টি অংশ ; যথা দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই ও কলকাতা এই চারটি মহানগরের মধ্যে সংযোগকারী ৫,৮৪৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সোনালি চতুর্ভুজ এবং শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী এবং শিলচর থেকে পোরবন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ৭,১৪২ কিলোমিটারের সড়ক নেটওয়ার্ক ; যা পরিচিত উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম করিডোর নামে।

জাতীয় সড়কগুলিকে উন্নত করার দ্বিতীয় বড়ো উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয় ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে। ৩.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪,৮০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক নির্মাণের জন্য ভারতমালা পরিযোজনার প্রথম পর্যায় অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কর্মসূচির কাজ শেষ করার জন্য ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে ২০২২ সালের মার্চের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

সড়ক উন্নয়নের সুবিশাল এই কর্মসূচিতে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা এই প্রথম বারের জন্য হচ্ছে। যেমন, সড়কের অংশগুলিকে চিহ্নিত করে একটি পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নতুন সরলরেখায় সড়ক নির্মাণের জন্য নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া এই কর্মসূচিরই অঙ্গ। সড়ক পরিবহণ ও সড়ক মন্ত্রক এই নতুন সরলরেখার নাম দিয়েছে... 'ক্রো ফ্লাইট' আল্যায়েনমেন্ট।

দেশের জাতীয় সড়ককে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগের অন্যতম প্রধান কারণ হল ১৯৮৮-তে সূচনা পর্বের পর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে NHDP। তাই সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিশা দেখানো তথা জাতীয় সড়কগুলির সম্প্রসারণের সময় একটা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এখন একান্ত প্রয়োজন।

কর্মপ্রক্রিয়া

উৎস ও গন্তব্যগুলি শনাক্তকরণের পরে ব্যস্ত করিডোরগুলিতে পণ্য চলাচল নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এক বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়েছে সরকার। যেহেতু এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হল পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন তাই নতুন নতুন অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনাও রচনা করা হয়েছে। পণ্য চলাচল ব্যবস্থা উন্নত হলে তার বহুমুখী প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। উৎস-গন্তব্য সমীক্ষার মধ্যে NHDP-র চলতি প্রকল্পগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক করিডোরগুলিকে সংযুক্ত করার বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়।

কিছু কিছু করিডোরের বিভিন্ন অংশে পরিকাঠামোর যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে এই সমীক্ষায়। যেমন মুম্বাই-কলকাতা করিডোরের যে একটা বড়ো অংশ ওড়িশার মধ্য দিয়ে গেছে, তা দুই লেন বিশিষ্ট এবং ওই রাস্তায় ঘন ঘন লেন পরিবর্তন করতে হয়। এই পুরো রাস্তাকেই যদি অন্তত পক্ষে চার লেন বিশিষ্ট না করা যায়, তা হলে যান চলাচলে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে, দেশজুড়ে করিডোরগুলির অসামঞ্জস্যতা দূর করার প্রয়োজন কতখানি।

নতুন নতুন করিডোর ও ফিডার রুটগুলি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে NHDP-র আওতায় ইতোমধ্যেই তৈরি সড়কগুলির সমস্ত অংশের মানের উন্নতি করা দরকার। এই কাজে যে প্রস্তুতি পর্বের সমীক্ষা করা হয়েছে তাতে বাইপাস, রিং রোড নির্মাণ এবং মাল্টি মোডাল লজিস্টিক্স ব্যবস্থার মাধ্যমে সড়কগুলিতে ভিড় কমানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভারতের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্যকে জোরদার করতে সীমান্ত ও উপকূলবর্তী এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কৌশলগত গুরুত্ব অনুযায়ী সীমান্তবর্তী রাস্তাগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচিতে। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটানের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাগুলির উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। উপকূলবর্তী সড়ক উন্নয়ন ও বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগকারী সড়ক উন্নয়নের কর্মসূচিকে সাগরমালা প্রকল্পের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন অংশ

● **অর্থনৈতিক করিডোর :** পণ্য চলাচল

ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে যে উৎস-গন্তব্য সমীক্ষা হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে নতুন ৪৪-টি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল, মুম্বাই-আগ্রা, মুম্বাই-কলকাতা, চেন্নাই-মাদুরাই, বিলাসপুর-দিল্লি, পুনে-বিজয়ওয়াড়া, ইন্দোর-জয়পুর এবং অমৃতসর-জামনগর। আগামী দিনে এই করিডোরগুলিতে মোট পণ্যের ২৫ শতাংশেরই পরিবহণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, জাতীয় করিডোরগুলির (সোনালি চতুর্ভুজ এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম করিডোর) সঙ্গে এই অর্থনৈতিক করিডোরগুলি মিলে দেশের নতুন সড়ক গ্রিড তৈরি করবে। হিসাব অনুযায়ী, জাতীয় ও অর্থনৈতিক করিডোরগুলির সঙ্গে ইন্টার-করিডোর ও ফিডার রুটগুলিকে ধরলে মোট পণ্যের ৮০ শতাংশেরই পরিবহণ হবে এই পথে।

সারণি-১

		(কিলোমিটার)	(কোটি টাকায়)
১	অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণ	৯,০০০	১২০,০০০
২	ইন্টার করিডোর ও ফিডার রুট নির্মাণ	৬,০০০	৮০,০০০
৩	জাতীয় করিডোরগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি (সোনালি চতুর্ভুজ এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম করিডোরকে ছয় লেন বিশিষ্ট করা, ভিড় কমানো তথা লজিস্টিক্স পার্ক নির্মাণ)	৫,০০০	১০০,০০০
৪	সীমান্তবর্তী রাস্তা ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ	২,০০০	২৫,০০০
৫	উপকূলবর্তী রাস্তা ও বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ	২,০০০	২০,০০০
৬	নতুন এক্সপ্রেসওয়ে	৮০০	৪০,০০০
	মোট	**২৪,৮০০**	**৩৮৫,০০০**
	যে প্রকল্পগুলির রূপায়ণের কাজ চলছে	**১০,০০০**	**১৫০,০০০**

● **ইন্টার করিডোর ও ফিডার রুট :** উৎস-গন্তব্য সমীক্ষায় দু'টি বিদ্যমান করিডোরের মধ্যে সংযোগকারী ইন্টার করিডোর রুটের একটি নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে করিডোর নেটওয়ার্কের ফিডার রুটও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ইন্টার করিডোর ও ফিডার রুট নেটওয়ার্কে মোট পণ্যের ২০ শতাংশের পরিবহণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফিডার রুট নির্মাণের মাধ্যমে করিডোরগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

● **জাতীয় করিডোরগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি :** বর্তমানে সোনালি চতুর্ভুজ এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম করিডোর-সহ দেশের জাতীয় সড়ক পথে এদেশের মোট পণ্যের ৩৫ শতাংশের পরিবহণ হয়। সড়কের এই সমস্ত অংশকেই জাতীয় করিডোর বলে ঘোষণা করা হবে। ভারতের জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কের জীবনরেখা হওয়ার সুবাদে দেশের সড়ক পথে এই অংশগুলিতে যান চলাচল তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। ছয়টি জাতীয় করিডোরে যান চলাচল গড়ে ৩০,০০০ কার ইউনিটেরও বেশি। ভারতমালা কর্মসূচির আওতায় এই সমস্ত সড়ককেই ৬ থেকে ৮ লেন বিশিষ্ট করা হবে। গত কয়েক বছরে জাতীয় সড়কগুলিতে যান চলাচল চোক পয়েন্ট তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, সড়কগুলির যে অংশে যান চলাচল সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। এর ফলে পণ্য চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। তাই এই সমস্ত পথে ভিড় কমাতে ও চোক পয়েন্টগুলিকে দূর করতে নতুন রিং রোড এবং বাইপাস/এলিভেটেড করিডোর নির্মাণ করা হবে। সোনালি চতুর্ভুজ এবং উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম করিডোর বরাবর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলিতে মাল্টি মোডাল লজিস্টিকস পার্ক নির্মাণ করা হবে, যাতে করে মোডাল ট্রান্সফার এবং ফ্রেট এগ্রিগেশন (বিভিন্ন উৎস থেকে একই প্রাপকের কাছে যে পণ্য পৌঁছয়, তাকে একটাই

কনসাইনমেন্ট বলে ধরা) ও ডিসেগ্রিগেশনে (একই উৎস থেকে বিভিন্ন প্রাপকের কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া যাকে আলাদা আলাদা কনসাইনমেন্ট বলে ধরা হয়) সুবিধা হয়।

● **সীমান্ত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ :** কৌশলগত গুরুত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর প্রায় ৩,৩০০ কিলোমিটার সীমান্তবর্তী রাস্তা নির্মাণ ও তা প্রশস্ত করার কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ভারতের প্রধান প্রধান সড়ক করিডোরগুলিকে যুক্ত করার জন্য ২০০০ কিলোমিটার ব্যাপী সড়কপথ নির্মাণ করতে হবে।

● **উপকূলবর্তী এবং বন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ :** ভারতমালা প্রকল্পের আওতায় উপকূল বরাবর নির্মাণের জন্য প্রায় ২,১০০ কিলোমিটার পথ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পথ উপকূলবর্তী এলাকায় পর্যটন ও শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ দেবে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সুগম করার জন্য এই সড়ক বন্দরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বন্দর ও বেসরকারি বন্দরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

● **নতুন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ :** যে সমস্ত জাতীয় ও অর্থনৈতিক করিডোরে যান চলাচল ৫০,০০০ প্যাসেঞ্জার কার ইউনিটে পৌঁছে গেছে এবং একাধিক চোক পয়েন্ট তৈরি হয়েছে, সেগুলির কাছাকাছি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। গ্রিন ফিল্ড বা নতুন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য প্রায় ১,৯০০ কিলোমিটার পথকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দিল্লি ও মুম্বাইয়ের মধ্যে সংযোগকারী এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের একটি বিরাট প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এক্সপ্রেসওয়েগুলিতে প্রবেশ ও বাহিরের জন্য সীমিত কেন্দ্র থাকবে। রাস্তায় যান চলাচলের মূল অংশে (মেইন ক্যারেজওয়ে) কোনও ট্রাফিক সিগনাল বা টোল প্লাজা থাকবে না। এর ফলে বিনা বাধায় আরও দ্রুত যান চলাচল করতে পারবে।

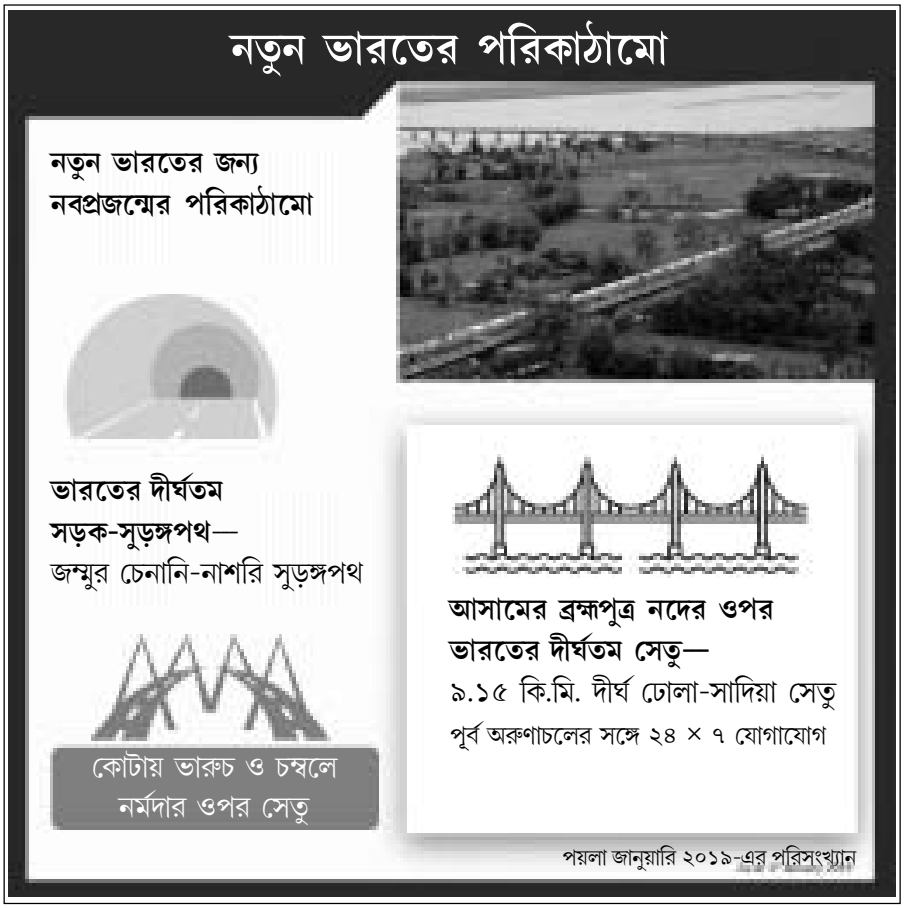

এই কাজ শুরু করার জন্য অনুমোদনের ক্ষেত্রে যাতে পদ্ধতিগত বিলম্ব না হয় তার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (NHAI) পর্ষদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। NHAI-এর পর্ষদ একটি আন্তঃমন্ত্রিপরিষদীয় সংস্থা। এখানে সড়ক ও অর্থ মন্ত্রক, নীতি আয়োগ এবং সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা আছেন। এই কাজে ভালোই সাফল্য পাওয়া গেছে।

সুফল

ভারতমালা পরিযোজনা রূপায়িত হলে জাতীয় সড়কগুলিতে পণ্য চলাচল ও যাত্রী পরিবহণে অনেক সুবিধা হবে। ভারতমালা প্রকল্পের আওতায় যে নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা হয়েছে তাতে দেশের মোট আন্তঃজেলা পণ্য পরিবহণের ৮০ শতাংশই সম্পন্ন হবে। এছাড়া, এই নেটওয়ার্ক দেশের ৫৫০-টি জেলাকে সংযুক্ত করবে এবং দেশের মোট GDP-তে ৯০ শতাংশ অবদান রাখবে। করিডোরগুলি বরাবর অনেক উন্নত সুযোগসুবিধা (যেমন শৌচাগার, খাওয়া-দাওয়ার হোটেল ইত্যাদি) গড়ে উঠবে এবং তাতে যাত্রী পরিবহণেরও অনেক সুবিধা হবে।

অর্থনৈতিক করিডোর ও সংশ্লিষ্ট ইন্টার-করিডোর ও ফিডার রুটগুলি নির্মিত হলে যানবাহনের গতি গড়ে ২০-২৫ শতাংশ বাড়বে। এক্সপ্রেসওয়েগুলিতে প্রবেশের সীমিত সুযোগ এবং 'ক্লোজ টোলিং' ব্যবস্থা যানবাহনের গড় গতি আরও বাড়াবে। পণ্যবাহী যানগুলির গতি গড়ে বাড়লে তার অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে; যেমন যানগুলির ক্ষমতার সদ্ব্যবহার বাড়বে, ফলে বিনিয়োগ করা অর্থ আরও দ্রুত উঠে আসবে (Breakeven) এবং পণ্য চলাচলের খরচ প্রতি টন প্রতি কিলোমিটার অনেক কমবে; সেইসঙ্গে ইতস্তত ঘুরে সময়ের অপচয় না হওয়ায় যানগুলিতে জ্বালানির সদ্ব্যবহারও হবে। ফলত, পণ্য চলাচলের খরচ কমবে। পণ্য পরিবহণও অনেক দ্রুত হবে। সরকার

হিসেব করে দেখেছে যে এই নেটওয়ার্ক একবার তৈরি হয়ে গেলে অর্থনীতিতে সরবরাহ শৃঙ্খলে ৫-৬ শতাংশ খরচ কমবে।

এর পাশাপাশি, প্রথম পর্বে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কে ২৪,৮০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পথের উন্নতিসাধনের সময় নির্মাণ পর্যায়ে অর্থনৈতিক করিডোর নেটওয়ার্কে কর্মকাণ্ড জোরদার হওয়ায় ১০ কোটি শ্রমদিবসের সৃষ্টি হবে এবং ২ কোটি ২০ লক্ষ স্থায়ী চাকরির সুযোগ তৈরি হবে।

অর্থের সংস্থান

চলতি সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য মোট ৬.৯২ লক্ষ কোটি টাকার খরচের হিসাব কষেছে সরকার। এর মধ্যে ৩.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা ধরা হয়েছে শুধু ভারতমালার জন্যই। এর এক-তৃতীয়াংশ টাকা, অর্থাৎ ২.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা আসবে জ্বালানি সেস থেকে। আর বাজেট বরাদ্দ থেকে আসবে ৬০,০০০ কোটি টাকা। ভারতের জাতীয় সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই শেষ হওয়া রাস্তাগুলিকে অর্থকরী উপায়ে কাজে লাগিয়ে প্রায় ৩৪,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। অর্থকরী এই উপায়টি হল টোল অপারেট ট্রান্সফার (টিওটি)। এর আওতায় যে রাস্তাগুলির নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে, সেগুলিতে নির্দিষ্ট কয়েক বছরে টোল সংগ্রহের জন্য বেসরকারি পক্ষের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। টোল সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সড়কের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে।

টোল বাবদ সংগৃহীত অর্থ থেকে এই প্রকল্পে ৪৬,০০০ কোটি টাকা জোগানোর পরিকল্পনা করেছে সরকার। অন্যদিকে বাজার থেকে ২.০৯ লক্ষ কোটি টাকা তুলবে ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ১.০৬ লক্ষ টাকার বেসরকারি বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।❑

আমাদের প্রকাশনা

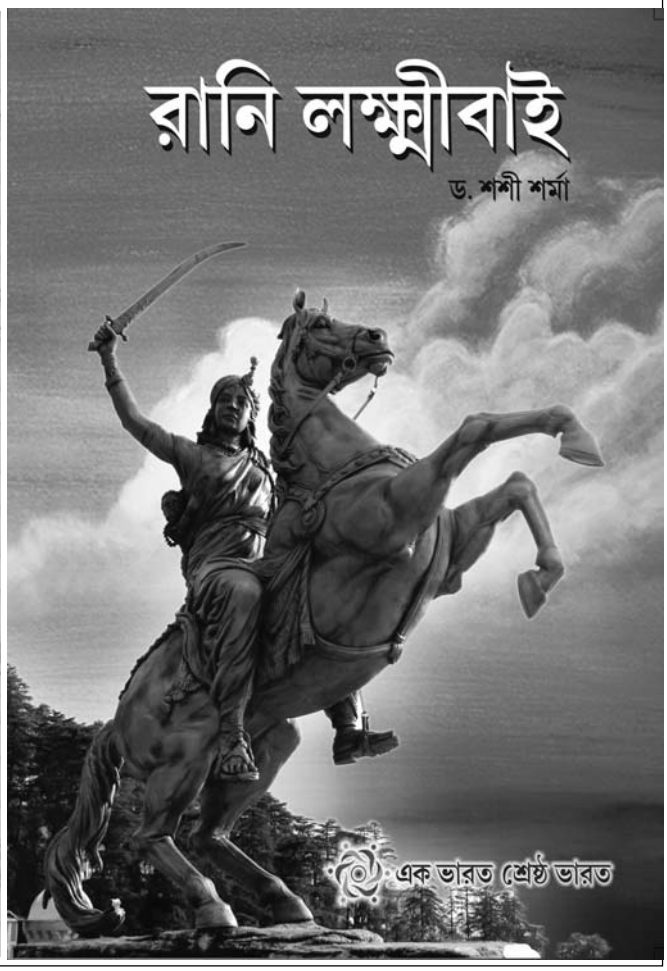

এগোচ্ছে ভারতীয় রেল

দীপক রাজদান

বিগত কয়েক বছর ধরে বড়ো ধরনের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় রেল। দেশের প্রতিটি প্রান্তে পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে দেওয়া হচ্ছে অগ্রাধিকার। ভারতে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬৩,০০০ কিলোমিটার। প্রতিদিন গড়ে ২২ হাজার ট্রেন চলে এদেশে। দৈনিক যাত্রীর মোট সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। কাজেই রেললাইন, রেলসেতু, সিগন্যাল এবং টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিমুহূর্তে চাঙ্গা থাকা জরুরি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রেল পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি। তা পৌঁছে গেছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকায়।

রেলপথের মোট দৈর্ঘ্যের নিরিখে সারা বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয়। বিগত কয়েক বছর ধরে বড়ো ধরনের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় রেল। দেশের প্রতিটি প্রান্তে পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে দেওয়া হচ্ছে অগ্রাধিকার।

ভারতে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬৩,০০০ কিলোমিটার। প্রতিদিন গড়ে ২২ হাজার ট্রেন চলে এদেশে। দৈনিক যাত্রীর মোট সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। কাজেই রেললাইন, রেলসেতু, সিগন্যাল এবং টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিমুহূর্তে চাঙ্গা থাকা জরুরি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রেল পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি। তা পৌঁছে গেছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকায়। চালু পরিষেবা সঠিকভাবে বহাল রাখার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কাজ চলছে প্রতিনিয়ত।

নতুন রেল লাইন পাতার কাজ এখন এগোচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত হারে। ২০০৯ থেকে ২০১৪-র মধ্যে দৈনিক নির্মিত হ'ত গড়ে চার দশমিক এক কিলোমিটার রেলপথ। ২০১৪ থেকে '১৮-এ তা দাঁড়িয়েছে ছয় দশমিক পাঁচ তিন কিলোমিটারে। গত চার বছরে লাফ দিয়ে বেড়েছে রেলের মূলধন বাবদ বার্ষিক ব্যয়। ২০০৯ থেকে ২০১৪-র মধ্যেকার গড়ের তুলনায় এই খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি।

দক্ষিণে কন্যাকুমারী থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল—ছবিটা বদলাচ্ছে দ্রুত। রেলপথ

[লেখক প্রবীণ সাংবাদিক, বর্তমানে The Statesman, New Delhi-র সম্পাদনা বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসেবে কর্মরত। ই-মেল : deepakrazdan50@gmail.com]

ডাবল লাইন পাতা এবং বিদ্যুৎচালিত ট্রেন চালানোর জন্য পরিকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়ার দৌলতে চালু রেল ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে অনেক বেশি সক্ষম হয়। ৩৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কন্যাকুমারী-নাগেরকয়েল-থিরুবনন্তপুরম শাখায় এই কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে। খরচ পড়বে ৩৬১৪ কোটি টাকা।

রেলমানচিত্রে সপ্তভগিনী

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সপ্তভগিনী, অর্থাৎ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশ—এই সাত রাজ্যেই পৌঁছে গেছে রেল সংযোগ। মেঘালয় রেল মানচিত্রে এসেছে ২০১৪-র ২৯ নভেম্বর। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটি থেকে মেঘালয়ের মেন্দিপাথার-এর মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন। ত্রিপুরায় ব্রডগেজ রেল পরিষেবা পৌঁছেছে ২০১৬-র ৩১ অক্টোবর। তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ওই দিনই যাত্রার সূচনা করেন আগরতলা-নতুন দিল্লি 'ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস'-এর। আগরতলা-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস চালু হয় ২০১৭-র ২৮ অক্টোবর। দেশে চালু রাজধানী এক্সপ্রেসগুলির মধ্যে এই ট্রেনটির যাত্রাপথ দীর্ঘতম—২৪২২ কিলোমিটার।

মণিপুরে ব্রডগেজ রেল পরিষেবার আওতায় আসা প্রথম স্টেশন হল জিরিবাম। ২০১৬-র ২৭ মে প্রধানমন্ত্রী মিজোরাম-এর ভৈরবী থেকে জিরিবাম-এ চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের সূচনা করেন। গেজ বদলের পর লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেল লাইন চালু হয় ২০১৫-র ২০ নভেম্বর। এর ফলে অসমের বরাক উপত্যকার সঙ্গে দেশের বাকি অংশের ব্রডগেজ রেল সংযোগ আরও মজবুত হয়ে ওঠে। বস্তুত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবক'টি রাজ্যের রাজধানীতেই দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে ব্রডগেজ রেল সংযোগ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটছে নজিরবিহীনভাবে। অসম এবং অরুণাচল প্রদেশ-এর সংযোগকারী, দেশের দীর্ঘতম রেল তথা সড়ক সেতু চালু হয়েছে ২০১৮-র ২৫ ডিসেম্বর। অসমের ডিব্রুগড় অঞ্চল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর দিয়ে ৪.৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বোগিবিল সেতুর উদ্বোধন হয়েছে ২০১৮-র ২৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সেতুটিতে রয়েছে জোড়া রেল লাইন এবং তিন লেনের রাস্তা।

প্রকল্পটিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয় ১৯৯৭-'৯৮ সালে। তখন খরচ ধরা হয়েছিল ১ হাজার কোটি টাকা। ২০০২ সালের এপ্রিলে এই প্রকল্পের কাজের সূচনা করেন তৎকালিনী প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। প্রকল্পের রূপায়ণে শেষ পর্যন্ত খরচ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৮২০ কোটি টাকা।

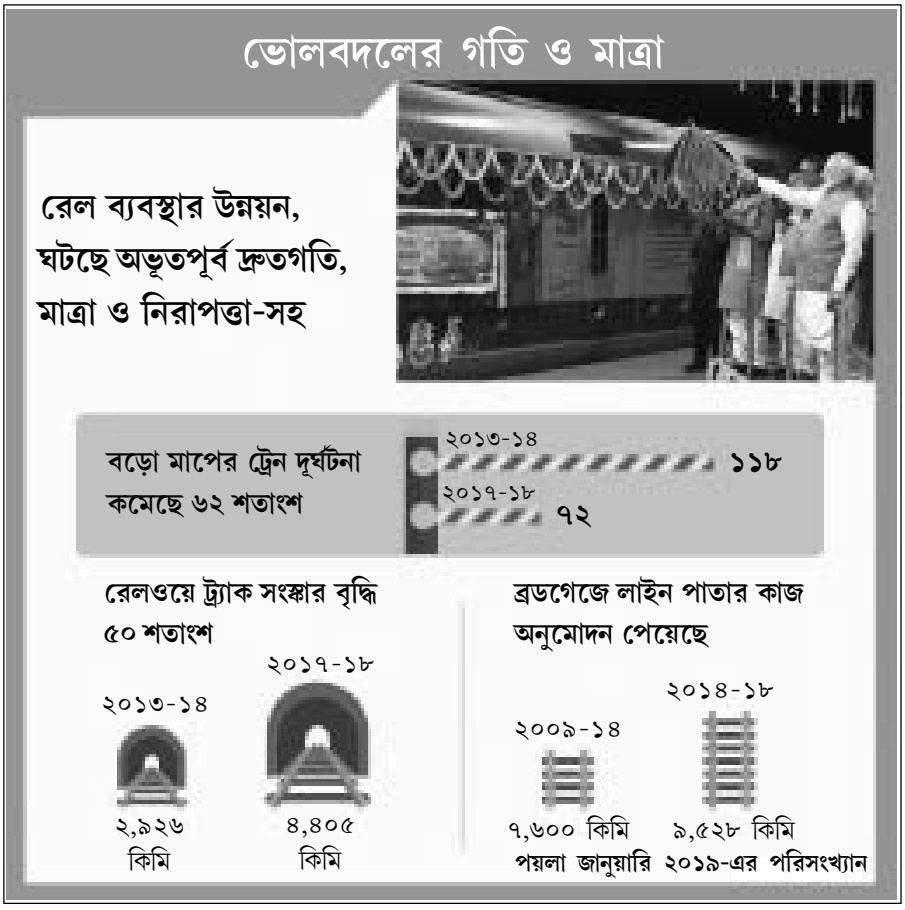

নতুন জিরিবাম-তুপুল-ইম্ফল রেলপথ প্রকল্পের আওতায় মণিপুরের তামেংলং জেলায় ননে-তে ইরাং নদীর ওপর গড়ে উঠছে দেশের উচ্চতম সেতু। এ সেতুর স্তম্ভের উচ্চতা হবে ১৪১ মিটার। রেল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে চলা এই সেতুটির উচ্চতা দাঁড়াবে কুতবমিনারের দ্বিগুণ। ৫১.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরবী-সাইরাং রেল শাখায় ৭০ মিটারের বেশি উচ্চতাসম্পন্ন ৬-টি সেতু থাকবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত চার বছরে ৯৭০ কিলোমিটার রেলপথের গেজ পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে---যা চমকপ্রদ। সেখানকার আগের সব মিটার গেজ শাখাই এখন ব্রড গেজ। ২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৭-'১৮—এই সময় পর্বে প্রতি বছর গড়ে ৩৫৩.১৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ তৈরি এবং গেজ পরিবর্তন হয়েছে সেখানে। ২০০৯-'১৪ এই সময় পর্বে এই হার ছিল ১১০ কিলোমিটার। ৪৭,৬৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৩৯৭ কিলোমিটার নতুন রেলপথ তৈরির ১৫-টি প্রকল্প পরিকল্পনা, মঞ্জুরি কিংবা রূপায়ণের স্তরে রয়েছে বর্তমানে। প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই পড়ে।

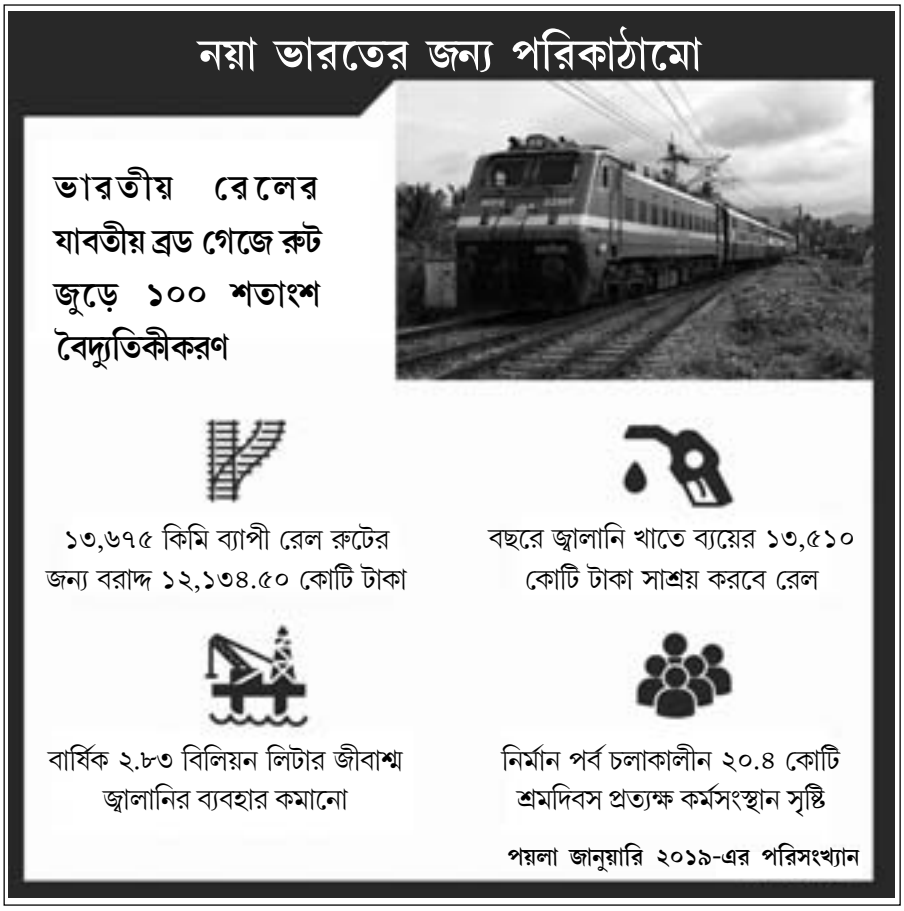

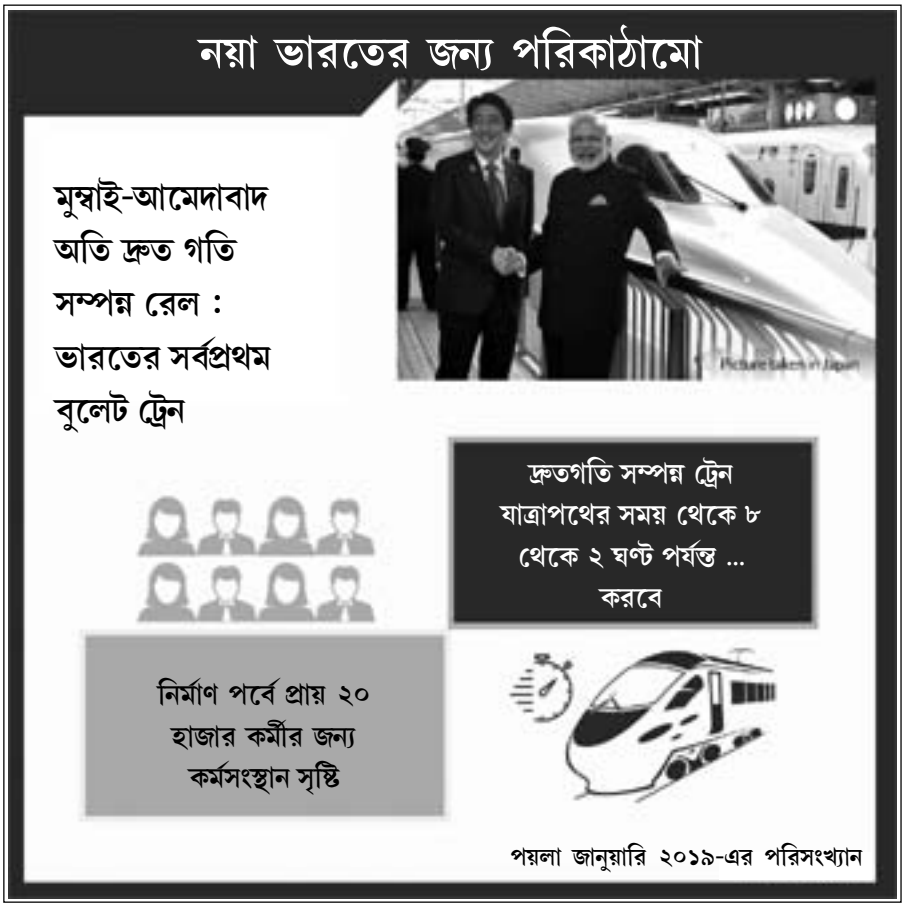

বহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

যাত্রী এবং পণ্য বহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ভারতীয় রেলের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেকথা মাথায় রেখে হাতে নেওয়া হয়েছে দু'টি 'শুধুমাত্র পণ্যবাহী রেলপথ' প্রকল্প (Dedicated Freight Corridor—DFC) একটি হল পূর্বাঞ্চলীয় পৃথক পণ্যবাহী রেলপথ (Eastern Dedicated Freight Corridor—EDFC)। অন্যটি 'পশ্চিমাঞ্চলীয় পৃথক পণ্যবাহী রেলপথ' (Western Dedicated Freight Corridor—WDFC)। ২০১৪ সালের পর দু'টি প্রকল্পেরই কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে। পশ্চিমাঞ্চলীয় পৃথক পণ্যবাহী রেলপথ-এর ফুলেরা-আটারি শাখায় এবং পূর্বাঞ্চলীয় পৃথক পণ্যবাহী রেলপথ-এর খুরজা-ভাদান শাখায় মালবাহী ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রা

সম্পূর্ণ হয়েছে যথাক্রমে ২০১৮-র আগস্ট ও নভেম্বরে।

পশ্চিমাঞ্চলীয় পণ্যবাহী রেলপথের রেওয়ারি-মাডার এবং পূর্বাঞ্চলীয় পণ্যবাহী রেলপথের খুরজা-ভাউপুর পরিবর্ধিত শাখায় মালগাড়ির পরীক্ষামূলক যাত্রার কাজ শেষ হয়ে যাবে বর্তমান অর্থবর্ষেই (২০১৮-'১৯)।

পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে দু'টি পণ্যবাহী রেলপথই পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে ২০২০-র মার্চ নাগাদ। পশ্চিমাঞ্চলীয় পণ্যবাহী রেলপথের আটেলি থেকে ফুলেরা পর্যন্ত ১৯০ কিলোমিটার এবং পূর্বাঞ্চলীয় পণ্য রেলপথের খুরজা থেকে নিউ ভাদান পর্যন্ত ১৯৪ কিলোমিটার অংশ চালু হয়ে গেছে ২০১৮-র যথাক্রমে ১৫ আগস্ট এবং ২৩ নভেম্বরে।

দু'টি পণ্যবাহী রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য হবে ৩৩৭৬ কিলোমিটার। প্রকল্প দু'টি পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে ভারতীয় রেল শুধু যে পণ্য পরিবহণ পরিষেবার ক্ষেত্রে নিজের বাজার আবার ফিরে পাবে তাই নয়, একইসঙ্গে দেশে তৈরি হয়ে উঠবে আরও দক্ষ, নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ এবং ব্যয়সাশ্রয়ী পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা।

রেলপথগুলির ওপর অতিরিক্ত চাপ এবং যানাকীর্ণতা (Congestion) এড়াতে ডাবল লাইন এবং আরও অতিরিক্ত ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে জোরকদমে। গত চার বছরে তৈরি হয়েছে ২৫৫৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ। গেজ পরিবর্তন হয়েছে ৩৩৯৬ কিলোমিটার রেলপথের। ৩৫৭৭ কিলোমিটার ডাবল লাইন পাতা হয়েছে এই সময়ে। শুধুমাত্র ২০১৭-'১৮-তেই ১৮৬২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ চালু, ৪৫৪ কিলোমিটার রেলপথের গেজ পরিবর্তন এবং ৯৯৯ কিলোমিটার ডাবল লাইন পাতার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সাম্প্রতিক বাজেটগুলিতে সামগ্রিকভাবে সারা দেশে ১৪,৪৮০ কিলোমিটার রেলপথে দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ লাইন পাতার প্রস্তাব রয়েছে। এজন্য অর্থের সংস্থান হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক নানা উৎস থেকে। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রকল্পে বাস্তবে কাজ কতটা এগিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে রেল সংযোগ আরও বাড়ানো এবং চালু রেলপথগুলির ওপর চাপ কমানোর কাজ আরও জোরদার করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিকরণে গতি সঞ্চার

ডিজেল আমদানি এবং কার্বন নিঃসরণ কমাতে রেল লাইনগুলির বৈদ্যুতিকীকরণে জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রেলে পণ্য পরিবহণের দুই-তৃতীয়াংশ এবং যাত্রী পরিবহণের অর্ধেক হয় বিদ্যুৎচালিত ট্রেন-এর মাধ্যমে। অথচ জ্বালানি বাবদ রেলের খরচের মাত্র ৩৭ শতাংশ যায় বিদ্যুৎচালিত ট্রেন চালানোয়। বৈদ্যুতিকীকরণের সুবাদে জ্বালানি বাবদ ভারতীয় রেলের ফি বছর ১৩,৫১০ কোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে। তাছাড়া, প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্পগুলির রূপায়ণের সময়।

২০১৮-র পয়লা এপ্রিল-এর হিসেব অনুযায়ী, এদেশের ৩০,২১২ কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন। এই কাজ চলছে আরও ৩৩,৬৫৮ কিলোমিটার রেলপথে। এজন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ২৬,৪৮৬ কোটি টাকা। এরপর, ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে আরও ১৩,৬৭৫ কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২,১৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ৪,০৮৭ কিলোমিটার ব্রড গেজ রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,০০০ (চার হাজার) কিলোমিটার। আগের বছর (২০১৬-'১৭) বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছে ১,৬৪৬ কিলোমিটার রেলপথের।

রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ জীবাশ্ম জ্বালানির আমদানি কমিয়ে শক্তি ক্ষেত্রে দেশের অবস্থান আরও মজবুত করবে। এর ফলে দ্রুতগতিসম্পন্ন যানে ব্যবহার্য ডিজেল বা হাই স্পিড ডিজেলের ব্যবহার প্রতি বছরে প্রায় ২৮৩ কোটি লিটার কমে যেতে পারে। কাজেই কমবে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণের মাত্রা। ইতিবাচক প্রভাব পড়বে পরিবেশে। ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়ে গেলে সময়ে সময়ে এখনকার মতো ইঞ্জিন পালটাবার দরকার পড়বে না। ফলে সময়ের অপচয় বন্ধ হবে অনেকখানি। আরও দক্ষ হয়ে উঠবে রেল পরিষেবা।

বিদ্যুতচালিত রেল ইঞ্জিনের গতি এবং ভার বহনের ক্ষমতা বেশি। বৈদ্যুতিকীকরণের কল্যাণে সিগনালিং ব্যবস্থাও হবে আরও দক্ষ। ট্রেন চলাচল হবে আরও নিরাপদ।

বাকি পড়ে থাকা রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ নানা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার সংখ্যা। IRCON, RITES এবং PGCIL-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে।

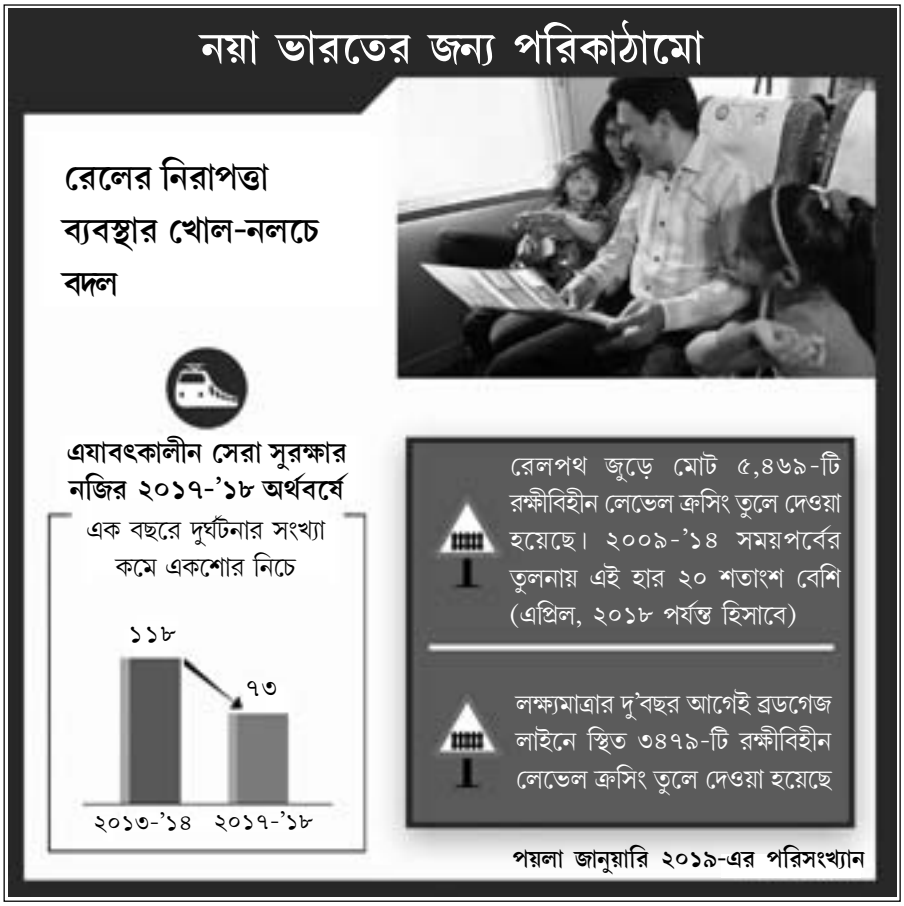

সুনিশ্চিত নিরাপত্তা

পরিষেবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষ কোষ। ১ লক্ষ কোটি টাকার এই তহবিল থেকে রেল লাইন পালটানো, মেরামতি, সেতুর সংস্কার, প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং তুলে দেওয়া, সিগন্যালিং ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধনের কাজে অর্থসংস্থান হবে। ধীরে ধীরে ট্রেনের কামরাগুলির সবক'টিই হয়ে যাবে ঝাঁকুনি প্রতিরোধী LHB কোচ—যা অনেক বেশি নিরাপদ। পাশাপাশি Integral Coach Factory-তে তৈরি কামরাগুলিতেও (ICF Coaches) নিরাপত্তা প্রদানকারী সাজসরঞ্জাম লাগানো হবে।

রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষ কোষ সমেত বিভিন্ন উৎস থেকে নিরাপত্তা খাতে ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে ৬৮,৭২৫ এবং ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে ৭৩,০৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষ কোষ বা RRSK তহবিলে ৫০০০ কোটি টাকা

দেওয়া হবে মূলধনী (বাজেট) বরাদ্দ হিসেবে। ১০,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে রেল সুরক্ষা তহবিল মারফত—যা আদতে কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিল থেকে রেলের প্রাপ্য। এছাড়া ৫০০০ কোটি টাকা আসবে রেলের রাজস্ব খাত থেকে। সব ব্যস্ত রেলপথ থেকে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং তুলে দেওয়া এবং অধিকতর নিরাপদ LHB কামরা ব্যবহারের পাশাপাশি রেল লাইনের মেরামতিতেও বিশেষ জোর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

নিরাপত্তার দিকটি অগ্রাধিকার পাওয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনার কমেছে অনেকটা। ২০১৩-'১৪ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১১৮। ২০১৭-'১৮-এ তা ৬২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৭৩-এ।

গত চার বছরে ৫৪৭৯-টি প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং তুলে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা বিষয়ক দায়িত্বের ১ লক্ষেরও বেশি শূন্যপদ পূরণ করার কাজ চলছে এখন।

Integral Coach Factory-র চিরাচরিত ICF কামরা উৎপাদন ২০১৮-র পয়লা এপ্রিল থেকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। আরও নিরাপদ Linke Hofmann Busch—LHB কামরা ব্যবহার করার দিকে ঝুঁকছে ভারতীয় রেল (কোনও কারণে বিপত্তি ঘটলে এই কামরাগুলি একে অপরের ওপর উঠে পড়ে না। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় অনেক কম)।

রেলের সিগন্যাল ব্যবস্থাকে করে তোলা হচ্ছে পুরোপুরি আধুনিক। ২০১৮-'১৯ সালে ৬০,০০০ কিলোমিটার ব্রড গেজ রেলপথের সিগন্যাল ব্যবস্থা ঢেলে সাজার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিংগুলি দুর্ঘটনাপ্রবণ। সেকথা মাথায় রেখে সেগুলিকে হয় তুলে দেওয়া, নয়তো সেখানে প্রহরী নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। ২০১৮-র পয়লা এপ্রিলের হিসেব অনুযায়ী দেশে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং-এর সংখ্যা ৫৭৯২। এর ৩৪৭৯-টি ব্রড গেজ, ১১৩৫-টি মিটার গেজ এবং ১১৭৮-টি ন্যারো গেজ রেলপথে।

পরিষেবার উন্নতিসাধন

রেলযাত্রার সময়ানুবর্তিতার দিকটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে এখন। ট্রেন যাতায়াতের সময় লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব এতদিন ন্যস্ত ছিল স্টেশন মাস্টারের ওপর। এখন সে জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থা। এর ফলও মিলেছে হাতেনাতে। রেল চলাচল সময়ানুবর্তিতার প্রশ্নে উন্নতি হয়েছে ৭৩ থেকে ৭৪ শতাংশ।

প্রতিটি ট্রেনে অবস্থান নির্দেশক প্রযুক্তি ব্যবস্থা বা GPS রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কোনও নির্দিষ্ট ট্রেন নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোথায় আছে তা দেখে নেওয়া যাবে হাতের তালুতে থাকা মোবাইল ফোনে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে কর্তৃপক্ষ। নজরদারি, পরিষেবা, রক্ষণাবেক্ষণ—সব ক্ষেত্রেই তথ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর হয়ে উঠতে পারে—একথা বিশ্বাস করে ভারতীয় রেল। এই ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ৬০০০ রেল স্টেশনে চালু করা হয়েছে Wi-Fi পরিষেবা।

রেল স্টেশনগুলির সংস্কারেও দেওয়া হচ্ছে অগ্রাধিকার। বসছে চলমান সিঁড়ি, তল পরিবর্তনের জন্য লিফট। স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শনসমৃদ্ধ হচ্ছে বিভিন্ন স্টেশন। ৬৮-টি স্টেশনে এসব কাজ ২০১৯-এর মার্চের মধ্যে শেষ করে ফেলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ট্রেনের কামরাগুলিও সেজে উঠছে। চালু হয়েছে নতুন ধরনের ট্রেন—তেজস, অন্ত্যোদয়, হামসফর। ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগসম্পন্ন ট্রেন-১৮ তৈরির প্রকল্পে এগোনো হয়েছে Make in India কর্মসূচি মোতাবেক। এই ট্রেনগুলির পরীক্ষামূলক যাত্রার কাজ চলছে এখন। জাপানের ধাঁচে মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজও শুরু হয়েছে।

যাত্রীদের সুবিধা এবং বিভিন্ন উৎসব-এর সময় যাতায়াত সহজসাধ্য করে তুলতে গত চার বছরে চালু করা হয়েছে ৪০৭-টি নতুন ট্রেন। খাদ্য পরিবেশন পরিষেবা আরও সুষ্ঠু করে তুলতে ৩০০-রও বেশি ট্রেনে খাদ্যপণ্যের প্যাকেটে সর্বাধিক বিক্রয় মূল্য ছাপা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রেলের রান্নাঘরগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি বজায় থাকা নিশ্চিত করতে নজরদারিতে কাজে লাগানো হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। নতুন LHB কামরাগুলিকে এমনভাবে কাজে লাগানো হবে যাতে ট্রেন ছুটতে পারে ১৩০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে 'রেল'কে আরও আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ২০১৭-'১৮-এ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মাশুল কাঠামো যুক্তিযুক্ত করা, নতুন পণ্যের বর্গীকরণ (classification of new commodities), কন্টেনার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে পরিবহণযোগ্য পণ্যের সংখ্যা বাড়ানো (Expansion of freight basket through containerisation), Ro-Ro পরিষেবা চালু করা, গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি মাশুল চুক্তি নীতি, ওজন নির্ধারণ পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত করা, পণ্যবাহী ওয়াগন-এর চাহিদা জানানোর জন্য বৈদ্যুতিন নিবন্ধীকরণ (e-RD) ব্যবস্থা চালু ইত্যাদি।

বেসরকারি পণ্যবাহী ওয়াগন বা কন্টেনার চলাচলের ক্ষেত্রে মাশুল-এ ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এর ফলে বন্দরে খালি ওয়াগন পাঠিয়ে পণ্য নিয়ে আসা কিংবা বন্দরে পণ্য বোঝাই ওয়াগান পাঠিয়ে খালি ওয়াগান ফেরত আনার ক্ষেত্রে ব্যয়সাশ্রয় হবে বণিকদের। রেল-এর মাধ্যমে পণ্য আদানপ্রদান করতে আরও উৎসাহী হবেন তারা।❑

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : সড়ক ও সেতুর বিপুল কর্মযজ্ঞ

নমিতা তিওয়ারি

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সড়ক প্রকল্পগুলিকে দ্রুত রূপায়ণ এবং ২০২২-'২৩-এর মধ্যে অঞ্চলটির সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার উপর নীতি আয়োগ বিশেষ জোর দিচ্ছে। কারণ এটা হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তৈরি পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ানভুক্ত ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে বৃদ্ধি পাবে। অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার হয়নি পর্যটন শিল্পও পিছিয়ে। এই অবস্থা পালটাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে অঞ্চলটিকে একটি অন্যতম 'বাণিজ্য হাব'-এ পরিণত করার লক্ষ্যে আয়োগের পক্ষ থেকে এখানকার নির্মীয়মান প্রকল্পগুলির উপর তীক্ষ্ণ নজরদারির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্থলপথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের অবশিষ্ট অংশের একমাত্র সংযোগ রয়েছে নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্ত সন্নিহিত উত্তর-পশ্চিম বাংলার শিলিগুড়ি করিডোরের মধ্যবর্তিতায় ; যা কিনা বহু মানুষের কাছে 'চিকেন নেক' বলে পরিচিত। অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় সজ্জিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে এবার সড়কপথে যোগাযোগের সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে আটটি রাজ্য : অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা। ভারতের জনসংখ্যার ৩.৭৮ শতাংশের বাস এখানে এবং অঞ্চলটি দেশের সমগ্র ভৌগলিক এলাকার ৭.৯৮ শতাংশ। দেশের GDP-তে এই অঞ্চলের অবদান ২.৫ শতাংশ।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পর্কের কারণে অঞ্চলটির কৌশলগত গুরুত্ব অনেকখানি। সর্বোপরি এখানেই রয়েছে বাংলাদেশ, ভুটান, চিন, মায়ানমার ও নেপালের সঙ্গে ৫৪৩৭ কিলোমিটার ব্যাপী আন্তর্জাতিক সীমান্ত।

প্রায় ১২ হাজার কিলোমিটার সড়ক তৈরি করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামোকে মজবুত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্প অনুমোদিত করেছে। জাতীয় সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের (HIDCL) উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রকল্পগুলি। এজন্য আটটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সব ক'টিতে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো পার্বত্য, রুক্ষ ও কঠিন এলাকায় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির রূপায়ণকালীন শ্লথতা কাটিয়ে ওঠার জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসাবে NHIDCL গঠন করা হয়েছিল ২০১৪ সালের ১৮ জুলাই। এই সংস্থার প্রচেষ্টায় সড়ক নির্মাণের কাজে গতি এসেছে।

নির্দিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পূর্ত বিভাগকে (PWD) ১৭২৫৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (NHA) হাতে নিয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প।

পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে fast-track বা দ্রুততা আনার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিশেষ ত্বরান্বিত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (SARDP-NE)।

এখানকার সড়ক প্রকল্পগুলিকে দ্রুত রূপায়ণ এবং ২০২২-'২৩-এর মধ্যে অঞ্চলটির সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার উপর নীতি আয়োগ বিশেষ জোর দিচ্ছে। কারণ এটা হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তৈরি পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ানভুক্ত (ASEAN) দেশগুলিতে ও প্রতিবেশী বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালে বৃদ্ধি পাবে।

[লেখক সংবাদ সংস্থা PTI-এর সহ-সম্পাদক, নয়াদিল্লি। ই-মেল : namitastewari@gmail.com]

নতুন ভারতের পরিকাঠামো

জুড়ছে উত্তর-পূর্ব, জুড়ছে ভারত

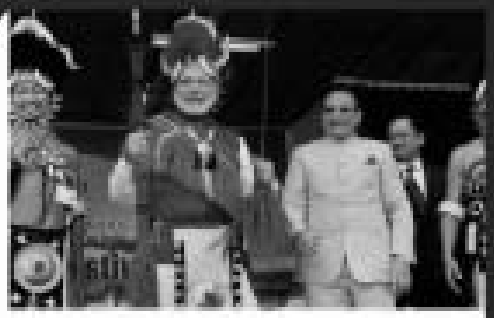

গোটা নেটওয়ার্ক ব্রডগেজে রূপান্তরের ফলে বাকি দেশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের সার্বিক সমন্বয়

প্রথমবার ভারতীয় রেলের মানচিত্রে—মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম

নীতি আয়োগের মতে, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার হয়নি এবং পর্যটন শিল্পও পিছিয়ে থেকেছে। এই অবস্থা পালটাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে অঞ্চলটিকে একটি অন্যতম 'বাণিজ্য হাব'-এ পরিণত করার লক্ষ্যে আয়োগের পক্ষ থেকে এখানকার নির্মীয়মান প্রকল্পগুলির উপর তীক্ষ্ণ নজরদারির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আয়োগের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে, উত্তর-পূর্বের ৪০৯৯ কিলোমিটার রাস্তার উন্নতিসাধন ছাড়াও কালাদান বহুমুখী ট্রানজিট পরিবহণ প্রকল্প, ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিপাক্ষিক মহাসড়ক এবং মিজোরামের সীমান্তশহর জোখাওথর ও মায়ানমারের রিহ-এর সঙ্গে সংযোগকারী ৫ কিলোমিটার রাস্তার মতো প্রকল্পগুলি সত্বর সম্পন্ন করা খুবই জরুরি।

সরকারের তরফে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অবশ্যই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করতে হয় যে, ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের ৩০ নভেম্বরের আগেই এখানকার ৪৩-টি জাতীয় প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

এই অঞ্চলে জাতীয় সড়ক প্রকল্পের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল যে একমাত্র অসম বাদে বাকি কোনও রাজ্যেই ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনও অর্থ দিতে হয় না। একমাত্র অসমেই জমি অধিগ্রহণকালে ১০ শতাংশ লেভির সংস্থান রয়েছে।

সারা দেশে রয়েছে মোট ১,১৫,৪৩৫ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক, যার মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা স্থিত অংশ হল যথাক্রমে ২৫৩৭ কিলোমিটার, ৩৮৪৫ কিলোমিটার, ১৭৪৬ কিলোমিটার, ১২০৪ কিলোমিটার, ১৪২২ কিলোমিটার, ১৫৪৭ কিলোমিটার, ৪৬৩ কিলোমিটার ও ৮৫৪ কিলোমিটার।

অরুণাচল প্রদেশে গত ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় স্থল পরিবহণ ও সড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি ৯৪৩৩ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক বড়ো বড়ো সড়ক প্রকল্পের হয় শিলান্যাস অথবা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এসব প্রকল্পের প্রভাবে সার্বিক উন্নয়ন, পর্যটন বিকাশ ও যুবসমাজের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বর্তমান চিত্রের রূপান্তরণ ঘটবে।

এর আগে মন্ত্রী শিলং-এ ৬ নং জাতীয় সড়কের মানোন্নত জোয়াই-রতচেরা অংশটি (মেঘালয়-অসম সীমান্তে) উদ্বোধন করেন।

১০২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়ক প্রকল্পটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৬৮৩ কোটি টাকা। মেঘালয়ের কয়লা ও সিমেন্ট বেল্টের আওতাভুক্ত হওয়ার দরুন ওই রাজ্যের শিল্প বিকাশে সড়কের এই অংশটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এছাড়া এই পথে অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে আগত ট্রাক ও ভারী যানবাহনগুলি আড়াই থেকে চার ঘণ্টা সময় সাশ্রয় করে বরাক উপত্যকার শিলচরে পৌঁছতে পারবে এবং পাশাপাশি মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও দক্ষিণ অসমের সঙ্গে যোগাযোগও আরও সহজ হয়ে উঠবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হল ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্মিত ধুবড়ি-ফুলবাড়ি সেতু। এটির বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়েছে এবং প্রকল্পটির সম্ভাবনা পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড (PIB) খতিয়ে দেখছে। যেহেতু এটি একটি ১২.৬২৫ কিলোমিটার নেভিগেশঘন্যাল স্প্যান বিশিষ্ট বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু হতে চলেছে তাই চূড়ান্তকরণের আগে মৃত্তিকা ও জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত (hydrology) পরীক্ষানিরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এজেন্সির (JICA) ঋণে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য গত বছর অক্টোবর মাসে

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেতু নির্মাণের কাজ ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে শুরু হবার কথা।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গত চার বছরে পরবর্তী প্রজন্মের পরিকাঠামোর কর্মযজ্ঞ জোরদার হয়েছে এবং দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়ক নেটওয়ার্ক সুবিস্তৃত হচ্ছে।

ভারত-মায়ানমার পরিবহণ সংযোগ প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতি দুই দেশের মধ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড (IMT) ত্রিপাক্ষিক সড়কের কালেওয়া-ইয়াগি অংশটির মানোন্নয়নের প্রকৃত অবস্থা এবং ইম্ফল-মান্দালয় বাস পরিষেবা চালু করা নিয়েও দুই দেশের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। IMT সড়কের ওই অংশটির মানোন্নয়নের কাজ ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। স্থল সীমান্ত পারাপার চুক্তি চালু হবার পর ভারত ও মায়ানমার উভয় দেশই বাস পরিষেবা প্রবর্তনে আগ্রহী, যা বাস্তবায়িত হলে দুই দেশের নাগরিকরা বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকেই বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসার সাহায্যে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবেন। উভয় দেশেই পরবর্তী ধাপে বাস অপারেটদের নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন করা হবে।

ব্রহ্মপুত্র প্রকল্পের আওতায় ২৮-টি 'রিং রোড' নির্মাণের প্রস্তাব থেকে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর-পূর্বকে সরকার কতটা অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অঞ্চলটির বিভিন্ন স্থানে যে শতাধিক পয়েন্টে যানজটের দৈনন্দিন সমস্যা রয়েছে ওই রিং রোডগুলির সাহায্যে তার সুরাহা হবে। রিং রোড প্রকল্পের অধীনে যেসব বড়ো বড়ো শহরকে আনা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল গুয়াহাটি, ইম্ফল, শিলচর, শিলং, ডিব্রুগড়, ডিমাপুর ও আইজল।

আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৬.৯২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে ৮৩৬৭৭ কিলোমিটার সড়ক তৈরির একটি 'মেগা' পরিকল্পনা ২০১৭-এর অক্টোবরে সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতমালাও রয়েছে, যা কিনা জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন কর্মসূচির পরে দেশের বৃহত্তম প্রকল্পের মর্যাদা পেতে চলেছে। ভারতমালা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে একাধিক কর্মসূচির আওতায় ৫.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৮০০ কিলোমিটার সড়ক তৈরি হবে। এর বেশ কয়েকটি সড়ক নির্মাণ কর্মসূচি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ধার্য হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : আর্থিক করিডোর, আন্তর্জাতিক সংযোগ প্রকল্প,

সীমান্ত ও ফিডার সড়ক। অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরার ওই ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১১৯১, ৯০১, ৪৯৩, ১০৬৭, ৪০৬, ১৬৫ এবং ৫২৫।

ভারতমালা পরিকল্পনার আওতায় উত্তর-পূর্বে সর্বসমেত ৫৩০১ কিলোমিটার রাস্তার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে আর্থিক করিডোর উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়েছে ৩২৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরির প্রকল্প।

সারা দেশে ৩০০-টি নির্মীয়মান সড়ক প্রকল্পের হাল-হকিকত পর্যালোচনা করার পর স্থির হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি প্রকল্প আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে।

এসব ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি (NESIDS) নামাঙ্কিত একটি উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছে। এটি একটি ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় কর্মসূচি, যা ২০২০-এর মার্চ পর্যন্ত রূপায়িত হবে এবং এটির বাহ্যিক পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৬০০ কোটি টাকা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে সড়ক যোগাযোগ বিস্তৃতির অঙ্গীকার সুস্পষ্ট হয় যখন গত ডিসেম্বর মাসে অসমে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের দীর্ঘতম রেল-সড়ক সেতুটি উদ্বোধন করেন। ডিব্রুগড়ের কাছে বোগিবিলে শুরু হয়ে ব্রহ্মপুত্রের উপর ৪.৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ডবল-ডেকার সেতু অসমের ধেমাজি জেলায় শেষ হয়েছে। সেতুটি অরুণাচল প্রদেশের একাধিক জেলার সঙ্গে যোগাযোগের দুরূহ সমস্যার অবসান ঘটিয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত এলাকার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এধরনের পরিকাঠামো প্রকল্পের আবশ্যকতা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছিল। এখন ডিব্রুগড় থেকে ইটানগরের যাত্রাপথ ১৫০ কিলোমিটার কমেছে এবং সেতুটি থাকায় ওই পথে রেলভ্রমণের দূরত্বও ৭০৫ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

গত বছরের মে মাসে অসমে লোহিত নদীর উপর দেশের সর্ববৃহৎ সেতুটি প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। সাণ্ডিয়ার সুসন্তান খ্যাতনামা গীতিকার-গায়ক তথা দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারজয়ী ভূপেন হাজারিকার নামাঙ্কিত এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৯.১৫ কিলোমিটার। ২ হাজার ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মহারাষ্ট্রের বান্দ্রা-ওয়ারলি সমুদ্র সেতুর চেয়ে অসমের এই সেতুটি দৈর্ঘ্যে ৩.৫৫ কিলোমিটার বেশি। সেতুটির অ্যাপ্রোচ বা প্রবেশ রাস্তার দৈর্ঘ্য ঢোলার দিক থেকে ৭.৩ কিলোমিটার আর সাদিয়ার দিক থেকে ১২.৫ কিলোমিটার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দিয়ে সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আসিয়ান-ভারতের সেতুবন্ধন অগ্রগতির যাত্রাকে আরও সুনিশ্চিত করবে।

একাধিক চ্যালেঞ্জকে দূরে সরিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সুপ্রসারে সরকার সর্বতোভাবে সচেষ্ট রয়েছে। ফলত সেখানকার উন্নয়ন সম্ভাবনা যে এখন উজ্জ্বলতর হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই।❑

নয়া প্রজন্মের শিক্ষা : ভবিষ্যতের বিনিয়োগ

এস. এস. মান্থা

বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের গুণমান বৃদ্ধির বিষয়টি বহুমাত্রিক। এজন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে শামিল করে চলা দরকার। বিদ্যালয় এবং ক্লাসে শিক্ষকদের চাহিদা কী তা বোঝা দরকার ভালোভাবে। ভারতের উন্নয়নে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হলে প্রতিটি স্তরে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ জরুরি। মানুষের প্রাপ্য এবং কর্তব্য নির্দেশ করে একটি সনদ তৈরি করা যেতে পারে। ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারত। নাগরিকদের ৬০ শতাংশের বয়স ৩০-এর নিচে। আগামী দিন আসবে এদেরই হাত ধরে।

প্রতিষ্ঠানের ভবন, শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম—এসব পরিকাঠামোগত বিষয়গুলিই তৈরি করে বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষার উৎকর্ষ, শিক্ষার্থীর সাফল্য, স্কুল বা কলেজ ছুটের সংখ্যা হ্রাস এসব কিছুর আবশ্যিক শর্ত হল উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা। এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। দেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুল উৎকর্ষের প্রশ্নে যথেষ্ট সফল। CBSE স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। কিন্তু রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা স্কুলের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই একথা খাটে না।

এদেশে একসময়ে শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশের সুযোগই ছিল না বহু শিশুর। এই লজ্জাজনক অবস্থা কাটাতে ২০০৯ সালে গৃহীত হয় শিক্ষার অধিকার আইন। তার সার কথা হল, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর নিখরচায় শিক্ষা পরিষেবা পাওয়ার অধিকারের সুনিশ্চিত করা। এই পদক্ষেপ সঠিক অর্থেই অত্যন্ত ইতিবাচক।

দেশের সাতশো জেলা জুড়ে চালানো সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি NCERT-র ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে,সাধারণভাবে পড়ুয়ারা যত উঁচু ক্লাসে উঠছে, ততই পঠনপাঠনের হাল ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে। গড় হিসেব ধরলে, অষ্টম শ্রেণির একজন পড়ুয়া অঙ্ক, বিজ্ঞান

[লেখক AICTE-এর ভূতপূর্ব সভাপতি। ই-মেল : ssmantha@vjti.org.in]

এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্র চল্লিশ শতাংশ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। ভাষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি মন্দের ভালো। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুপাত হল ৫৬ শতাংশ।

বহু স্কুলেরই পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। তার ফলে অসুবিধায় পড়ে পড়ুয়ারা। আর এইসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সিংহভাগ স্বল্প আয়ের পরিবার থেকে আসা।

এই প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে সর্বশিক্ষা অভিযান এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়সাধন করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দের সিংহভাগ, ৫০,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে স্কুলশিক্ষা খাতে। উচ্চশিক্ষা বাবদ মঞ্জুর ৩৫,১০০ কোটি টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত। কাজেই এসংক্রান্ত বরাদ্দ আরও বাড়ানো দরকার। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। দক্ষতার বিকাশ এবং এসংক্রান্ত প্রশিক্ষণেও অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে চিরাচরিত শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে কাজের বাজারে প্রবেশ অনেক সহজ হয়ে উঠবে পড়ুয়াদের কাছে। সরকারের দক্ষতা প্রসার সংক্রান্ত সমস্ত উদ্যোগকে এক ছাতার তলায় এনে জাতীয় দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় (National Skills University) গঠন এই মুহূর্তে লক্ষ্য হওয়া উচিত।

‘ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ডিজিটাল বোর্ড’ উদ্যোগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধানের খেতকেও মুহূর্তের মধ্যে শিক্ষণকক্ষে পরিণত করা সম্ভব।

ডিজিটাল গুরুকুল আজকের দিনে অসাধ্য সাধন করতে পার। নতুন এইসব ব্যবস্থাপত্রের দৌলতে ছোটরা শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারকে সাহায্যের কাজেও সক্ষম হয়ে উঠবে। সেজন্য গ্রামে গ্রামে ওয়াই-ফাই পরিষেবা, টেলিভিশন, কিংবা রেডিও সেট, কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় ধাপটি তৈরি করে দেওয়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে দক্ষ উৎসাহীদের কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে, প্রচলিত শিক্ষাদান ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে পুরোদমে। কারণ, চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়।

স্কুলশিক্ষার বিষয়টিকে ঢেলে সাজাতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)-এর আওতায় বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তৈরি হয়েছে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলবাড়ি, বাড়তি ১৭ লক্ষ ৯৮ হাজার শিক্ষণকক্ষ, ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার শৌচালয়, ২ লক্ষ ৩৫ হাজার পানীয় জলের কল। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA)-র আওতায় ২০১৭-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২,৬৮২-টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫০,৭১৩-টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ৭০,২৪৪-টি শৌচালয় এবং ১১ হাজার ৮৫৪-টি পানীয় জলের কল তৈরির মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮২১১-টি নতুন স্কুল, ৩৫,৭৯৪-টি শিক্ষণকক্ষ, ৪৯,৩০০-টি শৌচালয় এবং ৯,৮৬০-টি পানীয় জলের কল তৈরির জন্য অর্থসংস্থানের দায়িত্বে রয়েছে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন।

কর্মরত শিক্ষকদের নতুন করে প্রশিক্ষণ, নতুন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষক নিয়োগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সহায়তা করা হয়ে থাকে। ২০১৯-এর ৩১ মার্চের মধ্যে যাতে সমস্ত সরকারি, সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলের প্রশিক্ষণ পাননি এমন শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেয়ে যান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের মানদণ্ড অনুযায়ী ন্যূনতম যোগ্যতা মানে পৌঁছতে পারেন সেজন্য ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের ২৩(২) ধারা সংশোধন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক 'শিক্ষণলব্ধ ফলাফল'-এর বিষয়টিতেও নজর দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে।

প্রতিটি শ্রেণিতে ভাষা (হিন্দি, ইংরেজি এবং উর্দু), অঙ্ক, পরিবেশবিদ্যা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের 'শিক্ষণলব্ধ ফলাফল' (Learning outcomes)-এর বিষয়ে নীতি-নির্দেশিক তৈরি করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পাঠিতে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি পড়ুয়া ন্যূনতম একটি মানে পৌঁছতে পারবে। ২০১৭-এর ১৩ নভেম্বর তৃতীয়, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের স্তর পর্যন্ত একটি জাতীয় সমীক্ষা হয়েছে (National Achievement Survey)। দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে এই সমীক্ষা হয় ২০১৮-র ৫ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবেদন অনুযায়ী পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে খামতি মেটাতে নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ।

"এদেশে একসময়ে শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশের সুযোগই ছিল না বহু শিশুর। এই লজ্জাজনক অবস্থা কাটাতে ২০০৯ সালে গৃহীত হয় শিক্ষার অধিকার আইন। তার সার কথা হল, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর নিখরচায় শিক্ষা পরিষেবা পাওয়ার অধিকারের সুনিশ্চিত করা। এই পদক্ষেপ সঠিক অর্থেই অত্যন্ত ইতিবাচক।"

বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের গুণমান বৃদ্ধির বিষয়টি বহুমাত্রিক। এজন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে শামিল করে চলা দরকার। বিদ্যালয় এবং ক্লাসে শিক্ষকদের চাহিদা কী তা বোঝা দরকার ভালোভাবে। ভারতের উন্নয়নে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে হলে প্রতিটি স্তরে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ জরুরি। মানুষের প্রাপ্য এবং কর্তব্য নির্দেশ করে একটি সনদ তৈরি করা যেতে পারে। ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারত। নাগরিকদের ৬০ শতাংশের বয়স ৩০-এর নিচে। আগামী দিন আসবে এদেরই হাত ধরে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দরকার স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো

সঞ্জীব কুমার

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অনেক দূর এগিয়েছে দেশ। ১৯৪৭-এ ভারতের নাগরিকদের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর। এখন তা ৬৬.৮। শিশুমৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমে এখন হয়েছে প্রতি হাজারে ৫০। এই হারও কিন্তু যথেষ্ট বেশি। যেমন বেশি প্রসূতি মৃত্যুর হারও। অপুষ্টি এখনও বড়ো একটি সমস্যা। ভারতে, প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ মারা যান স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুলতার কারণে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সুযোগই নেই দেশের প্রায় ৭০ কোটি মানুষের। আর, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ৮০ শতাংশই থাকেন শহরে। চাহিদার তুলনায় হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা অত্যন্ত কম। সারা বিশ্বে গড়ে প্রতি হাজার জনে হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ৩.৯৬। ভারতে এই অনুপাত মাত্র শূন্য দশমিক সাত।

কোনও দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো থেকে সেখানকার স্বাস্থ্য নীতি ও ব্যবস্থার অনেকটাই আভাস মেলে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকাশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত অগ্রাধিকার ঠিক কোন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে তাও মালুম হয় এ বিষয়ে গড়ে ওঠা পরিকাঠামোর দিকটিকে খতিয়ে দেখলে। বস্তুত, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল ভিত্তিই এই পরিকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অনেক দূর এগিয়েছে দেশ। ১৯৪৭-এ ভারতের নাগরিকদের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর। এখন তা ৬৬.৮। শিশুমৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমে এখন হয়েছে প্রতি হাজারে ৫০। এই হারও কিন্তু যথেষ্ট বেশি। যেমন বেশি প্রসূতি মৃত্যুর হারও। অপুষ্টি এখনও বড়ো একটি সমস্যা। ভারতে, প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ মারা যান স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুলতার কারণে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সুযোগই নেই দেশের প্রায় ৭০ কোটি মানুষের। আর, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ৮০ শতাংশই থাকেন শহরে। চাহিদার তুলনায় হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা অত্যন্ত কম। সারা বিশ্বে গড়ে প্রতি হাজার জনে হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ৩.৯৬। ভারতে এই অনুপাত মাত্র শূন্য দশমিক সাত। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ সম্প্রতি একটু বাড়লেও, তার আগে বহু বছর ধরে ছিল

[লেখক স্বাস্থ্য ক্ষেত্র সংক্রান্ত যোগাযোগ, গবেষণা ও গণমাধ্যম বিষয়ক পেশাদার বিশেষজ্ঞ। ই-মেল : sanjeevbcc@yahoo.co.in]

অত্যন্ত কম। এখনও, বেশির ভাগ রাজ্যেই স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দের প্রায় ৭০ শতাংশই খরচ হয়ে যায় কর্মীদের বেতন ও মজুরি খাতে। পরিষেবার উন্নয়ন বাবদ পড়ে থাকে তলানিটুকু।

ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাবদ মোট খরচের মাত্র ২২ শতাংশ আসে সরকারি উৎস থেকে। বেসরকারি উৎস থেকে আসা ৭৮ শতাংশের বেশিরভাগটাই আবার সরাসরি যায় মানুষের পকেট থেকে। মোট সরকারি ভতুরকির ৩১ শতাংশই ভোগ করে দেশের সবচেয়ে বিত্তশালী ধনী ২০ শতাংশ মানুষ। যা সবচেয়ে কম বিত্তশালী ২০ শতাংশ মানুষের ভতুরকি ভোগের প্রায় তিনগুণ।

ভারতে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা এবং কাঠামো

রাজস্ব এবং কর্মসংস্থানের নিরিখে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ভারতের বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পড়ে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলতে বোঝায় হাসপাতাল, চিকিৎসা সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয় ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, দূরভাষ মাধ্যমে চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ (telemedicine)। অন্য জায়গা থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত সংস্থান (outsourcing), স্বাস্থ্য পর্যটন, স্বাস্থ্য বিমা, স্বাস্থ্য সরঞ্জাম—এসব কিছুই। এদেশে দিনে দিনে স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় আসছেন আরও বেশি করে মানুষ। বাড়ছে সরকারি এবং বেসরকারি উৎস থেকে অর্থসংস্থান। ফলে ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে খুবই দ্রুত।

ভারতের স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান ব্যবস্থার দু'টি উৎস—সরকারি এবং বেসরকারি। সরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ নগরাঞ্চলে মেলে মাধ্যমিক (secondary) বা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত (tertiary) নানা কেন্দ্র বা সংস্থা থেকে। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ন্যূনতম পরিষেবাটুকুর সংস্থানেই সরকারেই অগ্রাধিকার। মাধ্যমিক বা উচ্চক্রমের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে। মূলত বড়ো শহরগুলিতেই পাওয়া যায় এই বেসরকারি পরিষেবার সুযোগ। ভারতে প্রশিক্ষিত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের খামতি নেই। চিকিৎসা ব্যয়ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ কিংবা পশ্চিমি দুনিয়ার চেয়ে এখানে কম। শল্য চিকিৎসায় এখানে যে খরচ পড়ে, তা মার্কিন মুলুক বা পশ্চিমি দেশগুলির তুলনায় প্রায় এক দশমাংশ।

বিগত ২০ বছরে ভারতে চিকিৎসা শিক্ষা পরিকাঠামোর প্রসার হয়েছে বেশ দ্রুত। দেশে এখন ৪৭৬-টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। দাঁতের ডাক্তারির স্নাতক স্তরের পাঠ (BDS) দেওয়া হয় ৩১৩-টি কলেজে। ২৪৯-টি কলেজে স্নাতকোত্তর স্তরের দাঁতের ডাক্তারি (MDS) পড়ানো হয়। ২০১৭-১৮-এ ৪৭৬-টি মেডিকেল কলেজ বা চিকিৎসা শিক্ষার মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন ৫২,৬৪৬ জন শিক্ষার্থী। ওই সময়ে BDS এবং MDS কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৭,০৬০ এবং ৬২৩৩।

২০১৭-র ৩১ অক্টোবরের হিসেব অনুযায়ী, দেশে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১২৫। মোট আসনসংখ্যা ১,২৯,৯২৬। ডিপ্লোমা স্তরের ফার্মাসি পড়ার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ওই সময়ের হিসেব অনুযায়ী ছিল ৭৭৭। এক্ষেত্রে আসনসংখ্যা ছিল মোট ৪৬,৭৯৫।

এদেশে সরকারি হাসপাতাল রয়েছে ২৩,৫৮২-টি---যার মোট শয্যাসংখ্যা

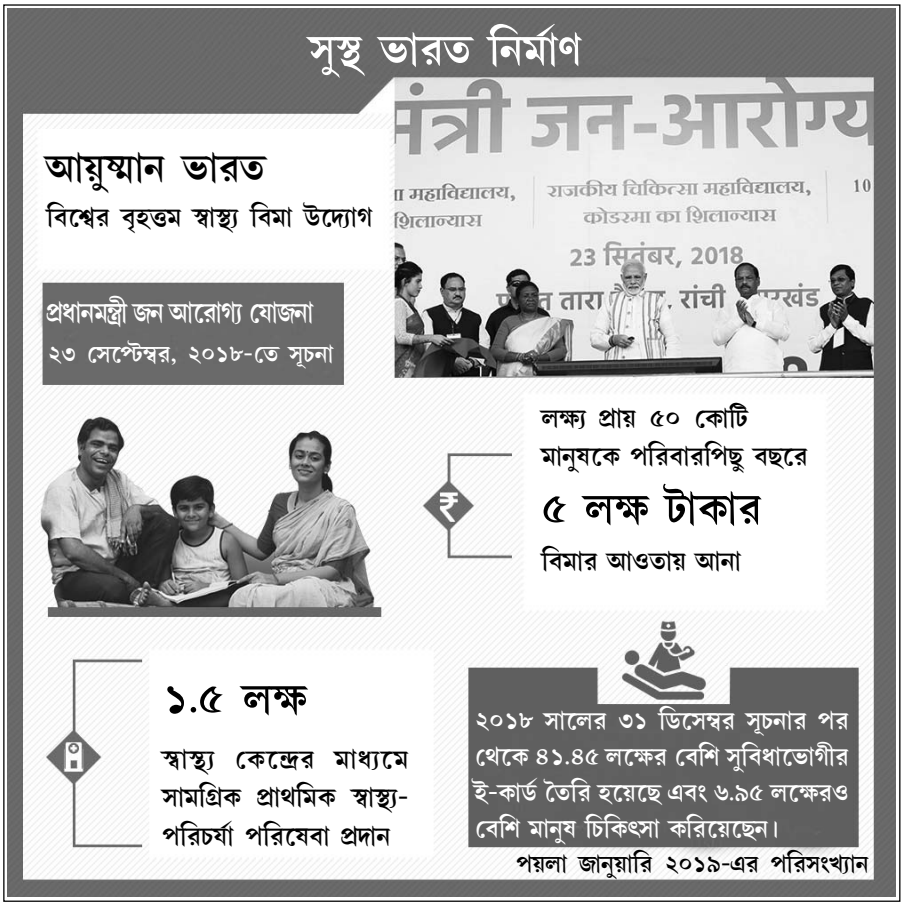

৭,১০,৭৬১। গ্রামীণ এলাকায় ১৯,৮১০-টি হাসপাতাল রয়েছে। এর মোট শয্যার সংখ্যা ২,৭৯,৫৮৮। নগরাঞ্চলের ৩৭৭২-টি হাসপাতাল রয়েছে, মোট শয্যা ৪,৩১,১৭৩-টি। দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে থাকেন। এদের জন্য রয়েছে ১,৫৬,২৩১-টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র (Sub-centre), ২৬,৬৫০-টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৫,৬২৪-টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Community Health Centre)। এই পরিসংখ্যান ২০১৭-র ৩১ মার্চের হিসেব মোতাবেক।

স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা পরিচর্যার ক্ষেত্রে খামতির সমস্যা

ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যার পরিকাঠামোর খামতির বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেকেই (গর্গ-২০১৮)। মূলধনী বিনিয়োগ এবং কর্মীর অপ্রতুলতা—দু'দিক থেকেই সমস্যা রয়েছে এক্ষেত্রে। দেশে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় হাসপাতাল শয্যার সংখ্যা ০.৫। সেখানে চিনে এই অনুপাত ২.৩, ব্রাজিলে ২.৬ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩.২ (সিন্‌হা, ২০২১)। আঞ্চলিক বৈষম্যও রয়েছে। সমৃদ্ধিশালী কয়েকটি অঞ্চলে পরিস্থিতি বেশ ভালো। আবার অনেক জায়গায় তা খুবই সঙ্গিন। নিম্ন আয়ের দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় হাতপাতাল শয্যার অনুপাত অন্তত ১ হওয়া উচিত বলে মনে করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি মূলধন নিবিড় বা ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক পর্যায়ভুক্ত হাসপাতাল তৈরির ক্ষেত্রে শয্যাপ্রতি খরচ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। উন্নততর পরিষেবাযুক্ত হাসপাতাল তৈরির ক্ষেত্রে শয্যাপ্রতি ব্যয় দাঁড়াতে পারে ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ, প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ১-টি হাসপাতাল শয্যার সংস্থান করতে গেলে অন্তত ১,৬২,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ দরকার।

> *"ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাবদ মোট খরচের মাত্র ২২ শতাংশ আসে সরকারি উৎস থেকে। বেসরকারি উৎস থেকে আসা ৭৮ শতাংশের বেশিরভাগটাই আবার সরাসরি যায় মানুষের পকেট থেকে। মোট সরকারি ভতুরকির ৩১ শতাংশই ভোগ করে দেশের সবচেয়ে বিত্তশালী ধনী ২০ শতাংশ মানুষ। যা সবচেয়ে কম বিত্তশালী ২০ শতাংশ মানুষের ভতুরকি ভোগের প্রায় তিনগুণ।"*

প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে

আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় সরকার—উভয়ের কাছেই এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্য হল বয়স নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের কাছে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিচর্যা পৌঁছে দেওয়া। এক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধমূলক এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি দুটো দিককেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পরিচর্যার সংস্থান সুলভ মূল্যে হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছে; যাতে করে সাধারণ মানুষ আর্থিক দিক থেকে অসুবিধায় না পড়েন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিরামহীন উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহের তৃতীয় অনুচ্ছেদে (No 3—সুস্বাস্থ্য এবং ভালো থাকা) রোগ নির্মূল, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক স্তরে সমন্বিত প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকের ঊর্ধ্বগতি শতাব্দীর উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহ অর্জনের দিকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে এই দেশকে। তবে প্রতিটি মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে

প্রয়োজন আরও উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত অভিযান'-এর ঘোষণা হয় ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের বাজেটে। গ্রাম ভারতের দরিদ্র এবং বঞ্চিত ১০ কোটি পরিবারকে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় নিয়ে আসা প্রকল্পটির লক্ষ্য। গত ২ বছর যাবৎ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রসার এবং পরিষেবার সংস্থানগত উন্নয়নে সমন্বিত প্রয়াস চোখে পড়ছে। গৃহীত হয়েছে একাধিক কর্মসূচি।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিকাশে সরকারি স্তরের বিভিন্ন উদ্যোগ

● প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY) :

২০১৮-র ২৩ সেপ্টেবর ভারত সরকার সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার (PMJAY)। এর লক্ষ্য প্রতিবছর ১০ কোটি পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার সংস্থান। ওই বছরেই আগস্টে আয়ুষ্মান ভারত জাতীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা অভিযানে ছাড়পত্র দেয় সরকার। এর ৬০ শতাংশ খরচ বহনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। বাকি ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ ব্যয়ভার রাজ্যগুলির। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৯০ : ১০। আইনসভা রয়েছে এমন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৯০ : ১০। আইনসভা নেই এমন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে কেন্দ্র দেবে সব খরচটুকুই।

● প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (PMSSY) :

সুলভ ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সংস্থানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

PMSSY-এর রূপায়নের দুটি স্তর রয়েছে :

(i) দেশে AIIMS-এর মতো আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

(ii) চালু সরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নীত করা।

বিহারের পাটনা, ছত্তিশগড়ের রায়পুর, মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, ওড়িশার ভুবনেশ্বর,

রাজস্থানের যোধপুর এবং উত্তরাঞ্চলের ঋষিকেশ—এই ৬-টি জায়গায় AIIMS-এর ধাঁচে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে PMSSY-এর আওতায়। প্রতিটির জন্য প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ৮২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে নির্মাণ ও গঠন খাতে। বাকি ২০০ কোটি টাকা চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা এবং শল্যচিকিৎসা কক্ষ বা Operation Theatre তৈরির জন্য।

বিভিন্ন রাজ্যে চালু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির মানোন্নয়ন (upgradation) PMSSY-এর অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ প্রতিষ্ঠানপিছু ১২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়ভার ১২৫ কোটি টাকা।

● আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY) :

দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামোর খোলনলচে বদলে ফেলতে ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে চালু করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY), আয়ুষ্মান ভারত। দেশের দরিদ্রতম ১০ কোটি পরিবারের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত চাহিদা মেটানো এবং বিগত দশকগুলিতে কার্যকর বিভিন্ন সমধর্মী প্রকল্পের ব্যর্থতা মুছে দেওয়া এর লক্ষ্য। কাজ মোটেও সহজ নয়। চ্যালেঞ্জ অনেক। স্বাস্থ্য বিমার জন্য প্রদেয় কিশতি এখনও বেশ চওড়া। চিকিৎসার খরচও বেশি। নতুন প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বয়সাধন বড়ো একটি বিষয়। কেন্দ্র-রাজ্য এক্তিয়ারের প্রসঙ্গটিও রয়েছে। নামকরণ ঘিরে রাজনীতি যাতে মূল লক্ষ্যে পৌঁছনোর অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তাও দেখা জরুরি। এসব বাধা পেরিয়ে PMJAY যদি সফল হয়ে উঠতে পারে, তাহলে ভারতের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের সবচেয়ে কার্যকরী প্রকল্প হয়ে উঠবে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের যথোপযুক্ত সন্নিবেশ এবং নজরদারির মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থসংস্থান ও ব্যয়স্থিতির সমস্যা দূর করা গেলে, সরকারি কোষাগার থেকে কম ব্যয় করেও দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য বিমা ক্ষেত্রের আমূল ইতিবাচক সংস্কার সম্ভব হয়ে উঠবে। সরকারি ব্যয়ে চলা হাসপাতালের ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার বদলে সর্বজনগ্রাহ্য নীতি এবং স্বল্পব্যয় ভিত্তিক বিমাকে মূলধন করে বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ সঠিক পদক্ষেপ। চিকিৎসার মাশুল বাড়ানোর জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রচেষ্টা সরকারের দিক থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ হল সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার বাজারে নিজের উপস্থিতিও টিকিয়ে রাখতে চায়। প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে

চায় সরকারি হাসপাতালগুলির পরিষেবার উন্নয়নে।

● **কায়াকল্প :** প্রকাশ্য এবং সর্বজনীন পরিসরে পরিচ্ছন্নতা বিধানের লক্ষ্যে ২০১৪-র ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর হাতে সূচনা হয় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের। এদেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের চিকিৎসা বিষয়ক চাহিদা মেটে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে। সংক্রমণ এড়াতে হাসপাতালে পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও তা দরকার। এজন্যই সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য আলাদাভাবে জারি হয়েছে পরিচ্ছন্নতা নির্দেশিকা (Swachhta Guidelines)। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে পরিচ্ছন্নতা বিধানে সাফল্যের স্বীকৃতিতে জাতীয় স্তরে 'কায়কল্প' কর্মসূচির আওতায় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার।

'কায়াকল্প' উদ্যোগের সাফল্য এসেছে অনেকটাই। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলির প্রতি গ্রাহকদের আস্থাবর্ধনে তা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

● **ইন্দ্রধনুষ মিশন :** টিকাকরণ কর্মসূচির পরিসর বাড়াতে ভারত সরকার চালু করে মিশন ইন্দ্রধনুষ। দেশের অন্তত ৯০ শতাংশ শিশুকে ২০১৮-র ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে টিকাকরণের আওতায় আনার লক্ষ্য রেখেছিল সরকার।

বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা

স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে খুবই দ্রুত। এসংক্রান্ত পরিকাঠামোর অনেকটাই এখন বেসরকারি সংস্থাগুলির আওতায়। বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্যিক সংস্থা। ফলে আপাতভাবে সমাজকল্যাণের বিষয়টিতে কিছুটা ধাক্কা লাগা স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির সরকারি হাসপাতালগুলিকে দরিদ্র মানুষজনকে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠাতে বলেছে, যাতে গরিবরাও শহুরে ধনীদের সমতুল চিকিৎসার সুযোগ পান। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ দরিদ্রবান্ধব। আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছলদের নিখরচায় পরিষেবা দেবে বেসরকারি হাসপাতাল—এমনটাই বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে শামিল করার সুনির্দিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের আগে এই ব্যবস্থা চলবে। এর আগে দিল্লি হাইকোর্ট বহির্বিভাগের ১০ শতাংশ এবং অন্তর্বিভাগের ২৫ শতাংশ রোগীর নিখরচায় চিকিৎসা করার জন্য কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালকে নির্দেশ দেয়। ওই সব হাসপাতালের নির্মাণের জন্য জমি দেওয়ার সময় বেসরকারি সংস্থাগুলি আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছলদের নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। এরই প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় গরিব মানুষের চিকিৎসার জন্য দিল্লি সরকার এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যৌথভাবে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে বলে। অর্থনৈতিক অসাম্য সরিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠতে পারে। ভারতে উপযুক্ত মানের চিকিৎসা পরিষেবা সকলের কাছে লভ্য হওয়া একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা অপ্রতুল, কিংবা যথেষ্ট গুণমানের নয়, সেখানে অভাব মেটাতে পারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি।

● **বাজারের পরিসর বা পরিধি :** স্বাস্থ্য পরিষেবার বাজারে লেনদেন ২০২২ নাগাদ ৮.৬ মিলিয়ন টাকায় পৌঁছতে পারে। ভারতে চিকিৎসা পর্যটনের বিকাশ ঘটছে ২২ থকে ২৫ শতাংশ হারে। স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা শিল্পক্ষেত্রের বাজারে লেনদেন ২০১৭-র এপ্রিলের ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে ২০১৮ নাগাদ দ্বিগুণ বেড়ে পৌঁছেছে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারে।

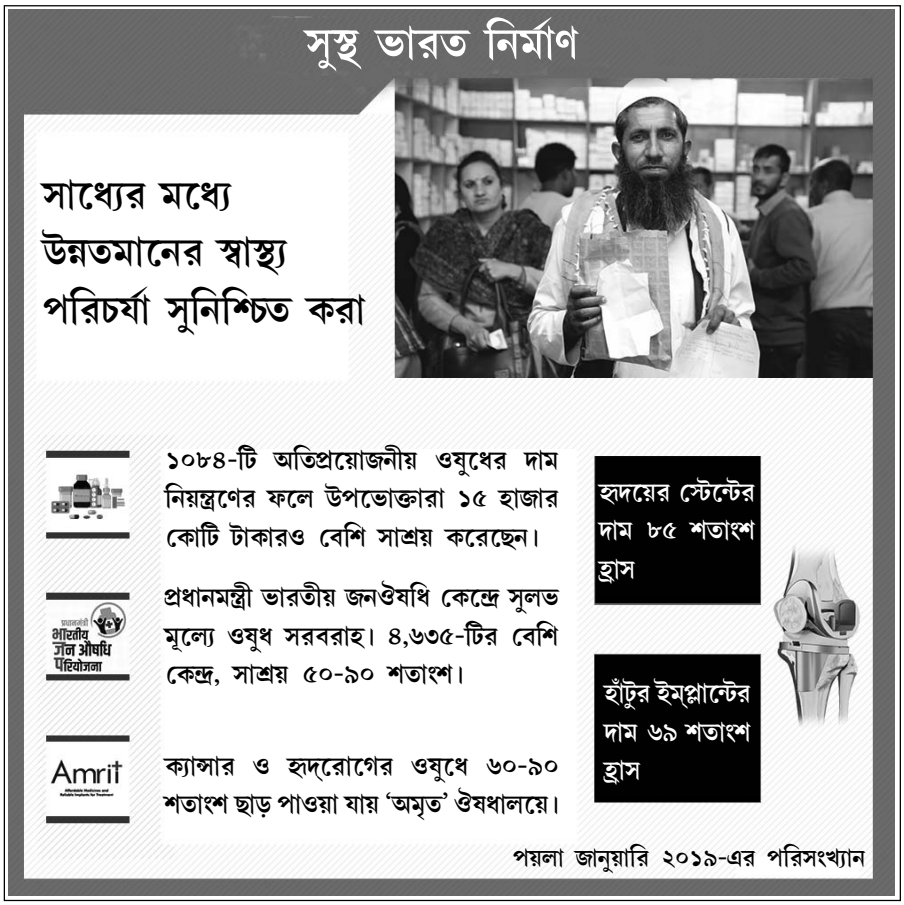

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের অনুপাত বাড়ছে। কাজেই স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিষেবার প্রসারের সম্ভাবনা যথেষ্ট। ২০১৪ অর্থবর্ষে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয়ের অংশভাক ছিল ১.২ শতাংশ। ২০১৮-এ তা দাঁড়িয়েছে ১.৪ শতাংশ। ২০২৫ নাগাদ এই অনুপাত ২.৫ শতাংশে নিয়ে যেতে চায় সরকার।

● **বিনিয়োগ :** শিল্প নীতি ও প্রসার দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এদেশে হাসপাতাল এবং রোগ নির্ণয় কেন্দ্র ক্ষেত্রে ২০০০-এর এপ্রিল থেকে ২০১০-র জুন পর্যন্ত বিদেশি প্রত্যক্ষ লগ্নি হয়েছে ৫১০ কোটি মার্কিন ডলার।

সাফল্য

২০১৭-এ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে সরকার। ২০১৭-এ সরকার চালু করে জাতীয় পুষ্টি অভিযান (National Nutrition Mission—NNM)। বিশাল সংখ্যক মানুষের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকার অভিশাপ দূর করতে গৃহীত এই কর্মসূচির রূপায়ণের দায়িত্বে যৌথভাবে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক।

২০১৮-র ২৩ সেপ্টেম্বর চালু হয় বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প, আয়ুষ্মান ভারত। ২০১৭-র ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সুলভ ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম কর্মসূচি, Affordable Medicines and Reasonable Implants (AMRIT)-এর আওতায় থাকা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে উপকৃত রোগীর সংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।

২০১৭-র ১৫ ডিসেম্বর সরকার অনুমোদন দেয় জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা আয়োগ বিল (National Medical Bill)-এ। দেশে চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রের সংস্কার এই বিলের লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকাঠামো আগামী দিনে

স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিল্প ভারতের দ্রুততম বিকাশশীল ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। ২০২০ নাগাদ এক্ষেত্রে লেনদেন বেড়ে দাঁড়াবে ২০০০ কোটি ডলারে। চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয় পরিষেবা পেতে এদেশে আসছেন বহু মানুষ। বিনিয়োগ বেড়ে চলেছে এই ক্ষেত্রটিতে। ক্রমে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষ আসছেন এই পরিষেবার আওতায়। গ্রাহকরাও এখন অনেক বেশি সচেতন।

ভারতের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রের অনেকগুলি দিক রয়েছে। প্রতিটি শাখাতেই গ্রাহকদের সামনে বহু নতুন নতুন পরিষেবা প্রদানকারী এবং সুযোগ আসছে ধারাবাহিকভাবে। প্রয়োগ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির। প্রতিযোগিতা ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠায় বাণিজ্যিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদেরই স্বার্থে নতুন ধ্যানধারণা এবং ব্যবস্থাপত্রের খোঁজে ব্যস্ত। এদেশে হাসপাতাল শিল্প ক্ষেত্রে আদানপ্রদান ২০১৭ অর্থবর্ষের চার ট্রিলিয়ন টাকা থেকে বার্ষিক যৌগিক ১৬-১৭ শতাংশ হারে বেড়ে (CAGR) ২০২২ অর্থবর্ষ নাগাদ ৮.৬ ট্রিলিয়ন টাকায় পৌঁছবে বলে অনুমান।

Abbreviated New Drug Application (ANDA)-এর অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সাফল্যের হার বেড়ে চলায় প্রতিযোগিতার বাজারে সুবিধা রয়েছে ভারতের। এদেশে গবেষণার এবং চিকিৎসা পর্যটনের সম্ভাবনাও প্রচুর। এক কথায় বলতে গেলে, ভারতের গ্রাম এবং শহর—দুই এলাকাতেই স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রচুর সুযোগ রয়েছে লগ্নি-কারীদের সামনে। প্রসার-সমদর্শিতা-উৎকর্ষ (Three Es : Expand-Equity-Excellence)—এই তিনটি বিষয়কে মাথায় রেখে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের এগিয়ে চলা উচিত ;এমনটাই বলছেন গর্গ (২০১৮)। পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে উচ্চক্রমের প্রতিষ্ঠান (Tertiary care facilities)-এর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। দেখতে হবে সমাজের সব স্তরের মানুষ যাতে এই পরিষেবার নাগাল পান। নতুন

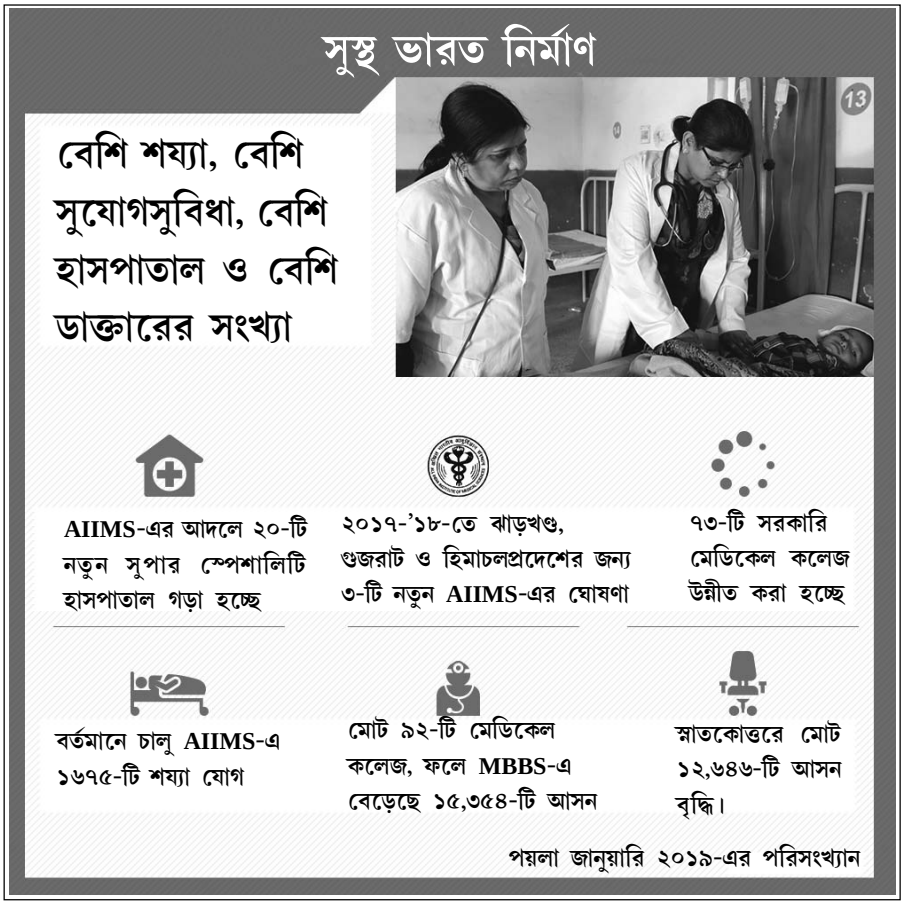

নতুন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে আঞ্চলিক, জটিলতর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা (Specialities), তথা চিকিৎসক এবং সেবিকা (nurse)-সহ অন্যান্য চিকিৎসা পেশাদার কর্মীদের সংখ্যার অনুপাত—এই তিনটি ক্ষেত্রেই অসাম্য কমবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মীগোষ্ঠীর সদস্যদের সকলেই মনে করেন, যে এই ফিল্মটির প্রসার হওয়া উচিত ক্রমিক শৃঙ্খলা অনুসারে। জোর দিতে হবে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা শিক্ষণের গুণগত দিকটিতে।

বিকেরমানে এবং উমেন (২০১৮)-এর মতে, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। বস্তুত, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপরে। তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক স্বচ্ছলতা, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় ব্যবস্থার প্রসার ইত্যাদি। পানীয় জল পরিষেবা এবং শৌচ ব্যবস্থার প্রসার না হলে গ্রামভারত রোগের আঁতুড়ঘর হয়েই থেকে যাবে। সেই ১৯৪৫ সালে একথা বলে গেছেন জোসেফ ভোরে। বিমার সুযোগ এবং এখনকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বহাল রাখার পাশাপাশি আরও বেশি সংখ্যায় মেডিকেল এবং নার্সিং কলেজ চালু করা দরকার। ২০১৭-র জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে এর উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে। আয়ুষ্মান ভারতের সম্ভবত সব থেকে কম আলোচিত দিক---স্বাস্থ্য উৎকর্ষকেন্দ্র ব্যবস্থা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্কীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোনোর বহু প্রতীক্ষিত উদ্যোগ। এর ফলে মাধ্যমিক (secondary) কিংবা উচ্চক্রমের (tertiary) হাসপাতালগুলিতে মানুষের যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। উন্নততর সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং পরিষেবার সংস্থান সম্বলিত দেশ হয়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে ভারত। একের পর এক ইতিবাচক পদক্ষেপ এই আশাই জাগিয়ে তোলে, যে আগামী দিনে আরও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে এই ক্ষেত্র। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে তখন।❑

বিগত ১০ বছরে গৃহীত কয়েকটি প্রধান স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগ

বছর	প্রকল্প/আইন
২০০৮	রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY)
২০০৮	প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি যোজনা
২০০৯	জাতীয় (খসড়া) স্বাস্থ্য বিল
২০১০	চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন) The Clinical Establishments (Registration and Regulation Act)
২০১৬	সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় জীবাণু বিধ্বংসী ওষুধ ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় নির্দেশিকা (The National Treatment Guidelines for Antimicrobial Use in Infections Diseases)
২০১৭	চিকিৎসা কৌশল আইনসমূহ (The Medical Device Rules)
২০১৭	জাতীয় চিকিৎসা আয়োগ (The National Medical Commission) বিল
২০১৭	জনস্বাস্থ্য (প্রতিরোধ, মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, জৈব-সন্ত্রাস ও বিপর্যয়) বিল The Public Health (Prevention, Control and Management at Epidemics, Bio-terroresm and Disesters) Bill
২০১৭	জীবাণু বিধ্বংসী ক্ষমতা হ্রাস প্রতিরোধে জাতীয় খসড়া কর্মপরিকল্পনা (Draft National Action Plan for Containment of Antimicrobial Resistance)
২০১৮	স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষা খসড়া আইন Draft Digital Information Security in Healthcare Act—DISHA
২০১৮	প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা
২০১৮	স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রকল্প (Health and Wellness Centres)

তথ্যপঞ্জি :

- National Health Policy 2017, MOHFW, GOI
- National Health Profile (NHP), 13th issue, Central Bureau of Health Intelligence, Directorate General of Health Service, MOHFW, GOI, 2018
- Pradhan Mantri Swasthaya Suraksha Yojana, MOHFW, GOI, 2018
- http://pmssy-mohfw.nic.in/
- Rural Health Statistics, 2017-18, Statistics Division, MOHFW, GOI, 2017
- Garg, Shivani Healthcare Policy in India—Challenges and Remedies, 2018
- Gautam Chikermane, Oommen C. Kurian Can PMSSY fix India's Healthcare System? Observer Research Foundation, October 2018
- Kayakalp: Rejuvenating Public Healthcare Facilities, NHSRC, MOHFW, GOI, 2018
- https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx4/6

জাতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ : এক বিকল্প সংহত পরিবহণ ব্যবস্থা

প্রবীর পাণ্ডে

অর্থমন্ত্রী ২০১৪-র ১০ জুলাই তার ২০১৪-'১৫-র বাজেট ভাষণে জাতীয় জলপথ-১ জলমার্গ বিকাশ সংক্রান্ত প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় জলপথ ব্যবসায়িক কাজকর্মে গতি আনতে নতুন উপায়ের সন্ধান দেয়। যেসব কোম্পানির মালিকানাধীন পণ্যবাহী জাহাজ রয়েছে, তাদের এই অন্তর্দেশীয় জলপথ ব্যবহারের দৌলতেই এটি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ২০১৬-র জাতীয় জলপথ আইনে ১০৬-টি নতুন জাতীয় জলপথের কথা ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ১০৫-টি জাতীয় জলপথের সঙ্গে নতুন জলপথগুলি যুক্ত হওয়ায় দেশে মোট জাতীয় জলপথের সংখ্যা হবে ১১২; নব ঘোষিত জলপথগুলির মধ্যে ৮-টিতে মানোন্নয়নের কাজকর্ম পুরোদমে চলেছে।

সুসংহত পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থার অংশ হিসাবে অন্তর্দেশীয় জলপথের বিভিন্ন শাখার (রাজ্য) বিকাশের ওপর ভারত সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৮-র ১২ নভেম্বর বারাণসীতে গঙ্গা নদীর ওপর ভারতের প্রথম নদীভিত্তিক বহু মাধ্যমবিশিষ্ট টার্মিনাল (জাতীয় জলপথ-১) দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। কলকাতা থেকে বারাণসী পর্যন্ত গঙ্গা দিয়ে দেশের প্রথম যে মালবাহী জাহাজটি পাড়ি দেয়, সেটিকেও ওই দিন স্বাগত জানান।

এই দু'টি ঘটনা ভারতে অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ (IWT)-এর বিকাশে এক বিশেষ মুহূর্তকেই শুধু চিহ্নিত করে না, জাতীয় জলপথ (NW-1) ব্যবসায়িক কাজকর্মে গতি আনতে নতুন উপায়ের সন্ধান দেয়। Pepsico, Emami Agrotech, IFFCO Fertilizers, Dabur India-র মতো কোম্পানি, যাদের মালিকানাধীন পণ্যবাহী জাহাজ রয়েছে, তাদের এই অন্তর্দেশীয় জলপথ ব্যবহারের দৌলতেই এটি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

২০১৬-র জাতীয় জলপথ আইনে ১০৬-টি নতুন জাতীয় জলপথের কথা ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ১০৫-টি জাতীয় জলপথের সঙ্গে নতুন জলপথগুলি যুক্ত হওয়ায় দেশে মোট জাতীয় জলপথের সংখ্যা হবে ১১২; নব ঘোষিত জলপথগুলির মধ্যে ৮-টিতে মানোন্নয়নের কাজকর্ম পুরোদমে চলেছে।

অর্থমন্ত্রী ২০১৪-র ১০ জুলাই তার ২০১৪-'১৫-র বাজেট ভাষণে জাতীয় জলপথ-১ জলমার্গ বিকাশ সংক্রান্ত প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গা নদীর বারাণসী-হলদিয়া মধ্যবর্তী অংশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নৌচলাচল করানো। এর পর পরই JMVP-র আওতায় NW-1-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়। আনুমানিক ৫৩৬৯ কোটি টাকার এই প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাঙ্ক কারিগরি সাহায্য দেয় এবং অর্থ লগ্নি করে সহায়তা দান করে। চার বছরে জাতীয় জলপথ-১-এ প্রায় ২০০০ কোটি টাকা মূল্যের কাজ হয়েছে। JMVP-র আওতায় গঙ্গা নদীর ওপর নির্মীয়মান তিনটি বহু মাধ্যম (multi-modal) টার্মিনালের মধ্যে বারাণসীরটি ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। ২০১৯-এর মাঝামাঝি নাগাদ সাহেবগঞ্জ (ঝাড়খণ্ড)-এরটি তৈরি হয়ে যাবে।

জলমার্গ বিকাশ প্রকল্প (জাতীয় জলপথ-১, গঙ্গা নদী)

জাতীয় জলপথ-১-এর আওতায় ১৩৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ হলদিয়া-বারাণসী অংশের ক্ষমতা বাড়াতে জলমার্গ বিকাশ প্রকল্প (JVMP) রূপায়িত হচ্ছে। এর জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত পণ্য পরিবহণ করিডোর (Eastern Dedicated Freight Corridor) ও জাতীয় মহাসড়ক-২ (NH-

[লেখক ভাইস চেয়ারম্যান, ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ, ভারত সরকার। ই-মেল : vc.iwai@nic.in]

2)-এর পাশাপাশি NW-1, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (NCR)-এর সঙ্গে পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সংযোগকারী ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় করিডোরের অংশ। এই জলপথ কলকাতা বন্দর ও ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুটের মাধ্যমে বাংলাদেশ, মায়ানমার, তাইল্যান্ড, নেপাল এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে।

বিহার থেকে অসম পর্যন্ত এক মাস জলপথে যাত্রার পর ২০১৮-র পয়লা অক্টোবর ১২৩৩ টন ফ্লাই অ্যাশ গুয়াহাটির পাণ্ডুতে পৌঁছায়। প্রকৃতপক্ষে এটি দেশে অন্তর্দেশীয় জলপথে পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে দীর্ঘতম জলযাত্রার অন্যতম হিসাবে সূচিত। বস্তা বোঝাই ১২৩৩ টন ফ্লাই অ্যাশ (বিহারের জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম NTPC-র কাহালগাঁও প্রকল্পের উপজাত পণ্য) নিয়ে অসমের পাণ্ডু অন্তর্দেশীয় বন্দরের উদ্দেশে ২০৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ জাহাজটি পাড়ি দেয় ২০১৮-র ৩০ সেপ্টেম্বর। এটি ছিল তিনটি জলপথ [(NW-1, গঙ্গা নদী), ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল (IBP) রুট ও NW-2, ব্রহ্মপুত্র নদী)] পাড়ি দিয়ে সুসংহত পণ্য চলাচল।

এই পণ্য চলাচল, অন্তর্দেশীয় জলপথ শিল্প এবং জাহাজ পরিবহণ সংস্থাগুলির মধ্যে আস্থা ও আগ্রহের সঞ্চার করেছে। ১৫-টির বেশি ক্ষেত্রে, জলপথের বিভিন্ন অংশ দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য পরিবহণের কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। জলযানগুলি পাওয়ার ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে সর্বশেষ তথ্য দেওয়ার লক্ষ্যে পণ্যমালিক ও জাহাজ পরিবহণ সংস্থা (shippers) সকলকে যুক্ত করতে IWAI জুলাই মাসে একটি ডেডিকটেড পোর্টাল 'FOCAL' চালু করে।

উন্নত অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ, দেশের সামগ্রিক পরিবহণ ক্ষমতাকেই শুধু বাড়াবে না, পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমের সমন্বয় পণ্য চলাচল বাবদ যে বিপুল ব্যয়ের বোঝা ভারতীয় অর্থনীতির ওপর চাপায়, তাকেও সীমিত করে। ভারতে পণ্য চলাচল বাবদ ব্যয় মোট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন বা GDP-র ১৫ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দ্বিগুণ। জলপথে পরিবহণের ৮.৩ শতাংশ হয়ে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৭ শতাংশের ইউরোপে, ৮.৭ শতাংশ চিনে, ভারতে এই হার মাত্র ১.৫ শতাংশ। ভারতে নৌচলাচলের যোগ্য অন্তর্দেশীয় জলপথ রয়েছে ১৪,৫০০ কিলোমিটার।

জাতীয় জলপথগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে নৌচলাচলের উপযুক্ত করে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে জাহাজ মন্ত্রকের অধীনস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা, ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ (IWAI)-এর উপর IWAI-এর লক্ষ্য জাতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের পরিমাণ বর্তমানের সাড়ে ৫ কোটি টন থেকে বাড়িয়ে ২০২৩-এ ১৫ কোটি টন করা।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক বিশ্লেষণ অনুসারে, জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পভুক্ত (JMVP) বিভিন্ন উদ্যোগের সুবাদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় দেড় লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। JMVP গঙ্গা নদীবক্ষে পরিবহণ চিত্রকে আমূল বদলে দেওয়ার এক সামুদয়িক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। এই প্রকল্প শুধু এক ব্যয় সাশ্রয়ী বিকল্প পরিবহণ মাধ্যমকেই গড়ে তুলবে না, 'Room for River' বা নদী বক্ষে পরিবহণের পরিসরও তৈরি করবে। এটি, আন্তর্জাতিকভাবে, বিশেষ করে

সারণি-১
অন্তর্দেশীয় জলপথের সুবিধাসমূহ

আর্থিক অঙ্কে

	বিবেচিত হার (টাকা/টি.এক.এম.)			
কারণ হিসাবে যা বিবেচনায় রাখা হয়েছে	**জলপথ**	**সড়ক**	**রেল**	**সূত্র**
বায়ুদূষণ	০.০৩	০.২০২	০.০৩৬৬	যোজনা কমিশন : TTS Study
শব্দদূষণ	নগণ্য	০.০০৩২	০.০০১২	Permanent International Assoiciation of Navigation Congress (PIANC)
মাটি ও জলদূষণ	নগণ্য	০.০০৫	শূন্য	PIANC
গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) নিঃসরণ	০.০০০৬	০.০০৩১	০.০০০৬	দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা

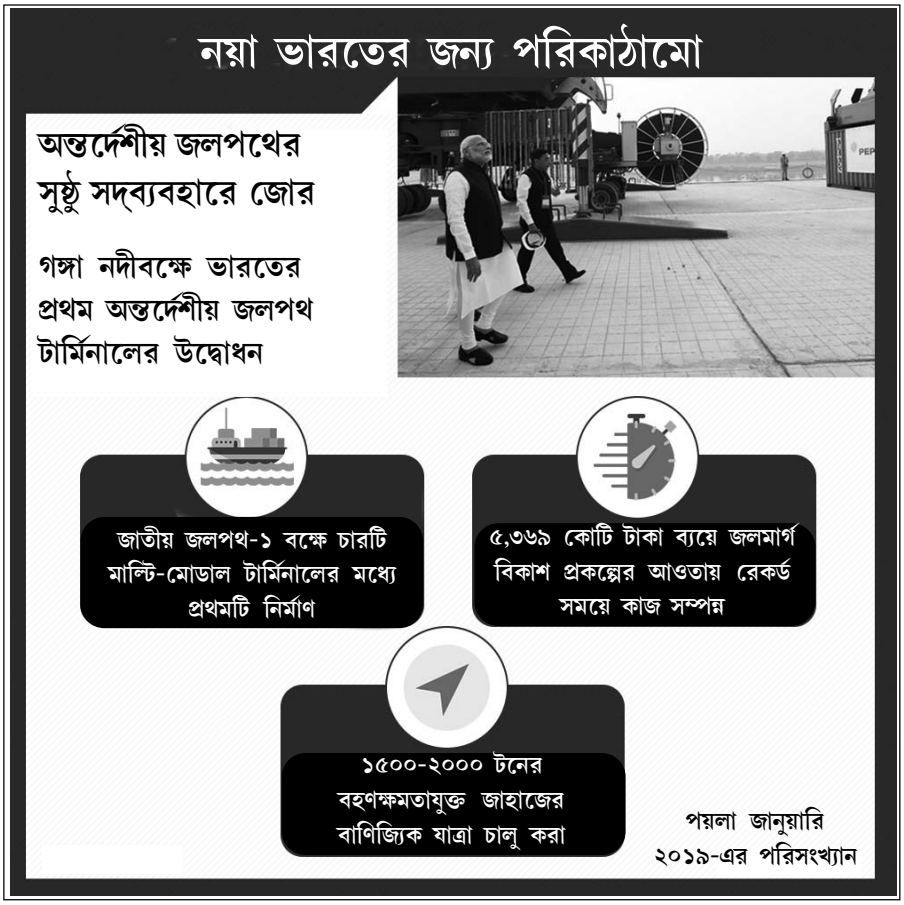

নেদারল্যান্ডসে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী সংরক্ষণের কার্যকর উপায় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জলযানের নকশা (Vessel Design)

IWAI ২০১৮-র আগস্টে গঙ্গা নদীতে (জাতীয় জলপথ-১) বিশাল মাপের সুনির্দিষ্ট মানের অত্যাধুনিক পণ্যবাহী জাহাজের ১৩-টি নকশা প্রকাশ করে। এটি, দেশের অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্নকে সূচিত করে। কারণ তা, গঙ্গা নদীর জটিল গঠন, গতিপথে, সূক্ষ্ম বাঁক, পরিবর্তনশীল ধারা, আঁকাবাঁকা গতি ও স্রোতের হেরফেরের দরুন নৌচলাচলের ক্ষেত্রে যে বিশেষ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার মোকাবিলায় সাহায্য করবে। অন্তর্দেশীয় জলপথে চলাচলের উপযুক্ত জাহাজ তৈরিতে নিয়োজিত দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সাহায্য করে জাতীয় জলপথ-১ দিয়ে পণ্য ও যাত্রী চলাচলের বিপুল সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করবে এই উদ্যোগ।

বিশেষ নক্সানুসারে তৈরি জাহাজগুলির পণ্য পরিবহণ ক্ষমতা একদিকে যেমন বেশি হবে তেমনি আবার অপেক্ষাকৃত অগভীর জলেও চলাচলে সক্ষম হবে এগুলি। একই সঙ্গে হবে পরিবেশ অনুকূল। এইসব নতুন নতুন নকশা এক একটি জাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয়ে সাহায্য করবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে। IWAI ওয়েবসাইটে এই নকশাগুলি বিনা ব্যয়ে পাওয়া যাবে। গঙ্গা নদীতে দক্ষতার সঙ্গে চলাচল করতে পারবে এমন জাহাজের শ্রেণি ও ধরন কেমন হবে, এসংক্রান্ত সংশয়ও এতে দূর হবে। সুনির্দিষ্ট আকার ও ক্ষমতার জাহাজ তৈরিতে শিপ ইয়ার্ডগুলিকে সাহায্য করবে এই সব নকশা। অন্তর্দেশীয় জলপথে চলাচলের জন্য উপযুক্ত জাহাজের 'ক্রয়-বিক্রয়ের' বাজারকে গড়ে তোলা ছাড়াও ওয়েবসাইটে দেওয়া এই সব নকশার সুবাদে বিশেষ কোনও কাজে লাগবে এইভাবে তৈরি জাহাজের জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে পাওয়া যাবে, এমন জাহাজের সন্ধান মিলবে। এই সব নকশা জ্বালানি বাবদ খরচ কমাবে এবং তার ফলে জাহাজ চলাচল বাবদ ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

এই সব ৫ ডেক কার ক্যারিয়ারবিশিষ্ট জলযান প্রায় ৩৫০-টি করে গাড়ি নিয়ে এমনকি প্রায় দু' মিটারের মতো অগভীর জলেও চলাচল করতে সক্ষম। কোনও কোনও নকশার ২৫০০ টন ক্ষমতার পণ্য পরিবাহী জলযান তিন মিটার গভীরতাবিশিষ্ট জলে চলাচলে সক্ষম। ফলত, এরকম একটিমাত্র জাহাজ চালিয়েই, সড়ক থেকে মাল বোঝাই ১৫০-টি ট্রাক বা একটি পুরো রেল রেকের চাপ সরিয়ে ফেলা যাবে।

বিপুল পরিমাণ শুকনো ও তরল পণ্য পরিবাহী বিভিন্ন নতুন নকশার জাহাজ, Ro-Ro ভেসল, কার ক্যারিয়ার, কন্টেনার ক্যারিয়ার, LNG ক্যারিয়ার, Tug Barge Flotilla-র নকশাগুলি প্রস্তুত করেছে জার্মানির M/s DST (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। এই সংস্থা কম নাব্যতার জলপথে প্রচুর পরিমাণ পণ্য পরিবাহণে সক্ষম জলযান নির্মাণের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এই সব নকশার পরীক্ষামূলক কার্যকারিতা (model testing) খতিয়ে দেখা হয় জার্মানির ডয়েসবার্গে। নতুন নকশাগুলি, অন্তর্দেশীয় জলপথে পরিবহণে বিদেশি জাহাজের নকশার ওপর ভারতীয় জাহাজ নির্মাতাদের নির্ভরতা দূর করবে এবং সরকারের 'Make in India' উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সফল প্রতিপন্ন হবে।

সামাজিক জনসমাগমে IWAI

ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ ২০১৯-এর কুম্ভমেলায় নিরাপদে যাত্রী পরিবহণের ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয়।

প্রয়াগরাজের সঙ্গমে ২০১৯-এর ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। IWAI, কিলাঘাট, সরস্বতীঘাট, নৈনি ব্রিজ ও সুজওয়ান ঘাটে একটি করে মোট চারটি ভাসমান টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এই সব টার্মিনালের কাছে তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা করেছে মেলা

কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও, CL কস্তুরবা ও SL কমলা নামে দু'টি জাহাজকে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতে কাজে লাগানো হবে।

প্রয়াগরাজ ও বারাণসীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্য রাখা হবে যাতে সংশ্লিষ্ট জলপথের ন্যূনতম নাব্যতা (Least Available Depth—LAD) ১ মিটার হয়। যাত্রীদের ওঠা-নামার সুবিধার জন্য ছটনাগ, সিরসা, সীতামারি, বিন্ধ্যাচল ও চুনারে পাঁচটি অস্থায়ী জেটি তৈরি করা হয়েছে। অন্তর্দেশীয় নৌচলাচলের সাহায্যে যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ ও কার্যকর পরিবহণ মাধ্যমের ব্যবস্থা করতে IWAI দায়বদ্ধ।

NW-1 (প্রয়াগরাজ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত)-এর উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে, গঙ্গা নদীতে প্রয়াগরাজ-বারাণসী অংশকে নৌচলাচলযোগ্য করে তুলতে IWAI উদ্যোগ নিচ্ছে। এর ফলে জলযানগুলির নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ যাতায়াত সুনিশ্চিত হবে।

অতীতে, পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলা ও পাটনায় প্রকাশ পরবে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত ও জলপথ চিহ্নিত করায় একই রকম সুবিধা করে দিয়েছে IWAI।

নদীবক্ষে পর্যটনের প্রসার

আন্তর্জাতিক প্রকাশনা 'Condé Nast Traveller'-এ গঙ্গায় প্রমোদ ভ্রমণ (Ganga Cruise) '২০১৭-এ নদীবক্ষে প্রমোদ ভ্রমণের' ('six river cruises to take in 2017') অন্যতম হিসাবে তালিকাভুক্ত।

'Condé Nast Traveller' গঙ্গা নদী বক্ষে প্রমোদ ভ্রমণকে '২০১৭-এ নদীবক্ষে বিলাসবহুল প্রমোদ ভ্রমণের' অন্যতম হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে। এই প্রকাশনা, গঙ্গাবক্ষে কলকাতা থেকে বারাণসী পর্যন্ত চলাচলকারী বিলাসবহুল প্রমোদ তরণী Ganges Voyager-II-কে চিনের মেকং ও ইয়াংজে, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, রাশিয়ার ভোলগা এবং মায়ানমারের ইরাবতীবক্ষে প্রমোদ ভ্রমণের সঙ্গে এক গোত্রে রেখেছে। নদীবক্ষে প্রমোদ ভ্রমণের গন্তব্য হিসাবে গঙ্গাকে 'Conda Nast'-এর এই অনুমোদন দেশে নদীবক্ষে পর্যটনে গতি আনবে।

প্রমোদ তরী চালায় এমন বেসরকারি সংস্থাগুলিকে, NW-1 (গঙ্গা নদী)-এ প্রমোদ তরী চলাচলে সাহায্য করে IWAI। যেসব সুবিধা IWAI দেয়, তার মধ্যে রয়েছে রাতে নৌচলাচলের সংস্থান-সহ নৌচলাচলের সরঞ্জাম, চিহ্নিত স্থানে যাত্রী ওঠা-নামার বন্দোবস্ত, ফরাক্কা ন্যাভিগেশন লক দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া, পথ প্রদর্শন এবং হঠাৎ কোনও সংকটে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

ভারতে পণ্য চলাচলের প্রধান পথ (route) হয়ে ওঠা ছাড়াও, NW-1-এ এই অংশে নদীবক্ষে প্রমোদ ভ্রমণমূলক পর্যটনের খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যান্য জাতীয় জলপথ

● **জাতীয় জলপথ-২ :** ব্রহ্মপুত্র নদবক্ষে সাদিয়া বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে সাদিয়া পর্যন্ত ৮৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথকে ১৯৮৮ সালে জাতীয় জলপথ-২ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই জলপথের বিকাশ ঘটানো হচ্ছে এবং সুষ্ঠু পথ, নৌচলাচলে সহায়তা এবং পণ্যবাহী জাহাজগুলির জন্য যন্ত্রচালিত ব্যবস্থার সুবিধাযুক্ত টার্মিনালের সাহায্যে এর মানোন্নয়ন ঘটিয়ে সক্ষমভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

● **ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট :** ভারত ও বাংলাদেশের চিহ্নিত বন্দরগুলিতে যাতায়াতের জন্য দু'দেশের বার্জগুলিকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে প্রোটোকল সংক্রান্ত অনুমতি দিচ্ছে IWAI। এক দেশের দু'টি স্থানের বাণিজ্য ও পণ্য চলাচলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে অন্য দেশটির মধ্যবর্তী জলপথ ব্যবহারের জন্য দু'দেশের পক্ষে সুফলদায়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই এই প্রোটোকল। প্রথম স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২-এ ২০২০-র ৫ জুন পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে।

এছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে নৌচলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট করে গড়ে তোলা হয়েছে NW-3-কে।

পক্ষান্তরে অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিকাঠামোর অংশ হিসাবে NW-4 ও NW-5-কে গড়ে তোলা হচ্ছে।

এছাড়াও, ২০১৭-'১৮-এ উন্নয়নে হাত দেওয়া হয়েছে ৮-টি নতুন জাতীয় জলপথের

(১) **বিহার ও উত্তরপ্রদেশে গণ্ডক নদী (NW-37) :** ২৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গণ্ডক নদীকে জাতীয় জলপথ-৩৭ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ত্রিবেণী ঘাটের কাছে ভৈসাসলোতাল ব্যারেজ থেকে বিহারের হাজিপুর পর্যন্ত তা বিস্তৃত।

(২) **রূপনারায়ণ নদ (NW-86) :** ৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ রূপনারায়ণ নদকে জাতীয় জলপথ-৮৬ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতাপপুর থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

(৩) **আলাপপুঝা-কোট্টায়াম-আথিরাম-পুঝা ক্যানাল (NW-9) :** ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আলাপপুঝা-কোট্টায়াম-আথিরামপুঝা ক্যানালকে জাতীয় জলপথ-৯ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেরালায় আলাপপুঝার বোট জেটি থেকে আথিরামপুঝা বাজার পর্যন্ত এটির বিস্তৃতি।

(৪) **সুন্দরবন জলপথ (NW-97) :** পশ্চিমবঙ্গে ২০১ কিলোমিটার দীর্ঘ সুন্দরবন জলপথ জাতীয় জলপথ-৯৭ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

(৫) **বরাক নদী (NW-16) :**

☐ প্রকল্প বাবদ ব্যয় ৭৬.০১ কোটি টাকা।

☐ NW-16 বক্ষে মূল পরিবহণযোগ্য পণ্য হল নির্মাণ সামগ্রী, চাল, কয়লা, কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্য।

● **কাম্বারজুয়া ক্যানাল (NW-27) :** ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। কোর্টালিম ফেরি টার্মিনালের কাছে কাম্বারজুয়া ও জুয়ারি নদীর সঙ্গমস্থল থেকে সাও মার্শিয়াস বিধান পরিষদ পর্যন্ত কাম্বারজুয়া ও মাণ্ডবী নদীর সঙ্গমস্থল।

● **মাণ্ডবী নদী (NW-68) :** ৪১ কিলোমিটার। উসগাঁও থেকে রেইস

মাগোসে মাণ্ডবী নদী ও আরবসাগরের সঙ্গমস্থল।

● **জুয়ারি নদী (NW-111) :** ৫০ কিলোমিটার। সানভোর্দেম ব্রিজ থেকে মার্মাগাঁও বন্দর পর্যন্ত।❑

বক্স-১
অন্তর্দেশীয় জলপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে সুবিধাদি

(১) **কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস :** প্রতি টন পণ্য বহণের ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্রে ১৫জি, রেলের ক্ষেত্রে ২৮জি এবং সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে ৬৪জি।

(২) **শক্তির সাশ্রয় :** ১ অশ্বশক্তি ব্যবহার করে জলপথে ৪০০০ কেজি, রেলপথে ৫০০ কেজি এবং সড়কপথে ২৫০ কেজি মাল বহন সম্ভব।

(৩) **জ্বালানি ব্যয় হ্রাস :** ১ লিটার জ্বালানি ব্যবহার করে অন্তর্দেশীয় জলপথের ক্ষেত্রে ১০৫ টন-কিলোমিটার, রেলের ক্ষেত্রে ৮৫ টন-কিলোমিটার ও সড়কপথে ২৪ টন কিলোমিটার পণ্য পরিবহণ সম্ভব।

(৪) অন্যান্য পরিবহণের মাধ্যমের সঙ্গে নদীপথে পরিবহণকে যুক্ত করে অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ পণ্য পরিবহণ খাতে ব্যয় কমায়।

(৫) সড়ক ও রেলপথে পণ্য পরিবহণের ওপর মারাত্মক চাপ কমাতেও তা সাহায্য করে।

(৬) সড়ক ও রেল পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনায় অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণের সংস্থান সম্ভব অনেক কম জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে।

(৭) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পশ্চাদ্‌ভূমির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

নয়া ভারতের জন্য পরিকাঠামো

বন্দর সূত্রে বিকাশের উপর জোর

By 1/3rd

মুখ্য বন্দরগুলি কর্মসম্পাদন সময়পর্বের (turnaround time) গত চার বছরে অভূতপূর্ব হ্রাস

94 → ২০১৩-'১৪-তে সময় লাগতো

To

64 → ২০১৭-'১৮-এ সময় লাগে

মোটের উপর কর্মসম্পাদন সময়কালে (ঘণ্টায়)

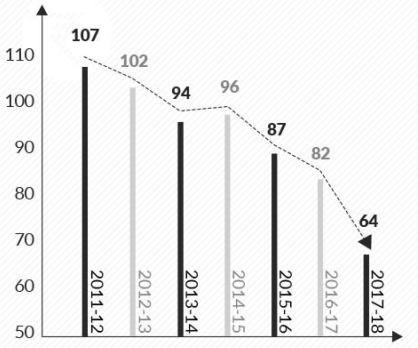

পয়লা জানুয়ারি ২০১৯-এর পরিসংখ্যান

বাণিজ্যিক সুযোগ

ভারতের অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে, তাতে জলপথের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন রকমের কর্মকাণ্ডে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে :

✓ পণ্য চলাচল।
✓ ড্রেজিং বা জলপথের নাব্যতা বাড়ানোর কাজকর্ম।
✓ টার্মিনাল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
✓ পণ্যবাহী জলযান (barge) নির্মাণ ও চালনা।
✓ নৌচলাচল সহায়ক কার্যকলাপ।
✓ জলপথের বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।
✓ জলযান ও টার্মিনালগুলির জন্য শ্রমশক্তির জোগান। জলযানের কর্মী ও চালকদের প্রশিক্ষণ।
✓ মাল বোঝাই ও খালাস ও তার পরবর্তী স্তরের কর্মকাণ্ড।
✓ প্রমোদতরী (Cruise) চালনা।
✓ প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভালাভের সম্ভাবনা, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং বাজার বিশ্লেষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত সমীক্ষা, বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) তৈরি সম্পর্কে পরামর্শদান পরিষেবা প্রদান।
✓ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
✓ নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান।
✓ নকশার ভালো-মন্দ দিক যাচাই করা।
✓ মডেল সমীক্ষা।

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

উড়ান : অর্থনীতির বিকাশে বড়ো ভূমিকা নিতে পারে

উষা পাধী

ছোটো শহরগুলিতে সুলভ বিমান পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগানোর লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ নীতির মূল ভিত্তি হল 'উড়ান'। বর্তমানে বিমান চলাচলের ৭০ শতাংশই বড়ো শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ। স্বাধীনতার পর থেকে এই সেদিন পর্যন্তও, নিয়মিত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিমান চলাচল করে এমন বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭। এই ছবি পালটে দিতে চায় 'উড়ান') বিমানবন্দরগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিমান সংস্থাগুলির জন্য নানা ধরনের উৎসাহ প্রদান ব্যবস্থা করে আকাশপথে যাতায়াতের খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে কাজ চলছে জোরকদমে।

উড়ান (UDAN) প্রকল্পের কথা ভাবা হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। আন্তঃ আঞ্চলিক সংযোগের উন্নতির লক্ষ্যে গৃহীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম এই প্রকল্প এখন দেশের ছোটো শহরগুলিতে স্বল্পব্যয়ে আকাশপথে যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই দু'বছরে প্রকল্পটির আওতায় ৩৫-টি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিভুক্ত (পর্যায়ভুক্ত) (Tier-II and III) শহরে পৌঁছে গেছে বিমান পরিষেবা। উড়ান প্রকল্পের নতুন একটি সংস্করণ চালু হচ্ছে খুব শীঘ্রই। তাতে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের পাশাপাশি দেশের বাইরের বিভিন্ন জায়গাতেও বিমান যোগে পৌঁছে যাওয়া যাবে 'উড়ান'-এর আওতায়। সেজন্য এযাবৎ এই প্রকল্পের রূপায়ণের মাধ্যমে পাওয়া অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা জরুরি।

গত ১০ বছরে ভারতে বিমান চলাচল বেড়েছে তিনগুণ। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উড়ানে যাত্রী সংখ্যার নিরিখে বিশ্ব তালিকায় প্রথম তিনের মধ্যে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এই দেশের। বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রের প্রসার দেশের অর্থনীতির বিকাশেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আন্তর্জাতিক অসামরিক উড়ান সংগঠন (International Civil Aviation Organization—ICAO)-এর সমীক্ষা বলছে, এক্ষেত্রে উৎপাদন গুণক (output multiplier) ৩.২৫ এবং কর্মসংস্থান গুণক (employment multiplier) ৬.১০। বিমান পরিষেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্র—উড়ান সংস্থা, বিমানবন্দর, পণ্য চলাচল—সব বিষয়েই সামগ্রিক এবং সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে জাতীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ নীতি (National Civil Aviation Policy—NCAP) প্রণয়ন করে ভারত সরকার। লক্ষ্য, বিমানে যাতায়াতের খরচ সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে এনে অভ্যন্তরীণ বিমানযাত্রীর সংখ্যা ২০২২ নাগাদ অন্তত ৩০ কোটি এবং ২০২৭ নাগাদ ৫০ কোটিতে নিয়ে যাওয়া। আন্তর্জাতিক উড়ানে যাত্রীর সংখ্যা ২০২৭ নাগাদ ২০ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও ধার্য হয়েছে।

ছোটো শহরগুলিতে সুলভ বিমান পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগানোর লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ নীতির মূল ভিত্তি হল 'উড়ান' (উড়ে দেশ কা আম নাগরিক—দেশের সাধারণ মানুষ যাতায়াত করুক আকাশপথে)। বর্তমানে বিমান চলাচলের ৭০ শতাংশই বড়ো শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ। স্বাধীনতার পর থেকে এই সেদিন পর্যন্তও, নিয়মিত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিমান চলাচল করে এমন বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭। এই ছবি পালটে দিতে চায় 'উড়ান'। বিমানবন্দরগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিমান সংস্থাগুলির জন্য নানা ধরনের উৎসাহ প্রদান (incentive)-এর ব্যবস্থা করে আকাশপথে যাতায়াতের খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে কাজ চলছে জোরকদমে।

[লেখক ভারত সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব। ই-মেল : usha.padhee@nic.in]

দ্বিতীয় পর্যায় (Tier-II) এবং তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত (Tier-III) শহরগুলিকে বিমান পরিষেবার আওতায় আনতে নেওয়া হয়েছে আরও উদ্যোগ। ২০১৭-এ 'উড়ান'-এর সূচনার পর ৬১-টি নতুন পথে চালু হয়েছে বিমান পরিষেবা। এই সব পথ বা রুটে যাতায়াত করেছেন ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ—যাদের অনেকেই আগে বিমানযাত্রার কথা ভাবতেও পারতেন না।

ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থায় রূপায়িত হচ্ছে 'উড়ান'। নতুন বিমানবন্দর তৈরির ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ পন্থা যতদূর সম্ভব পরিহার করে ছোটো ছোটো শহরগুলিতে অকেজো হয়ে পড়ে থাকা 'বিমানক্ষেত্র' (airstrip)-এর সংস্কার করে কাজে লাগানোর সংস্থান রয়েছে প্রকল্পটিতে। খরচের ভয়ে বিমান সংস্থাগুলি যাতে পিছিয়ে না যায় সেজন্য নানা রকম ছাড় দিচ্ছে কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য। ফলে ছোটো শহরগুলিতে ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছে সুলভ বিমান পরিষেবা।

আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প—উড়ান (RCS—UDAN)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য :

- আগে বিমান পরিষেবার সংস্থান ছিল না এমন সব এলাকায় তা পৌঁছে দিতে চায় এই প্রকল্প। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সুলভ হয়ে উঠবে বিমান পরিষেবা। সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে এর ফলে।
- প্রকল্পটি চালু থাকবে ১০ বছর। অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকা বিমানক্ষেত্র এবং বিমানবন্দরগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটাবে এই কর্মসূচি।
- কেন্দ্র, বিভিন্ন রাজ্য এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের অর্থ সহায়তাকে কাজে লাগানো হবে এই কাজে। নির্বাচিত কয়েকটি বিমানসংস্থাকে প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দিয়ে কম ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলিতে চালু করা হবে বিমান পরিষেবা। এক্ষেত্রে যাত্রীভাড়া কম রাখার দিকটিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
- এটি চাহিদা চালিত প্রকল্প। উৎসাহী বিমান কিংবা হেলিকপ্টার সংস্থাগুলি থেকে নিলামের মাধ্যমে বেছে নিয়ে দেওয়া হচ্ছে বরাত।
- বরাত পাওয়া সংস্থার উড়ানে ন্যূনতম ৯-টি এবং সর্বাধিক ৪০-টি আসন সংরক্ষিত থাকবে প্রকল্পের গ্রাহক যাত্রীদের জন্য। হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে সবক'টি অথবা সর্বাধিক ১৩-টি আসন থাকবে 'উড়ান'-এর যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে।
- বিমানে এক ঘণ্টা অথবা ৫০০ কিলোমিটার যাত্রা এবং হেলিকপ্টারে আধ ঘণ্টার যাত্রায় ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ২,৫০০ টাকা। যাত্রার পরবর্তী পর্যায়গুলির জন্য ভাড়া নির্ধারণ হবে আনুপাতিক ভিত্তিতে।
- 'উড়ান'-এর আওতাধীন যাত্রাপথে বা রুটে সপ্তাহে ন্যূনতম তিনবার এবং

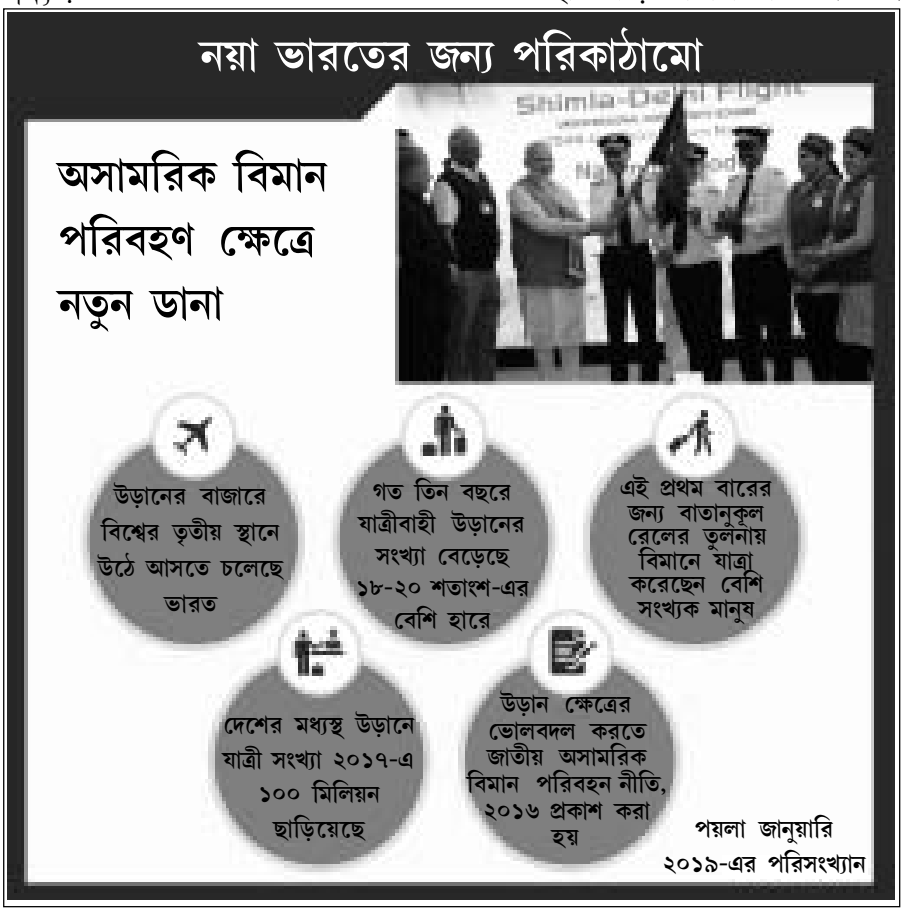

সর্বাধিক সাতবার বিমান পরিষেবা মিলবে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যাত্রাপথগুলির ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্য আলাদা।

প্রকল্পটির রূপায়ণে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রাথমিক পর্বে, বরাত দেওয়ার জন্য নিলাম প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীন হয় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিমানসংস্থাগুলির মধ্যে আস্থার মনোভাব বাড়িয়ে তোলার জন্য তা বিশেষ প্রয়োজন। 'উড়ান' প্রকল্পের প্রথম দুই পর্বের রূপায়ণের মাধ্যমে ৫০-টি বিমানবন্দর এবং ৩১-টি হেলিবন্দর (heliport) দেশের আকাশপথ মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। চালু হতে চলেছে তৃতীয় পর্যায়, যার মধ্যে দিয়ে বিখ্যাত নানা পর্যটনকেন্দ্র এবং নির্বাচিত কয়েকটি অঞ্চলে চালু হবে পরিষেবা। পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসারে তা বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার পাশাপাশি উগ্র বামপন্থা প্রভাবিত অঞ্চলগুলিকেও নিয়ে আসা হবে পরিষেবার আওতায়। গুয়াহাটি থেকে অরুণাচলের পাসসিঘাট-ই হোক, কিংবা দেহরাজন থেকে উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়—যাত্রার সময় কমে যাবে নাটকীয়ভাবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাই যাবে বদলে। বিমান ভাড়া অনেক কম হওয়ার ফলে পরিবহণ ও বাণিজ্যের পাশাপাশি ভ্রমণ ও চিকিৎসা-পর্যটন হয়ে উঠবে অনায়াস। তবে, 'উড়ান'-এর আওতায় কয়েকটি পথে বিমান চলাচলের জন্য বরাত দেওয়ার কাজটি নিতান্তই প্রাথমিক। এর পরে থাকে বিমানবন্দর এবং বিমানসংস্থার প্রস্তুতি। রাজ্য সরকারের অংশগ্রহণও সমান জরুরি। বস্তুত, প্রকল্পটির সাফল্যের দায়ভার বর্তায় অনেকগুলি বিষয়ের ওপর।

বেশিরভাগ রাজ্য সরকারই এই কাজে এগিয়ে এসেছে। কেন্দ্রের সঙ্গে সমঝোতায় স্বাক্ষরও করেছে তারা। কিন্তু তাদের সাধ্য সীমিত। সেজন্য, পেশাদার বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা জরুরি। অসামরিক বিমান পরিবহণ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত একটি ক্ষেত্র। কারণ এখানে স্পর্শকাতর অনেক বিষয় রয়েছে। বিমানবন্দরগুলির অনুমোদনের প্রক্রিয়াটি বেশ দীর্ঘ ও জটিল। নিরাপত্তার দিকটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিষেবা চালু রাখার ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিয়মনীতি মেনে এগোনো দরকার। এসব কথা মাথায় রাখলে নিখুঁত রূপায়ণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বোঝা যায়। বিমানবন্দর সাজিয়ে তোলা, অনুমোদন বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশ, নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম ক্রয়—সব ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারগুলির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (Airport Authority of India—AAI)।

প্রতিরক্ষা বিমানবন্দরগুলির ক্ষেত্রে বহু সময়েই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে নির্দিষ্ট পরিচালন নির্দেশিকা (Standard Operating Procedure বা SOP)। সবকিছু বজায় রেখে এগোতে কিছুটা সময় লাগছে ঠিকই। কিন্তু প্রকল্পটিতে বেসরকারি বিমানবন্দরগুলিকেও শামিল করে তোলার কাজে যে সাফল্য আসছে তা জোর দিয়ে বলা যায়। মহারাষ্ট্রের নানদেদ কিংবা কর্ণাটকের বিদ্যানগর বিমানবন্দরের প্রসঙ্গ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। আঞ্চলিক সংযোগ কর্মসূচি বা Regional Connectivity Scheme-এর আওতায় বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

দেশের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রকল্পটির আওতায় বিমান পরিষেবা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। তা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও আসবে অনেক। সমাধান করতে হবে বিশদে চিন্তাভাবনা করে।

প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নজরদারি কিংবা কয়েকটি বিমানবন্দরের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। নির্বাচিত বিমান বা হেলিকপ্টার চালক সংস্থার অনুমোদনের বিষয়টিও রয়েছে। সীমিত সাধ্যের কারণে 'উড়ান'-এ শামিল হতে চাওয়া অনেক ছোটো বিমান সংস্থাই প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন। যেসব সংস্থা প্রত্যন্ত এলাকায় বিমান পরিষেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম, বেছে নিতে হবে তাদেরকেই। দক্ষ

উড়ান : লাভ সব পক্ষেরই

নাগরিক	বিমানসংস্থা
● যোগাযোগ	● **চালু সংস্থা :** নতুন বিমানপথ বা রুট তৈরি হওয়া, আরও বেশি যাত্রী
● সাধ্যের মধ্যে পরিষেবা	● **নতুন সংস্থা :** আঞ্চলিক বিমানসংস্থা হিসেবে গড়ে উঠে ব্যবসার সুযোগ
● কর্মসংস্থান	
কেন্দ্রীয় সরকার	**বিমানবন্দর পরিচালন সংস্থা**
● আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিমান পরিষেবার চাহিদার সুযোগ	● সুযোগ ও সম্ভাবনার প্রসার
	● চালু বিমানবন্দরগুলিতে আরও যাত্রী সমাগম
আঞ্চলিক প্রশাসন	**মূল সরঞ্জাম নির্মাতা** (Original Equipment Manufacturers—OEM)
● বাণিজ্যের প্রসার	● এক দশকের মধ্যে বিমানের সংখ্যা ৪৫০ থেকে বেড়ে হবে ১২০০
● পর্যটন ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে	● অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সংস্থাগুলির বিকাশ, এক্ষেত্রে রপ্তানির কেন্দ্রও হয়ে উঠতে পারে এই দেশ
● প্রান্তিক অঞ্চলের উন্নয়ন	

বিমানচালক খুঁজে পাওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দক্ষ বিমানকর্মীদের তালিকা তৈরির কাজটি সেজন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'উড়ান'-এর ইতিবাচক প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে 'বাহুল্যবর্জিত' (no-frills) বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনা এবং 'আকাশযান কেন্দ্রিক নিরাপত্তা' উদ্যোগ। এর ফলে পরিকাঠামোর খরচ কমে, যা ছোটো শহরগুলিতে বিমান পরিষেবা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। 'উড়ান' প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিমানপথগুলির চালু থাকার সম্ভাবনার দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে চাহিদার অভাবে পরিষেবা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে বাস্তবসম্মত পথে 'উড়ান' প্রকল্পের রূপায়ণ জরুরি। ভবিষ্যতের দাবি অনুযায়ী প্রকল্পে কিছু পরিমার্জনের প্রয়োজনও হতে পারে। সব দিক বিবেচনা করে এটা বলাই যায় যে সাধারণ মানুষের কাছে আকাশে ওড়ার ডানা পৌঁছে দিয়েছে 'উড়ান'।❑

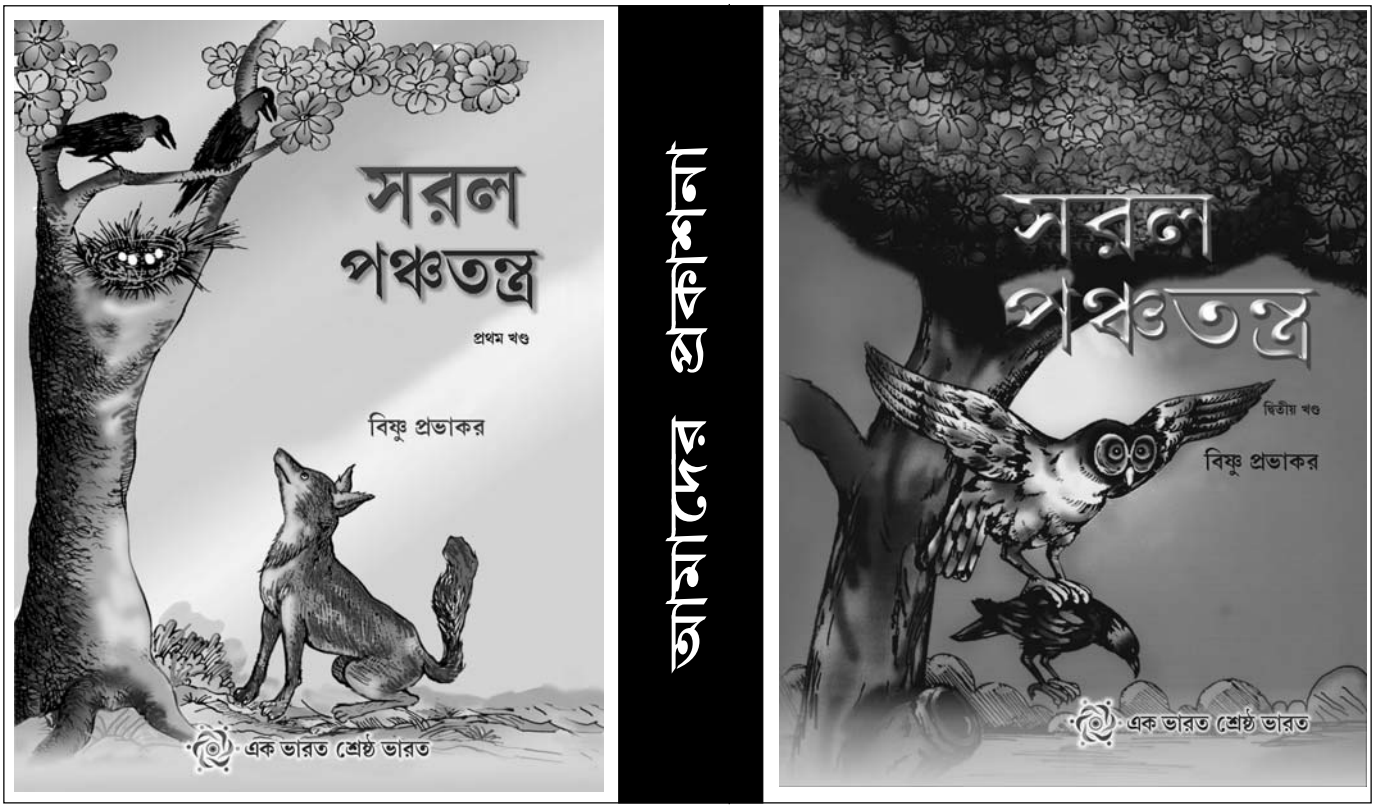

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রারবান মিশন

২০১৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও জেলার কুরুভাত-এ প্রধানমন্ত্রী 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রারবান (rurban) মিশন'-এর সূচনা করেন। লক্ষ্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে গ্রামীণ বিকশ গুচ্ছ (ক্লাস্টার) গড়ে তোলা। পরিকাঠামোর পাশাপাশি সেখানে থাকছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, দক্ষতা বিকাশ ও স্থানীয় উদ্যমের সুযোগ।

গত ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাম কৃপাল যাদব লোকসভায় জানান যে, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রারবান মিশন' সারা দেশে চালু হচ্ছে। অনুমোদিত ৩০০-টি গুচ্ছের মধ্যে ২৯ রাজ্য ও ৬ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সব মিলিয়ে ২৯৫-টি ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়ে গেছে। গ্রামীণ বিকাশে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে এই প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ৫,১৪২.০৮ কোটি টাকা। 'ক্রিটিকাল গ্যাপ ফান্ডিং' হিসেবে ক্লাস্টারপিছু আনুমানিক লগ্নির ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হয়; বাকি ৭০ শতাংশ জোগানো হয় রাজ্য সরকারের তরফে সমন্বিত রাজ্য-কেন্দ্র প্রকল্প এবং বেসরকারি লগ্নি ও প্রাতিষ্ঠানিক সূত্র মারফত। অবশ্য, কেন্দ্র অনুদিত প্রকল্পের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে 'ক্রিটিকাল গ্যাপ ফান্ডিং'-এর ব্যয়ভার কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ হয় এই অনুপাতে—সমতল এলাকার জন্য ৬০ : ৪০ এবং পাহাড়ি রাজ্য ও উত্তর-পূর্বের ক্ষেত্রের ৯০ : ১০।

রাজ্যগুলির সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার মাধ্যমে ২৩২-টি সমন্বিত গুচ্ছ কর্মপরিকল্পনা—প্রত্যেক ক্লাস্টার-এ লগ্নির রূপরেখা—অনুমোদিত হয়েছে। বিগত চার অর্থবর্ষে ২৯ রাজ্য ও ৬ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য 'ক্রিটিকাল গ্যাপ ফান্ডিং' হিসেবে সব মিলিয়ে কেন্দ্রের তরফে ১৩১৪ কোটি টাকা, রাজ্যের তরফের ৬২৭.৯১ কোটি টাকা ও প্রশাসনিক তহবিলের ১০৩.২৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে প্রশাসনিক খাতে ৩২.০৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে অনুমিত বাজেট বরাদ্দ (budget estimate) ছিল ৩০০ কোটি টাকা; পরবর্তীতে অনুমিত সংশোধিত বরাদ্দ (revised estimate) বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়; ব্যয় হয় ৬০০ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ৬০০ কোটি টাকার অনুমিত সংশোধিত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দেওয়া হয় ৫৫৩.২৬ কোটি টাকা। চলতি ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে ৫৫১.০৩ কোটি টাকার অনুমিত সংশোধিত বরাদ্দের ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে ২৩৬.৯০ কোটি টাকা।

গুচ্ছ উন্নয়নকল্পে চিহ্নিত কর্মকাণ্ডের বেশিরভাগেই জোর দেওয়া হচ্ছে মৌলিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার ওপর। মৌলিক ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে অন্যতম : সব বাড়িতে ২৪ × ৭ জল সরবরাহ, বাড়ি ও গুচ্ছ স্তরে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত, গুচ্ছ-ভুক্ত এলাকায় গ্রামের মধ্যে ও এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাতায়াতের সড়কপথ, সবুজ প্রযুক্তি-নির্ভর রাস্তার আলো ও পরিবহণ ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কৃষিভিত্তিক ও প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের প্রসারে দক্ষতা বিকাশ অন্যতম।

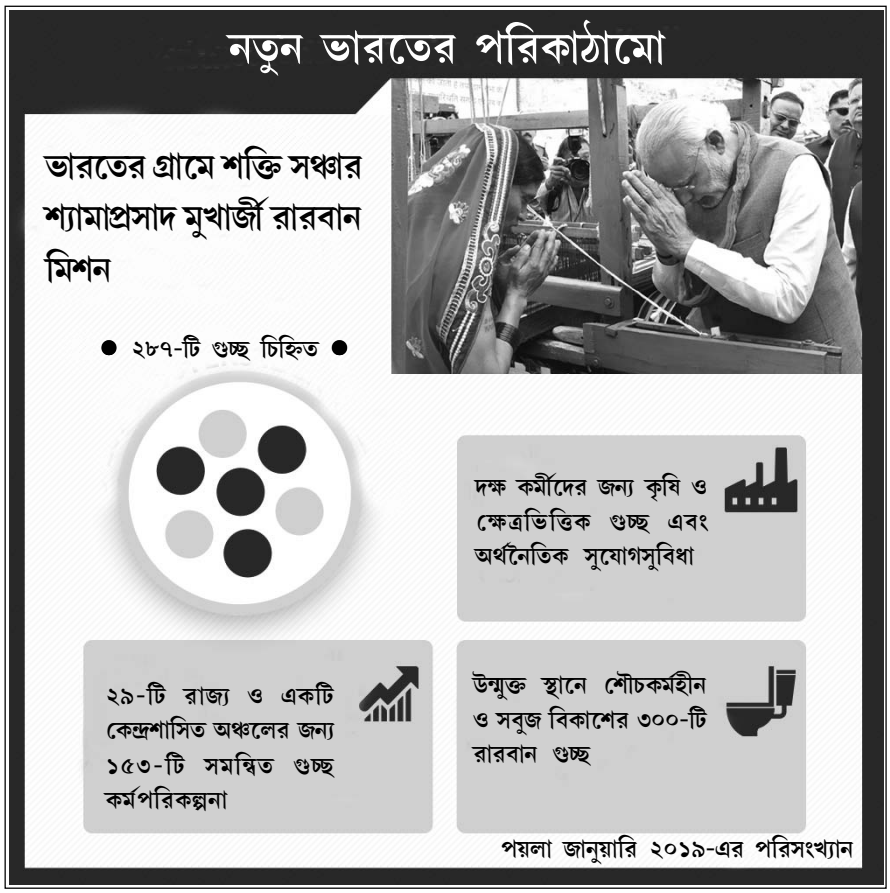

জাতীয় ঐতিহ্যবাহী নগর উন্নয়ন ও প্রসার যোজনা—হৃদয়

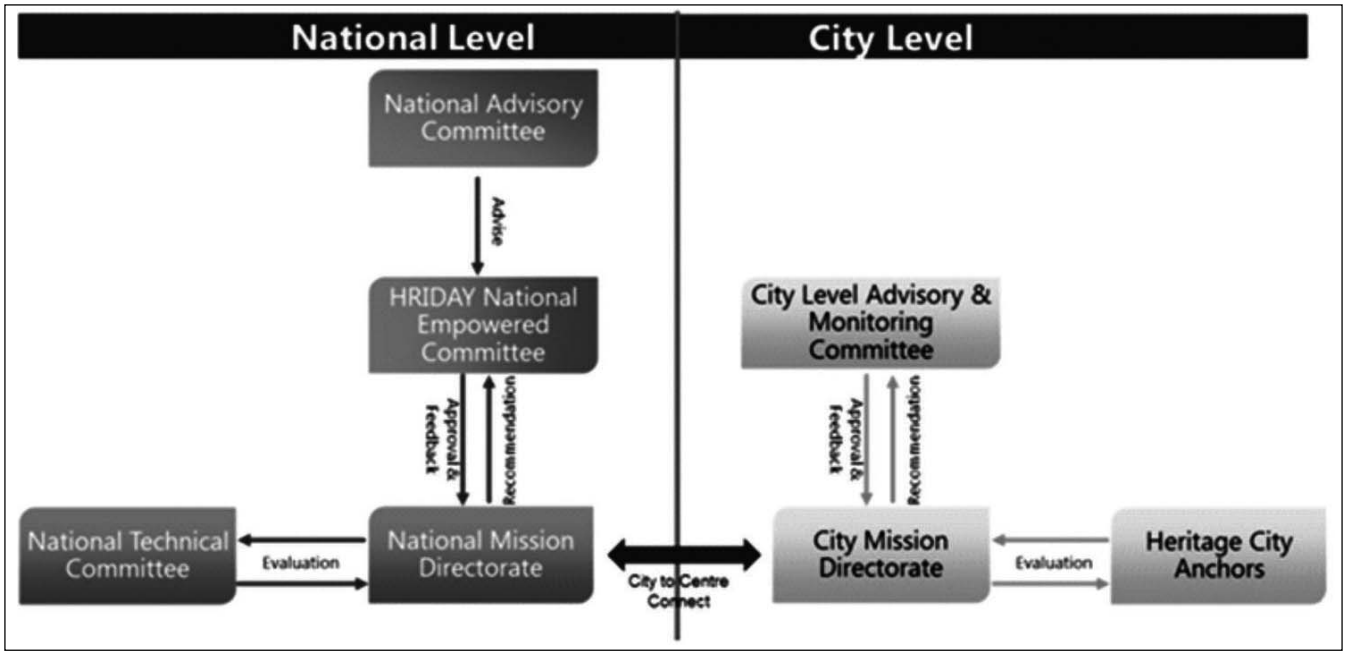

ঐতিহ্যবাহী শহরগুলির সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীয় আবাসন ও শহুরে বিষয়ক মন্ত্রক ২০১৫ সালের ২১ জানুয়ারি জাতীয় ঐতিহ্যবাহী নগর উন্নয়ন ও প্রসার যোজনা—হৃদয় (National Heritage City Development and Augmentation Yojana—HRIDAY)-এর সূচনা করে। মূল উদ্দেশ্য ঐতিহ্যবাহী শহরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষত রেখে নগরোন্নয়ন করা; এই উদ্যোগে শামিল থাকে বেসরকারি ক্ষেত্রও। নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ :

- ✶ ঐতিহ্যশালী পরিকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন।
- ✶ শহরের ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থলে পরিষেবা প্রদান ও পরিকাঠামোর ব্যবস্থাপত্র।
- ✶ পর্যটকদের আকর্ষণ করতে শহরের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন।
- ✶ নগর পরিকল্পনা, বিকাশ ও পরিষেবা প্রদানের জন্য শহরের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, স্থাপত্য ও জনজীবন তথা বিশিষ্ট মানুষজন নিয়ে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য সম্পদের উন্নয়ন ও প্রামাণ্যকরণ।
- ✶ পর্যটকদের জন্য উন্নত ব্যবস্থাপত্র/সুযোগসুবিধা দিতে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে শৌচালয়, জলের সংযোগের মতো স্যানিটেশন পরিষেবা, রাস্তার আলো, ইত্যাদি মৌলিক পরিষেবা প্রদানের উন্নতিকল্পে বাস্তবায়ন।
- ✶ অন্তর্ভুক্তিমূলক ঐতিহ্যভিত্তিক শিল্পের জন্য স্থানীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ✶ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কার্যকরী সেতুবন্ধনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও স্থাপত্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণ।
- ✶ শহুরে ঐতিহ্যের অভিযোজিত পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ, যেমন উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে ঐতিহাসিক ইমারতের 'রেট্রোফিটিং'।
- ✶ অভিযোজিত শহুরে পুনর্বাসনের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।
- ✶ সকলের জীবিকার সংস্থান ও মানোন্নয়নের জন্য মৌলিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উন্নয়ন ও প্রসার। এর জন্য দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সকলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং সাংস্কৃতিক পরিসরের উন্নয়ন করতে হবে।
- ✶ শহরগুলিকে তথ্য ও জ্ঞাপন প্রযুক্তির উপকরণ (ICT tools) ব্যবহার করে আরও তথ্য সমৃদ্ধ করতে হবে এবং সিসিটিভি-র মতো আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে হবে সুরক্ষা।
- ✶ পথঘাট ও সার্বিক নকশার মাধ্যমে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং বৌদ্ধিক আদানপ্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন GIS mapping মারফত ঐতিহ্যবাহী/ঐতিহাসিক স্থলের ও রুটের পর্যটন মানচিত্র তৈরি, ইত্যাদি।

আজমের, অমরাবতী, অমৃতসর, বাদামি, দ্বারকা, গয়া, কাঞ্চিপুরম, মথুরা, পুরী, বারাণসী, ভেলাঙ্কান্নি ও ওয়ারাঙ্গাল—এই ১২-টি শহরে প্রকল্পটি চালু আছে।

শহুরে পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তরের লক্ষ্যে অটল মিশন—অমৃত

জল সরবরাহ, নিকাশি, নগর পরিবহণ, পার্ক-এর মতো মৌলিক পৌর পরিষেবা প্রদান করে নাগরিকদের জীবনের মানোন্নয়ন, বিশেষত দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষজনের জন্য, সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার শহুরে পুনরুজ্জীবন ও রূপান্তরের লক্ষ্যে অটল মিশন—অমৃত (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation—AMRUT) প্রকল্পের সূচনা করে। মিশনের লক্ষ্য নাগরিকদের জন্য উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য পরিকাঠামো গড়া।

■ **অমৃত মিশনের উদ্দেশ্য :** (১) প্রত্যেক বাড়ির জন্য কলের জল ও নিকাশির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা; (২) পার্কের মতো খোলামেলা জায়গা বাড়িয়ে সবুজায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে সুযোগসুবিধার মাপকাঠিতে শহরের মানোন্নয়ন; (৩) দূষণ প্রশমনের জন্য গণপরিবহণ, সাইকেলের ব্যবহার বা হাঁটার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়া। পৌর সংস্থার আওতাধীন ৫০০-টি শহর যেখানকার জনসংখ্যা এক লক্ষের বেশি, এধরনের শহরে প্রসারিত হচ্ছে এই মিশন। ২০১৫-'১৬ থেকে ২০১৯-'২০, এই পাঁচ অর্থবর্ষের জন্য কেন্দ্র-অনুদিত অমৃত মিশনের জন্য মোট ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিধিবদ্ধ শহর ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল/রাজ্যওয়াড়ি শহুরে জনসংখ্যার ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রকল্পের অর্থ সমহারে বণ্টন করা হচ্ছে।

■ **মিশনের বৈশিষ্ট্য :** ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, সংস্কার, জল সরবরাহ, নালানর্দমার তরল বর্জ্য ও বিষ্ঠাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির জল নিকাশি ব্যবস্থা, নগর পরিবহণ এবং সবুজায়ন ও পার্ক তৈরি করার মতো কার্যকলাপ অমৃত প্রকল্পের প্রধান অঙ্গবিশেষ। যোজনার রূপরেখা নির্ধারণের সময় স্থানীয় নগর প্রশাসন ভৌত পরিকাঠামোতে কিছু 'স্মার্ট' বৈশিষ্ট্য আরোপ করার প্রচেষ্টা করে। মিশনের উপাদানগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

● **জল সরবরাহ :** (১) বর্তমান জল সরবরাহ ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চার, জল পরিশোধনাগার ও সর্বজনীন মিটার চালুর উদ্যোগ; (২) পরিশোধনাগার-সহ পুরানো জল সরবরাহ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন; (৩) পানীয় জল সরবরাহ ও ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার আবার ভরিয়ে তোলার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে জলাশয়ের পুনরুজ্জীবন; (৪) জলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইডের মতো সমস্যা আছে এমন শহরের পাশাপাশি দুর্গম এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল, সমুদ্র তটবর্তী এলাকার শহরগুলির জন্য আলাদাভাবে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা।

● **নালানর্দমার বর্জ্য :** (১) নালানর্দমার বর্জ্য পরিশোধনাগার-সহ বর্তমান নিকাশি ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি বিকেন্দ্রীভূত, ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা; (২) নালানর্দমার বর্জ্য পরিশোধনাগার-সহ পুরানো নিকাশি ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন; (৩) বর্জ্য জলের যথোপযুক্ত পুনর্ব্যবহার ও রিসাইক্লিং।

● **বিষ্ঠাবর্জ্য :** (১) পরিষ্কার করা, পরিবহণ ও পরিশোধন-সহ বিষ্ঠাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়; (২) নালানর্দমা ও সেপ্টিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার রাখতে কায়িক ও জৈব পদ্ধতি এবং খরচাপাতি পুরোপুরি উঠে আসা।

● **বৃষ্টির জল নিকাশি ব্যবস্থা :** (১) বন্যাপ্রবণতা কমাতে ও থামাতে নালানর্দমা ও বৃষ্টির জন্য নিকাশি ব্যবস্থা নির্মাণ ও উন্নতিসাধন।

● **নগর পরিবহণ :** (১) জলপথ (বন্দর/খাড়ি পরিকাঠামো ব্যতীত)-এর জন্য ফেরি ও বাস; (২) পথচারীদের জন্য ফুটপাত তথা পায়ে হেঁটে যাওয়ার আলাদা রাস্তা ও সেতু এবং সাইকেলের মতো অযান্ত্রিক যানবাহনের যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা।❑

সূত্র :
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186363
https://www.hridayindia.in/
http://mohua.gov.in/cms/amrut.php

যোজনা ? কুইজ

বিষয় : তথ্যপ্রযুক্তি

১। HTML কী?
২। ওয়েবের standard কোন গোষ্ঠী বা সংস্থা নির্ধারণ করে?
৩। URL বলতে আমরা কী বুঝি?
৪। ISP কী?
৫। পাসওয়ার্ড চুরি করার অপরাধকে কী বলা হয়?
৬। এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা ধারণা ছাড়াই নিজে নিজেই কপি হতে পারে তাকে কী বলা হয়?
৭। গ্রাহকরা কোনও একটি ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন কারণ কৃত্রিমভাবে বা অসাধু উপায়ে বা নকল গ্রহীতার মাধ্যমে ‘ফেক ট্রাফিক’ সৃষ্টি করা হচ্ছে—এহেন পরিস্থিতিকে কী বলা হয়?
৮। পরিচয় গোপন করে বা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অন্যের থেকে তার গোপনীয় তথ্য জেনে নেওয়া অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এধরনের ঘটনাকে কী বলে?
৯। ইন্টারনেটের প্রেক্ষিতে ‘মাইম’ বলতে কী বোঝায়?
১০। এগুলি কী—ATLAS UNPLUGGED, ASIMO, POPPY, ROMEO, PETMAN?
১১। Webp কী?
১২। সরকারি তথ্য অনুসারে বিশ্বে সর্বপ্রথম কোন নথিকে e-book আকারে প্রকাশ করা হয়?
১৩। স্টার্ট-আপ বিষয়ক ‘‘জিরো টু ওয়ান’’ বইটির লেখক কে?
১৪। ১৯৬৭ সালের ২৭ জুন। উত্তর লন্ডনের এনফিল্ড শাখায় বার্কলেস সংস্থা কী উন্মোচন করে?
১৫। NetApp, Cognizant, Abode, Nokia—এইসব সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (CEO)-দের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?
১৬। কথিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া-ভিত্তিক এক বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার নাম নির্ধারিত হয়েছিল কয়েন টস করে। পরিচিত এই কোম্পানিটির নাম কী?
১৭। ১৯৮৭ সালে এক মার্কিন সংস্থা ভবিষ্যতের কম্পিউটার প্রযুক্তি নিয়ে “Knowledge Navigator” শীর্ষক ভিডিও প্রকাশ করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ট্যাবলেট (বা ট্যাব), ভিডিও কনফারেন্স ও ডিজিটাল অ্যাসিস্টেন্ট। সংস্থার নাম কী?
১৮। কুকুরের আদলে Aibo নামক রোবট কোন সংস্থা বানায়?
১৯। ডিজিটাল এনক্রিপ্শানের বহু যুগ আগে মেকানিক্যাল এনক্রিপ্শানের উদ্ভাবন, যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি দ্বারা বহুল ব্যবহৃত বিশ্বের প্রথম মেকানিক্যাল এনক্রিপ্শানের যন্ত্রটির নাম কী?
২০। কম্পিউটার ল্যাবের ব্রেক রুমে রাখা কফির পাত্রে কফি আছে কি না, সেটা জানার জন্য ১৯৯১ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Quentin Stafford-Fraser ও Paul Jardetzky কী আবিষ্কার করেন?
২১। Govinda অ্যাপের বৈশিষ্ট্য কী?
২২। IRNSS কী?
২৩। অ্যাপেল কোম্পানির “Think Different” প্রচারাভিযান গড়া হয় বিংশ শতাব্দীর ১৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। তাদের মধ্যে কোন ভারতীয়ও ছিলেন?
২৪। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে কোনটিকে ধরা হয়?
২৫। প্রযুক্তির দুনিয়ায় “Daddy’s Car” গানটি তাৎপর্যপূর্ণ কেন?

উত্তর :

১. Hyper Text Mark-up Language। ২. The World Wide Web Consortium। ৩. Universal Resource Locator বা সাধারণ ভাষায় ওয়েব অ্যাড্রেস। ৪. Internet Service Provider—ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী। ৫. Spoofing। ৬. কম্পিউটার ভাইরাস। ৭. Denial of Service। ৮. Phishing। ৯. Multipurpose Internet Mail Extentions (সংক্ষেপে MIME)। ১০. Humanoid-Robots। ১১. ওয়েব দুনিয়ার ছবির জন্য নতুন ধরনের ফাইনল ফর্ম্যাট। ১২. মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র American Declaration of Independence। ১৩. পিটার থিল। ১৪. বিশ্বের প্রথম Automated Teller Machine (ATM) যন্ত্র। ১৫. এরা সকলেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত—জর্জ কুরিয়ান (NetApp), ফ্রান্সিস্কো ডি’সুজা (Cognizant), শান্তনু নারায়ণ (Adobe) ও রাজীব সুরি (Nokia)। ১৬. Hewlett-Packard। ১৭. অ্যাপেল। ১৮. সোনি। ১৯. এনিগমা (Enigma)। ২০. বিশ্বের প্রথম ওয়েব ক্যাম (ক্যামেরা) যা ব্যবহার করা হ’ত কফির পাত্রের ওপর নজর রাখার জন্য। ২১. তিরুপতির মন্দির দর্শনের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ চালিত অ্যাপ। ২২. Indian Regional Navigation Satellite System, যার পোশাকি নাম NAVIC। ২৩. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ২৪. Webby Awards। ২৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা রচিত প্রথম পপ গান; ‘রচয়িতা’ Flow Machines নামক আর্টিফিয়াল সিস্টেম (এআই)।❑

পদ্ম সম্মান ২০১৯

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধ্যায় বড়ো ঘোষণা ভারত সরকারের। সেই মতো 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয় দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। দেশের প্রথম এবং একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ছাড়াও আরও দু'জনকে এ বার এই সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। তারা হলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ভূপেন হাজারিকা এবং রাজনীতিক তথা সমাজকর্মী নানাজি দেশমুখ। তাদের মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয়। এই বছরের পদ্ম সম্মান প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন সেতারবাদক বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়। পাচ্ছেন পদ্মভূষণ সম্মান। পদ্মশ্রীতে সম্মানিত হচ্ছেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মামেন চান্ডি এবং তবলাবাদক স্বপন চৌধুরী। আজও মাত্র ৫ টাকা ভিজিটে রোগী দেখে চলা ঝাড়খণ্ডের চিকিৎসক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিল্লির পুরাতত্ত্ববিদ দিলীপ চক্রবর্তীও রয়েছেন পদ্মশ্রী তালিকায়। আছেন ফুটবলার সুনীল ছেত্রী, ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। লোকসঙ্গীত শিল্পী তিজন বাই, জিবুতির প্রেসিডেন্ট ইসমাইল ওমর গুলে, লার্সেন অ্যান্ড টুবরোর প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান অনিলকুমার মণিভাই নাইক এবং মারাঠি মঞ্চের অভিনেতা বলবন্ত মোরেশ্বর পুরন্দরে পাচ্ছেন পদ্মবিভূষণ। পদ্মভূষণ পাচ্ছেন দক্ষিণী অভিনেতা মোহনলাল, এভারেস্টজয়ী বাচেন্দ্রী পাল-সহ ১৪ জন। খাতায়-কলমে 'বিখ্যাত' নন, এমন মানুষদেরও পদ্মশ্রী দিয়েছে কেন্দ্র। যেমন শ্যামাপ্রসাদ, ওড়িশায় চা বেচে বস্তির শিশুদের পড়ানো ডি. প্রকাশ রাও, খরাপ্রবণ মহারাষ্ট্রে ১৬৫-টি গরুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া সাবির সৈয়দ। কেন্দ্র সরকারের সমস্ত প্রকল্পের নাম দিয়ে তৈরি নতুন 'ব্রেথলেস' গান গাওয়া শঙ্কর মহাদেবন এবং আইনজীবী এইচ. এস. ফুলকাও পদ্মশ্রী পাচ্ছেন। পুরাতত্ত্ববিদ কে. কে. মহম্মদও পাচ্ছেন এই সম্মান।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এই কৃষিজীবীরা—

- ✶ বিহারের মজফফরপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম আনন্দপুরের কৃষিজীবী রাজকুমারী দেবী। ৮০-র দশকে বারবার বন্যায় কৃষিজমি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেই জমিতেই চেষ্টার ফলে ধান, গম ফলিয়েছিলেন তিনি। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য একটি কেন্দ্র খুলেছেন নিজে। যেখানে জমিকে উর্বর করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাম, জেলি, আচার তৈরির প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।
- ✶ ভেঙ্কটেশ্বর রাও ইয়াদলাপল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের এক কৃষিজীবী। অন্ধ্র ছাড়াও তেলেঙ্গানার কৃষিজীবীদের প্রশিক্ষণ দেন। অসংখ্য কৃষিশিক্ষার পত্রিকা সম্পাদন করেন। পশুপালন সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেন।
- ✶ বল্লভভাই ভাশ্রমভাই মারভানিয়া গুজরাতের জুনাগড়ের কৃষক। বয়স ৯৭। ১৯৪৩ সালে প্রথম গুজরাতবাসীকে গাজর চেনান। গুজরাতের মানুষ জানতেন না, এটা মানুষও খেতে পারে। জুনাগড়ের নবাব মহম্মদ মহব্বত খান-৩ দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান। তিনিই গাজরের কদর করায় তা আস্তে আস্তে গ্রহণযোগ্য হয়। ৫ একর জমিতে ডাল-সহ অন্য শস্যও ফলাতেন বল্লভভাই।

যোজনা ||| নোটবুক

- ✶ কানওয়াল সিং চৌহান। বয়স ৫৭। হরিয়ানার সোনিপতে এইচএম-৪ হাইব্রিড বেরি কর্ন চাষ করেন এই এমএ এলএলবি কৃষিজীবী। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেবি কর্ন উৎপাদন হয় তার গ্রামেই। ১৯৯৭ সালে সুইট কর্ন, টোম্যাটোও চাষ শুরু করেন। স্থানীয় ৫ হাজার কৃষিজীবী উপকৃত হন এতে।
- ✶ ওড়িশার কোরাপুটের কমলা পূজারী সমাজকর্মী তথা কৃষিজীবী। বয়স ৭০। 'কেমিক্যাল ফার্মিং' নিয়ে তার আন্দোলনের জন্য পেয়েছেন সম্মান। ধান, কালো তিল, কালো জিরে, ধনে, হলুদ, ১০০-রও বেশি ধানের প্রজাতি সংরক্ষণ করেছেন তিনি।
- ✶ রাজস্থানের জগদীশ প্রকাশ পারেখ। অজিতগড় গ্রামে ফলিয়েছেন একটি ২৫.৫ কিলোগ্রামের ফুলকপি, তাও একেবারে সনাতন পদ্ধতিতে। লিমকা বুক অব রেকর্ডসে নামও তুলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক সংস্থা তাকে মেধাস্বত্ব অধিকার (আইপিআর)-এ দিয়েছে কীটরোধক ফসল ফলানোর জন্য।
- ✶ রাজস্থানের ঝালওয়ারে মানপুরা গ্রামের বাসিন্দা হুকুমচাঁদ পাতিদার। রাজ্যের স্বামী বিবেকানন্দ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ফার্মের ৪০ একর জমির ফসল তার হাতেই বার্লি, ধনে, রসুন, গম অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ শিখতে সারা বিশ্ব থেকে শিক্ষার্থীরা আসেন তার কাছে।
- ✶ ভরতভূষণ ত্যাগী, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে নিজের গ্রামে ৩০ বছর ধরে চাষাবাদ করেছেন দেশের অর্গ্যানিক ফার্মিংয়ের অন্যতম জনক। প্রায় ১০ লক্ষ কৃষিজীবী ও তার পরিবারকে প্রশিক্ষণ দেন তিনি এবিষয়ে।
- ✶ রাম শরণ বর্মা উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকি জেলার কৃষিজীবী। কলা চাষে 'টিস্যু কালচার' প্রয়োগ করেছিলেন প্রথম। প্রতি মাসে ১৫০ একর জমি থেকে মোট ৩-৪ লক্ষ টাকা রোগজার করেন। এই হাই-টেক কৃষিজীবীর কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া কৃষকদের লভ্যাংশও প্রায় ৪ লক্ষের কাছাকাছি। ফলিয়েছেন লাল কলাও। যার দাম প্রতি কিলোগ্রাম ৮০-১০০ টাকা। তার বার্ষিক আয় ২ কোটি টাকার কাছাকাছি।
- ✶ মধ্যপ্রদেশের পিথাউরাবাদের বাবুলাল দাহিয়া। বয়স ৭২। নিজের ২ একর জমিতে ২০০ রকমের ধানের প্রজাতি ফলিয়েছেন তিনি। লোকগথায় উল্লিখিত ধানের প্রজাতি সংগ্রহ করে সেগুলিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন এই অর্গ্যানিক ফার্মার।❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা
সূত্র : https://padmaawards.gov.in

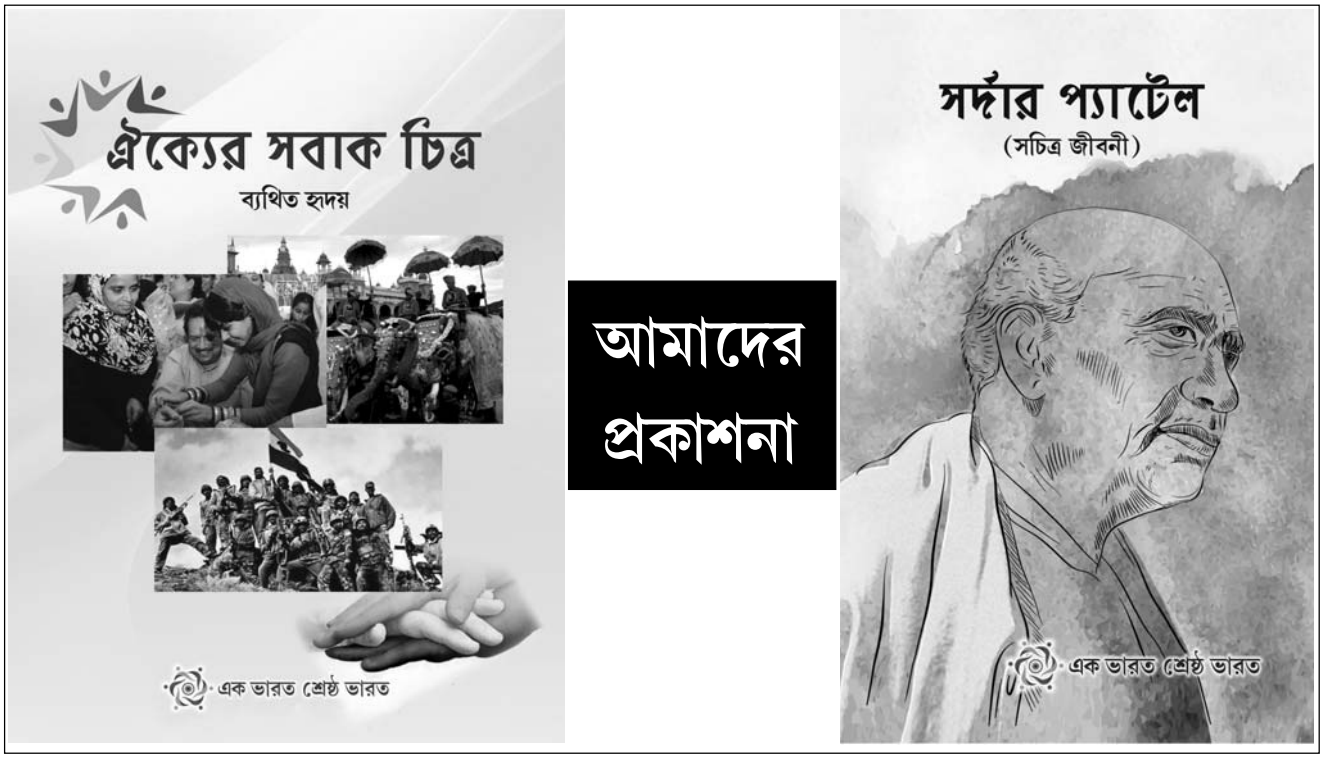

যোজনা ডায়েরি

(জানুয়ারি ২০১৯)

আন্তর্জাতিক

- ৭০-তম প্রজাতন্ত্র দিবসে পড়শি দেশ নেপালকে ৩০-টি অ্যাম্বুল্যান্স এবং ৬-টি বাস উপহার দিল ভারত। এই প্রথম নয়। ১৯৯৪ সাল থেকেই নেপালের নানান সংস্থাকে এইভাবেই কখনও বাস, কখনও অ্যাম্বুল্যান্স উপহার দিয়ে এসেছে ভারত। এদিন কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে সাড়ম্বরে পালিত হয় ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। সেখানেই নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত মঞ্জীব সিং পুরী অ্যাম্বুল্যান্স এবং বাসগুলির চাবি হস্তান্তর করেন নেপালের সংস্থাগুলিকে। নেপালের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষ্য ব্যবস্থার উপর নজর রেখে সেই ১৯৯৪ সাল থেকে আজ অবধি ৭২২-টি অ্যাম্বুল্যান্স এবং ১৪২-টি বাস উপহার দিয়েছে ভারত সরকার। এদিন মঞ্জীব সিং পুরী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত গোর্খা সম্প্রদায়ের পরিবারবর্গকে নগদ টাকাও দিয়েছেন। নেপালের নানান অঞ্চলের মোট ৫৩-টি স্কুলে এবং বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বইও উপহার দিয়েছেন পুরী।
- আফ্রিকা মহাদেশের ১২-টি দেশকে নিয়ে মহারাষ্ট্রে বিরাট সামরিক মহড়ার আয়োজন করছে নয়াদিল্লি। মহারাষ্ট্রের পুণেতে মহড়াটি আয়োজিত হচ্ছে। ঔন্ধ মিলিটারি স্টেশনে ১২-টি দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মহড়া দেবে ভারতীয় বাহিনী। মহড়াটি শুরু হবে আগামী ১৮ মার্চ। চলবে ১০ দিন। নাইজিরিয়া, মিশর, ঘানা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, সেনেগাল, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, নামিবিয়া, মোজাম্বিক, ইউগান্ডা—এই ১২-টি দেশের সশস্ত্র বাহিনী ভারতীয় সেনার সঙ্গে মহড়া দিতে মহারাষ্ট্রে আসছে।
- 'ন্যাটো' জোটের বাইরে থেকেও আমেরিকার 'বন্ধু দেশ' হিসেবে এখন যে মর্যাদা পায় পাকিস্তান, তা কেড়ে নেওয়ার জন্য মার্কিন কংগ্রেসে একটি বিল আনা হল। 'রেজোলিউশন-৭৩' নামে বিলটি এনেছেন মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের রিপাবলিকান পার্টির সদস্য অ্যান্ডি ব্রিগ্‌স। বলা হয়েছে, পাকিস্তানকে যদি ফের ওই মর্যাদা দেওয়া হয়, তা হলে যেন আরোপ করা হয় কিছু কড়া শর্ত। এব্যাপারে আলোচনা ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিলটিকে পাঠানো হয়েছে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের বিদেশ বিষয়ক কমিটিতে।

- **ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট চুক্তি ও অনাস্থা প্রস্তাব :** ব্রেক্সিট ভোটে শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলেন টেরেসা মে। পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে ভোট দিলেন ব্রিটেনের এমপি-রা। এই চুক্তি নিয়ে গত পাঁচ দিন ধরে বিতর্ক চলেছে হাউসে। গত ১৬ জানুয়ারি ভোটের ঠিক আগে চুক্তির পক্ষে চূড়ান্ত সওয়াল করেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে সকালে সব দলের এমপি-দের উদ্দেশ্যে বার্তাও দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে হারতে হল মে-কে। শুধু বিরোধী এমপি-রাই নন, টেরেসার প্রস্তাবিত চুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দিলেন তার নিজের দলেরও শ'খানেক এমপি। টেরেসার চুক্তির পক্ষে ভোট দেন মাত্র ২০২ জন এমপি আর বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৪৩২-টি। ব্রিটিশ সংসদীয় ইতিহাসে এত বড়ো হারের আর কোনও নজির নেই। ১৯২৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড পার্লামেন্টে ১৬৬-টি ভোটে হেরেছিলেন। আর টেরেসা হারলেন ২৩০ ভোটে!

পার্লামেন্টে বিপুল ভোটে টেরেসা মে-র প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তি খারিজ হয়ে যাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন বিরোধী নেতা, লেবার পার্টির জেরেমি করবিন। তবে কোনও মতে রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন টেরেসা। আস্থা ভোটে তার পক্ষে ছিলেন ৩২৫ জন এমপি। বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৩০৬-টি। অর্থাৎ মাত্র ১৯-টি ভোট এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছে টেরেসার গদি। অনাস্থা-ফাঁড়া পার হতে পারলেও টেরেসার উপর আর একটি চাপ বাড়ছে। তা হল, ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া চালু করার সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া। দু'বছর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চুক্তির ৫০ নম্বর অনুচ্ছেদ সক্রিয় করে ব্রিটেন জানিয়েছিল, ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে এত কম সময়ের মধ্যে ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফলে ব্রেক্সিটপন্থীরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, পিছিয়ে দেওয়া হোক ব্রেক্সিট।

ভোটে এই হারের পরে এবারে ব্রেক্সিট, অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ছেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য ব্রিটেনের সামনে এখন যে কয়েকটি পথ রয়েছে সেগুলি হল—(১) চুক্তিহীন ব্রেক্সিট। অর্থাৎ, ইইউ-এর সঙ্গে কোনও সমঝোতা না করেই ইইউ ছেড়ে যাওয়া। (২) বিরোধীদের সঙ্গে ফের আলোচনা করে নতুন একটি ব্রেক্সিট চুক্তির প্রস্তাব দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান চুক্তির যেসব অংশ (যেমন আয়ারল্যান্ড সীমান্ত সমস্যা) নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি রয়েছে, সেগুলি পালটাতে হবে টেরেসাকে। (৩) এমপি-রা যদি তাও টেরেসার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহলে ব্রেক্সিট চুক্তি কী হবে, তা ভোটাভুটি করে ঠিক

করতে হবে পার্লামেন্টকেই। ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে যা প্রথম। এখন যেহেতু পার্লামেন্টের হাওয়া 'নরম ব্রেক্সিট'-এর পক্ষে, তাই পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তি টেরেসা-র চুক্তির মতো 'কঠোর' হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। আর তাহলে ইইউ-এর সঙ্গে ব্রিটেনের সদ্ভাব বজায় থাকার সম্ভাবনাও বেশি। (৪) হাল ছেড়ে দিয়ে টেরেসা মে ইস্তফা দিতে পারেন। তাহলে কনজারভেটিভ দলকে নতুন নেতা নির্বাচন করতে হবে এবং সেই নেতা তখন ঠিক করবেন, কোন ব্রেক্সিট চুক্তি শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। (৫) পার্লামেন্টে বিরোধীরা অনাস্থা আনলে আরও প্যাঁচে পড়বেন টেরেসা। ভোটে হারলে ১৪ দিনের মধ্যে নতুন সরকার গঠন করতে হবে কনজারভেটিভ দলকে। না পারলে সাধারণ নির্বাচন হবে দেশে। (৬) আলোচনার জন্য সময় চেয়ে ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া তিন মাস পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে ব্রিটিশ সরকার। এর আগে ইউরোপীয় আদালত বলেই দিয়েছে, ব্রেক্সিট কবে হবে বা আদৌ হবে কি না, তা সম্পূর্ণ ব্রিটেনের সিদ্ধান্ত। ইইউ-এর এবিষয়ে কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। (৭) সরকার যদি শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে না-ই পৌঁছয়, তাহলে ফের গণভোট হবে ব্রিটেনে। সাধারণ মানুষকে আর একবার জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা কি সত্যিই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চান? উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২৩ জুন ব্রিটেনে যে গণভোট হয়েছিল, তাতে ৫১.৯ শতাংশ ব্রিটিশ বলেছিলেন, তারা ইইউ ছাড়ার পক্ষে। গত আড়াই বছরের টালবাহানায় তাদের মনোভাব পালটেছে কি না, তা বোঝা যাবে আর একবার গণভোট হলেই।

● **আবার শি-কিম বৈঠক :**

চিনে এই নিয়ে চতুর্থবার হাজির কিম জং উন। চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক তিনি বেজিং পৌঁছে যাওয়ার পরে সংবাদ-মাধ্যমের কাছে খবর আসে। উত্তর কোরিয়ার সংবাদ সংস্থার দাবি, তিন দিন বেজিংয়ে থেকে শি-র সঙ্গে বৈঠক করলেন চেয়ারম্যান কিম। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফের কিমের বৈঠক নিয়ে আলোচনা চলছে। তার আগেই শি-এর দেশে পৌছলেন কিম। ঘটনাচক্রে গত বছর জুন মাসে কিম-ট্রাম্প 'ঐতিহাসিক' বৈঠকের আগে এবং পরেও কিম চিন সফরে এসেছিলেন। উত্তর কোরিয়ার অন্যতম বন্ধু দেশ চিন ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাহায্যের ক্ষেত্রেও তাদের বড়ো ভরসা। এই বৈঠকের সপ্তাহখানেক আগেই আমেরিকার উদ্দেশে হুমকি দেন কিম। বলেছিলেন, তাদের উপরে আমেরিকা একের পর এক নিষেধাজ্ঞা চাপালে 'অন্য পথে' হাঁটতে হবে উত্তর কোরিয়াকে। তাই এবার কী ধরনের আলোচনা হয় শি ও কিমের মধ্যে, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে বিশ্বের। কারণ কিম তার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপের আগে বা পরে বেজিং আসছেন। উত্তর কোরিয়ার সংবাদ সংস্থার দাবি, ৭ জানুয়ারি বিকেলে ব্যক্তিগত ট্রেনে স্ত্রী রি সল জু এবং শীর্ষ স্তরের বেশ কয়েক জন অফিসারের সঙ্গে বেজিংয়ে রওনা দেন কিম। পরের দিন সকালে বেজিংয়ের কাছে সীমান্ত শহর ডানডংয়ের স্টেশন থেকে পুলিশে ঘেরা একটি কনভয় বেরোতে দেখা যায়।

● **বাণিজ্য আর কাবুল নিয়ে মোদী-ট্রাম্প ফোনালাপ :**

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আরও একবার ফোনে কথা হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং আফগানিস্তানে রণকৌশল নিয়েই গত ৭ জানুয়ারি রাতে কথা হয়েছে এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানেরা। পরস্পরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মোদী ও ট্রাম্প। গত নভেম্বরে আর্জেন্টিনায় জি-২০ বৈঠকের পরে এই প্রথম কথা হল দু'জনের। আমদানির জেরে আমেরিকা চড়া হারে সুদ বসানোয় নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের বাণিজ্য অনেকটাই কমে গিয়েছে। কীভাবে এই বাণিজ্য ঘাটতি মেটানো যায়, তা নিয়ে মোদী-ট্রাম্পের কথা হয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, নতুন বছরে বাণিজ্য-সহ সব রকম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেই কাঁধ মিলিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান।

আফগানিস্তানে পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করা নিয়েও মোদী-ট্রাম্প একমত হয়েছেন বলে দাবি হোয়াইট হাউসের। আফগানিস্তানে শান্তি ফেরানোর কথা সম্প্রতি একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। এ নিয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে চিঠিও লেখেন তিনি। সম্প্রতি তার প্রশাসন কাবুল থেকে অর্ধেক সেনা কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে। হোয়াইট হাউস অবশ্য শুধু বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আমেরিকাকে আরও সহযোগিতা করার বিষয়ে রাজি হয়েছে ভারত। তালিবান জমানা পার করে আফগানিস্তান যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সেজন্য ভারত কিন্তু ইতোমধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষত সেদেশের রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণে ৩০০ কোটি ডলার অর্থ সহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

● **পাকিস্তানের পঞ্চ তীর্থ :**

পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থিত হিন্দুদের পঞ্জ তীর্থকে 'জাতীয় ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করল পাক সরকার। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রশাসন সম্প্রতি এই ঘোষণা করেছে। পাঁচটি বড়ো জলাশয় দিয়ে ঘেরা হিন্দুদের এই তীর্থস্থানটি। সেখান থেকেই 'পঞ্জ তীর্থ', নামটি এসেছে বলে মনে করা হয়। জলাশয় ছাড়াও সেখানে রয়েছে একটি মন্দির, দীর্ঘ একটি প্রাঙ্গণ ও সার সার গাছ। বর্তমানে ওই পাঁচ জলাশয়ের দায়িত্ব চাচা ইউনুস পার্ক ও পাখতুনখোয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উপর। হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, মহাভারতের চরিত্র তথা পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডু এখানেই থাকতেন। প্রতি কার্তিক মাসে এই জলাশয়ের স্নান হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হয়। এছাড়া গাছের তলায় দু'দিন ধরে পুজো দেওয়ার রীতিও চালু আছে এখানে। ১৭৪৭ সালে আফগান দুরানিদের শাসনকালে এই মন্দিরের কিছু অংশ ভালোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ঝাপটা সামলে ১৮০০ সালে স্থানীয় হিন্দুরা তা পুনরুদ্ধার করে ফের পুজো-অর্চনা শুরু করেন। এরপরে পাকিস্তান প্রশাসনের তরফে ঘোষণা করা হয় যে, কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন এই মন্দিরের কোনও ক্ষতি করতে চাইলে কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হবে। হতে পারে ২০ লাখ টাকা জরিমানা ও পাঁচ বছরের জেলও।

● **আইএমএফ-এর প্রধান উপদেষ্টা হলেন গীতা গোপীনাথ :**

গীতা গোপীনাথ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আইএমএফ) একাদশতম প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত গীতাই প্রথম মহিলা, যিনি আইএমএফ-এর এই শীর্ষ স্থানীয় পদে বসলেন। ২০১৯-এর জানুয়ারিতে আইএমএফ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন গীতা গোপীনাথ। যদিও অর্থনীতিবিদ হিসাবে আইএমএফ-এ তার অভিষেক হয় গত বছর অক্টোবরেই। ৩১ ডিসেম্বর আইএমএফ-এর অর্থনৈতিক কাউন্সিলর ও গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর নিয়েছেন মরি ওবস্টফেল্ড। তার জায়গায় এলেন ৪৭ বছরের গীতা। বর্তমানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন গীতা। আইএমএফ-এ যোগ দেওয়ার আগে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছেন গীতা গোপীনাথ। ১৯৭১ সালে কলকাতায় জন্ম। মা-বাবা কেরলের, তবে

বেড়ে ওঠা মহীশূরে। দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশোনা। অর্থনীতিতে ডক্টরেট ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন এবং প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে। ২০১০ সালে হার্ভার্ডের অর্থনীতি বিভাগের স্থায়ী অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। ২০১৬ সালে পিনারাই বিজয়নের কেরল সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। স্বামী ইকবাল ধালিওয়াল ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অর্থনৈতিক বিভাগের আব্দুল লতিফ জামিল পভাটি অ্যাকশন ল্যাবের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর।

● **চাবাহার দিবস :**

আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের চাবাহার বন্দরে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে ডিসেম্বরে। ব্যবহারকারীদের কাছে সেই বন্দরকে তুলে ধরতে ইরান সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি 'চাবাহার ডে' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছে ভারত। জাহাজ-সচিবের নেতৃত্বে লগ্নিকারীদের বিরাট প্রতিনিধি দল সেদিন চাবাহার যাবে। গত ২৯ জানুয়ারি দ্বিতীয় মেরিটাইম কনক্লেভের প্রচারে কলকাতায় এসে একথা জানান জাহাজ মন্ত্রকের অধিকর্তা (বন্দর) অরবিন্দ চৌধুরি। জাহাজ মন্ত্রকের ওই কর্তা জানান, চাবাহার বন্দর দিয়ে অন্তত ২৬-টি দেশে পণ্য যাতায়াত করতে পারে। ভারত ওই বন্দর নির্মাণে এবং তার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। বন্দরকে আরও আকর্ষক করে তোলার জন্য লগ্নিকারীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরের ধাপে ওই বন্দরে পণ্য খালাস নিয়ে ভারত-ইরান-আফগানিস্তান ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হবে। ধীরে ধীরে অন্য দেশকেও যুক্ত করা হবে এই চুক্তিতে। চাবাহারে নিয়মিত জাহাজ চলাচল প্রসঙ্গে জাহাজ মন্ত্রকের অধিকর্তা (বন্দর) জানান, গত ৩০ ডিসেম্বর ব্রাজিল থেকে ভুট্টা নিয়ে ৮০ হাজার টনের একটি জাহাজ প্রথমে চাবাহারে এসেছিল। ইরানের সংস্থা আইআরএসআইএল সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের জওহরলাল নেহরু বন্দর থেকে কাণ্ডলা-মুন্দ্রা হয়ে একটি জাহাজ চাবাহারে নিয়ে গিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ভারত থেকে সেখানে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

ইরানের পাশাপাশি বাংলাদেশের মঙ্গলা ও চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণেও বিশেষ ভূমিকা নিতে চায় ভারত। এই বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে দিল্লির কথাবার্তা চলছে বলে জানান চৌধুরি। কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান বিনীত কুমারও মনে করেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য কলকাতা বন্দরের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। তিনি জানান, মুম্বাইয়ের জওহরলাল নেহরু বন্দর থেকে দীর্ঘ ২৫ দিন ধরে জাহাজে পণ্য যাচ্ছে বাংলাদেশে। অথচ রেলপথে সেই পণ্য পাঁচ দিনে কলকাতায় এবং পরের পাঁচ দিনে জাহাজে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ পাঠানো সম্ভব। মাত্র ১০ দিনে পণ্য পাঠানো গেলে সময় ও খরচ দুই-ই কমবে। লাভবান হবেন বন্দর ব্যবহারকারীরা। সেই জন্য কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিকারী সংস্থাগুলির সম্পর্ক আরও নিবিড় করার উপরে জোর দেন বন্দর-প্রধান।

জাতীয়

➢ ফেব্রুয়ারিতে পেশ হয় কেন্দ্র সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট। সেই বাজেটের আগে অস্থায়ী ভাবে অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পেলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আমেরিকা যাওয়ায় তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হল। পয়লা ফেব্রুয়ারি ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করে কেন্দ্রীয় সরকার। তার আগে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পরামর্শে পীযূষ গোয়েলকে অস্থায়ীভাবে অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল। গত ২৩ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে অরুণ জেটলির চিকিৎসা চলার সময় অর্থমন্ত্রক ও অর্থমন্ত্রক সংক্রান্ত সমস্ত কার্জকর্ম পরিচালনার ভার পীযূষ গোয়েলের হাতে ন্যস্ত করা হল।

➢ দু'টি প্রকল্পের উদ্বোধনে গত ১৫ জানুয়ারি কেরল গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার মধ্যে দুই লেনের ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কোল্লাম বাইপাস ছিল অন্যতম।

● **প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে :**

বাবা বাসের খালাসির কাজ করতেন। মা বা বাবা কেউই খুব বেশি দূর পড়েননি। সেই ৩০ বছরের খুশবু কুঁয়রই প্রথম মহিলা হিসেবে প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে 'অসম রাইফেলস'-এর হয়ে সেনা কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাস গড়লেন। রাজস্থানের জয়পুরে জন্ম। হাজার প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে ২০১২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন খুশবু। 'অসম রাইফেলস'-এর মহিলা বাহিনীর হয়ে একাধিক জঙ্গি দমন অভিযানেও অংশ নিয়েছেন। দেশের আধাসামরিক বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে সাফল্য। সংসার সামলে সন্তানের মা-ও। এবার রাজধানীতে ৭০তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান জুড়েই ছিল নারীশক্তির জয়জয়কার। সেনা কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দিলেন অসম রাইফেলস-এর মহিলারা। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কুচকাওয়াজেও মহিলারাই ছিলেন সামনের সারিতে। প্রথম মহিলা হিসেবে বাইক নিয়ে নানা কসরত দেখিয়েছেন ক্যাপ্টেন শিখা সুরভি।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জানুয়ারি দিল্লির লাল কেল্লায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রহশালা উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই সূত্রেই এ বারের প্রজাতন্ত্র দিবসে অনেক প্রথমের মধ্যে একটি হল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আইএনএ-র চার প্রবীণ সেনার অংশগ্রহণ। এদিন কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিলেন আইএনএ-র চার নবতিপর পরমানন্দ, ললিত রাম, হীরা সিং এবং ভাগমল। এদের মধ্যে প্রবীণতম, হরিয়ানার ভাগমলের বয়স একশো। ১৯৪২-এ তিনি নেতাজির আইএনএ-তে যোগ দিয়েছিলেন। ৯৮ বছরের লালটি রাম এবং ৯৭ বছরের হীরা সিং হরিয়ানার বাসিন্দা। চণ্ডীগড় থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেন পরমানন্দ যাদব। উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিবাদন জানান। এ দিনের প্যারেডে স্থল, বায়ু, জল—বাহিনীর তিনটি বিভাগেরই সামরিক শক্তির প্রদর্শন হয়। দেখানো হয় বায়ুসেনার সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমান। প্রথম বার চিরাচরিত ও জৈব-জ্বালানির যৌথ ব্যবহারে উড়ল বায়ুসেনার একটি বিমান। ছিল আমেরিকা থেকে আনা হালকা ওজনের স্বয়ংক্রিয় হাউইৎজার কামান ও আগ্নেয়াস্ত্র। তিন বছর বাদে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিল রেলের ট্যাবলোও।

● **প্রথমবার এক কাশ্মীরি পেলেন অশোক চক্র :**

জঙ্গি ছিলেন। পরে আত্মসমর্পণ করে যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনায়। তখন অস্ত্র হাতে নিরাপত্তাবাহিনীর হয়ে লড়তেন সেই জঙ্গিদের সঙ্গেই। এর পরে এক দিন যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। জঙ্গিদের সঙ্গে পর পর ১৭-টা বড় এনকাউন্টার। আর তাতেই প্রাণ হারান নাজির আহমেদ ওয়ানি। দক্ষিণ কাশ্মীরে জঙ্গি অধ্যুষিত কুলগামের আসমুঝি

গ্রাম থেকে আসা সেনার সেই ল্যান্স নায়েক নাজিরকেই এ বার প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশে সাহসিকতার সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার মরণোত্তর 'অশোক চক্র' দেওয়া হয়। আর তিনিই হচ্ছেন প্রথম কাশ্মীরি, যিনি এই পুরস্কার পেলেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে ল্যান্স নায়েক নাজিরের স্ত্রী মাহাজাবেনের হাতে সাহসিকতার স্বীকৃতি 'অশোক চক্র' পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এর আগেও অবশ্য জঙ্গিদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এই সেনা জওয়ান। ২০০৪ সালে সেনায় যোগ দিয়েছিলেন। তার পরে ২০০৭ ও ২০১৮ সালে সেনা পুরস্কার পেয়েছিলেন নাজির। দ্বিতীয়বার সেনা পুরস্কার মিলেছিল মুখোমুখি লড়াইয়ে খুব কম দূরত্ব থেকে এক জঙ্গিকে মারার জন্য।

গত বছরের ২৫ নভেম্বরের ঘটনা। সেনার কাছে খবর এসেছিল, কাশ্মীরের সোপিয়ানের হীরাপুর গ্রামে একটি বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে লস্কর-ই তইবার ছয় জঙ্গি। সেনার অন্য জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে সেই বাড়িতে অভিযান চালান নাজির। গুলির লড়াই শুরু হয়ে যায়। মুখোমুখি সেই লড়াইয়ে লস্করের জেলা কম্যান্ডার আর এক বিদেশি জঙ্গিকে প্রাণ দিতে হয় নাজিরের ছোড়া বুলেটে। পালটা জবাব দিয়ে যাচ্ছিল জঙ্গিরাও। মাথায় আর দেহের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের ছোড়া বুলেটে গুরুতর আহত নাজির ওই অবস্থাতেই তৃতীয় জঙ্গিকে বুলেটবিদ্ধ করেন। পরে ঘটনাস্থল থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেনা হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় ৩৮ বছর বয়সি নাজিরের। এর পরে সেনা জওয়ানের মরদেহ পাঠানো হয় আসমুরি গ্রামে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন বহু মানুষ।

● **ভারতরত্ন ও পদ্ম সম্মান :**

প্রথা মেনে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধ্যায় বড়ো ঘোষণা ভারত সরকারের। সেই মতো 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয় দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। দেশের প্রথম এবং একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ছাড়াও আরও দু'জনকে এ বার এই সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। তারা হলেন ভূপেন হাজারিকা এবং নানাজি দেশমুখ। তবে রাজনীতিক তথা সমাজকর্মী নানাজি এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ভূপেন প্রয়াত। তাদের মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয়। এই বছরের পদ্ম সম্মান প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন সেতারবাদক বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়। পাচ্ছেন পদ্মভূষণ সম্মান। পদ্মশ্রীতে সম্মানিত হচ্ছেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মামেন চান্ডি এবং তবলাবাদক স্বপন চৌধুরী। আজও মাত্র ৫ টাকা ভিজিটে রোগী দেখে চলা ঝাড়খণ্ডের চিকিৎসক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিল্লির পুরাতত্ত্ববিদ দিলীপ চক্রবর্তীও রয়েছেন পদ্মশ্রী তালিকায়। আছেন ফুটবলার সুনীল ছেত্রী, ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। লোকসঙ্গীত শিল্পী তিজন বাই, জিবুতির প্রেসিডেন্ট ইসমাইল ওমর গুলে, লার্সেন অ্যান্ড টুবরোর প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান অনিলকুমার মণিভাই নাইক এবং মারাঠি মঞ্চের অভিনেতা বলবন্ত মোরেশ্বর পুরন্দরে পাচ্ছেন পদ্মবিভূষণ। পদ্মভূষণ পাচ্ছেন দক্ষিণী অভিনেতা মোহনলাল, এভারেস্টজয়ী বাচেন্দ্রী পাল-সহ ১৪ জন। খাতায়-কলমে 'বিখ্যাত' নন, এমন মানুষদেরও পদ্মশ্রী দিয়েছে কেন্দ্র। যেমন শ্যামাপ্রসাদ, ওড়িশায় চা বেচে বস্তির শিশুদের পড়ানো ডি প্রকাশ রাও, খরাপ্রবণ মহারাষ্ট্রে ১৬৫-টি গরুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া সাবির সৈয়দ। কেন্দ্র সরকারের সমস্ত প্রকল্পের নাম দিয়ে তৈরি নতুন 'ব্রেথলেস' গান গাওয়া শঙ্কর মহাদেবন এবং আইনজীবী এইচ এস ফুলকাও পদ্মশ্রী পাচ্ছেন। পুরাতত্ত্ববিদ কে কে মহম্মদও পাচ্ছেন এই সম্মান।

● **অপর্ণা কুমারের নজির :**

প্রথম মহিলা আইপিএস হিসাবে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গেলেন উত্তরপ্রদেশের অপর্ণা কুমার। সেখানে পৌঁছে অপর্ণা দেশের পতাকার পাশাপাশি ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর পতাকাও তুলে ধরেছেন সম্মানের সঙ্গে। দেশের প্রথম মহিলা আইপিএস হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। ১১১ মাইল বরফের মধ্যে পিঠে ৩০-৩৫ কেজির বোঝা নিয়ে হেঁটে এই অসাধ্য সাধন করলেন অপর্ণা। গত ৪ জানুয়ারি অ্যান্টার্কটিকার বেস ক্যাম্প থেকে পথ চলা শুরু করেন তিনি। ১৩ জানুয়ারি ভারতীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৫টায় দক্ষিণ মেরু পৌঁছন তিনি। অপর্ণা জানিয়েছেন যে, সেই সময় দক্ষিণ মেরুতে তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার করে পথ হাঁটতে হয়েছিল তাকে। তবে একা ছিলেন না অপর্ণা। তার সঙ্গে ছিল দশ সদস্যের একটি দল। দলে ছিলেন দু'জন মেরু বিশেষজ্ঞও। দক্ষিণ মেরু থেকে ফেরার পথটিও সহজ ছিল না মোটেই। সব বাধা জয় করে একদম ঠিকঠাক ভাবেই ফিরে এসেছেন তিনি। গত ১৯ জানুয়ারি দেশে ফেরবার পরে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় অপর্ণাকে। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৬ সালে এভারেস্ট জয় করেন উত্তরপ্রদেশের ২০০২ ব্যাচের আইপিএস অপর্ণা। তখনই প্রথম তার নাম সারা দেশের সামনে আসে। ভারতীয়দের মধ্যে এ বার আর এক নয়া অবদান রাখলেন তিনি। অপর্ণা জানিয়েছেন যে, বিশ্বের সাতটি মহাদেশেরই সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছনোর স্বপ্ন দেখেন তিনি। তার মধ্যে ছটি শৃঙ্গই এরমধ্যে জয় করা হয়ে গিয়েছে তার।

● **উচ্চবর্ণের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ :**

সংরক্ষণ বিলে সিলমোহর। উচ্চবর্ণ বা 'জেনারেল ক্যাটেগরি'-র আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। লোকসভায় পাশ হওয়ার পর এ বার রাজ্যসভায় পাশ হল সেই বিল। সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চবর্ণ বা 'জেনারেল ক্যাটেগরি'তে আর্থিক ভাবে যারা পিছিয়ে রয়েছেন, তাদের জন্য এই বিলের সমর্থনে ভোট দিয়েছেন রাজ্যসভার ১৬৫ জন সদস্য, বিরোধিতা করেছেন ৭ জন। ৫৪৩ সদস্যের লোকসভায় গত ৮ জানুয়ারি ৩২৩-টি ভোট পড়েছিল বিলের পক্ষে। বিপক্ষে পড়েছিল ৩-টি ভোট। গত ৯ জানুয়ারি বিলটি নিয়ে প্রায় ১০ ঘণ্টা বিতর্ক চলে রাজ্যসভায়। রাজ্যসভায় বিলটি পাশের পর এবার সেটি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে। তার স্বাক্ষরের পর আইনে পরিণত হয় নতুন সংবিধান সংশোধনী। স্বাধীন ভারতে প্রথমবার সংরক্ষণ হতে চলেছে আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরাও সরকারি চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এবার পাবেন সংরক্ষণের সুবিধা। বিবিধ শর্তসাপেক্ষে পরিবারের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষের কম বা ৫ একরের কম কৃষি জমি থাকলে সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন যুবক-যুবতীরা।

● **ডিএনএ বিল পাশ লোকসভায় :**

অবশেষে ডিএনএ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের আইন করতে বিল পাশ হল লোকসভায়। ডিএনএ পরীক্ষা ব্যক্তির পরিচয় ও কারও সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু ভারতে হাতে গোনা ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার হয়। সরকারি হিসেবে, মাত্র ১ শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে। বিলটি আইনে পরিণত হলে ফৌজদারি

মামলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ডিএনএ পরীক্ষা সহজ হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতির শর্ত রয়েছে বিলে। বাবা-মায়ের পরিচয়, অভিবাসন সংক্রান্ত বিতর্ক বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও কাজে আসবে এই আইন। এই আইন বলবৎ হলে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে ডিএনএ তথ্য-ব্যাঙ্ক গড়া হবে। তাতে সন্দেহভাজন, বিচারাধীন ও অপরাধী ব্যক্তিদের ডিএনএ-তথ্য রাখা হবে।

● **ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী :**

ঝাড়খণ্ডে বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের শিলান্যাস। আর ওড়িশায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ঘোষণা। এক দিনে দুই রাজ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে এলপিজি-র চাহিদা মেটাতে পারাদ্বীপ-হলদিয়া-দুর্গাপুর প্রকল্পের অংশ হিসেবে এ দিন বালেশ্বর-হলদিয়া-দুর্গাপুর পাইপলাইনের উদ্বোধন করেন। এর আগে, ২৪ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে এসেছিলেন মোদী। সে বার সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। এ দিন মোদী ওড়িশায় সড়ক পরিবহণ থেকে শুরু করে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র, এলপিজি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের লাইন-সব একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ঘোষণা করেন, রাজ্যের তিনটি প্রধান জাতীয় সড়ককে চার লেনের করা হবে। ভদ্রক, কটক, ঢেঙ্কানলের মতো ছ'টি প্রধান শহরে ডাকঘরের সঙ্গেই সমান্তরাল ভাবে চলবে আঞ্চলিক পাসপোর্ট কেন্দ্র। ঝাড়খণ্ডে কোয়েল নদীর উত্তর অংশে মণ্ডল বাঁধ ও পাঁচটি সেচ প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসেছিলেন মোদী। তার দাবি, মণ্ডল বাঁধ তৈরি হলে ঝাড়খণ্ডের গঢ়বা ও পলামু জেলার কৃষকদের পাশাপাশি উপকৃত হবেন বিহারের ঔরঙ্গাবাদ ও গয়ার কৃষকেরাও।

● **ভুটানে ভারতের স্যাটেলাইট কেন্দ্র :**

ভুটানে একটি স্যাটেলাইট নজরদারি ও ডেটা রিসেপশন কেন্দ্র খুলছে ভারত। ইসরোর তরফ থেকে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) থেকে মাত্র ১২৫ কিলোমিটার দূরে তিব্বতের স্বয়ংশাসিত অঞ্চলে বেজিং ইতোমধ্যেই এই ধরনের কেন্দ্র করেছে। সেখানে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রও গড়েছে তারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি জানিয়েছেন, ভুটানে এই 'গ্রাউন্ড স্টেশন'টি তৈরির কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে। তার মতে ভুটানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে এই মহাকাশ কেন্দ্র একটি নতুন অধ্যায়। এর ফলে ভুটান উপকৃত হবে। পরিবেশ এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া, দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা, টেলি মেডিসিন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যাবে তারা। ২০১৭-তে ভারতের খরচে ইসরো দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহটিকে মহাকাশে ছাড়ে। সার্ক সদস্যভুক্ত দেশগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছিল পৃথক এই উপগ্রহ। গোটা প্রকল্পটি থেকে অবশ্য সে সময় সরে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তান।

● **ইভিএমের সুরক্ষায় নয়া প্রযুক্তি :**

ইলেক্ট্রনিক কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইসিআইএল) ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিকে আরও বেশি সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করতে নিয়ে এল নতুন সফটওয়্যার। 'সিকিওর ম্যানুফ্যাকচারিং সফটওয়্যার' (এসএমএস) নামের এই সফটওয়্যার ইভিএম ছাড়াও সুরক্ষা দেবে ভোটারদের ভেরিফিকেশন বা চিহ্নিতকরণ করার কাজেও। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনেই এই নয়া সুরক্ষা যুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে বলে জানানো হয়েছে। ইভিএমের সংবেদনশীল তথ্য এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও সুরক্ষিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে ইসিআইএল-এর তরফে। এ ছাড়াও এই প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা যাবে ইভিএমটি কোথায় আছে। নয়া ব্যবস্থায় ইভিএমটিতে তথ্য প্রদানের সময় কোনও ভুল হলে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তাতে সুরক্ষা সংকেত বেজে উঠবে, জানিয়েছে ইসিআইএল। ইসিআইএল-এর এই নয়া প্রযুক্তি তাই এবার নির্বাচন কমিশনের হাত আরও শক্ত করল।

● **নৌসেনার জন্য ৪০,০০০ কোটির প্রকল্প :**

ভারতীয় নৌসেনার জন্য ৪০,০০০ কোটি টাকা খরচ করে ছ'টি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ বানানোর প্রস্তাবে সিলমোহর দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল (ডিএসি)-এর বৈঠকেই মিলেছে এই সবুজ সংকেত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সভাপতিত্বে এই বৈঠকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য সামরিক সাবমেরিনের পাশাপাশি ৫০০০ ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র কেনার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। ছ'টি সাবমেরিন বানাতে 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর রাস্তায় হাঁটবে ভারত। এই মডেলে একটি বেসরকারি সংস্থা কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য বিদেশী প্রতিরক্ষা সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। এই মডেলে এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত করছে ভারত। এর আগে ১১১-টি সামরিক হেলিকপ্টার বানানোর প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একই পথে হেঁটেছিল ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। বরাদ্দ ছিল ২১,০০০ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ

- কেন্দ্রীয় রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে সরকারি হাসপাতালে ১১৭০ জন রোগী-পিছু বরাদ্দ মাত্র একটি শয্যা। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেন্ট্রাল বুরো অব হেল্‌থ ইন্টেলিজেন্স থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ ন্যাশনাল হেল্‌থ প্রোফাইল, ২০১৮-র রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালের শয্যা-তথ্য দিল্লি, তামিলনাড়ু কিংবা কর্ণাটকের তুলনায় অনেকটাই খারাপ। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন ৯১,৯২০ জন। সেখানে ভর্তি রেখে চিকিৎসা হয়েছে ৫৮,৬৯৭ জনের। উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী হাসপাতালে পরিষেবার মান বজায় রাখতে হলে ৩৩৩ জন রোগী-পিছু একটি শয্যা বরাদ্দ করতেই হবে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত ২০১৫ থেকে কয়েক বছরের রিপোর্ট জানাচ্ছে, গত কয়েক বছরে রাজ্যে ৪০-টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চালু হয়েছে।
- বিষমদ প্রতিরোধে এবার আবগারি থানা গড়ছে রাজ্য সরকার। এতদিন সার্কেল স্তর থেকে বিষমদ বা আবগারি দপ্তরের বেআইনি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা হ'ত। ২০১৮ সালে রাজ্যে নতুন ১১৭-টি 'এক্সাইজ স্টেশন' বা আবগারি থানা গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার জন্য প্রায় তিনি হাজার কর্মী-অফিসার নিয়োগ করা হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে। সাধারণভাবে তিন-চারটি পুলিশ থানা নিয়ে গড়া হবে এক-একটি আবগারি সার্কেল। নতুন আবগারি থানাগুলি ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকবে। একজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে থানাগুলি সামলানো হবে।

পুলিশ ইন্সপেক্টরেরা নিজেদের থানা এলাকায় দিনরাত যেভাবে তল্লাশি ও নজরদারি চালায়, সেভাবেই কাজ করবে আবগারি থানা।

● **গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার রিপোর্ট উজ্জ্বল :**

পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য পড়ার দক্ষতা বেড়েছে এবং তা জাতীয় গড়ের থেকে অনেকটা বেশি। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের ভাগ করার কুশলতাও জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। বেড়েছে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য পড়ার দক্ষতাও। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই উজ্জ্বল শিক্ষাচিত্র দেখাচ্ছে 'অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট (আসের) ২০১৮'। সম্প্রতি প্রকাশিত এই রিপোর্টে বঙ্গের গ্রামীণ পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনের কুশলতা নিয়ে এই আশাব্যাঞ্জক তথ্য উঠে এসেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা বেড়েছে। অবশ্য সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের মধ্যে ভাগ করার কুশলতা কমেছে। দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য পড়তে পারে, অষ্টম শ্রেণির এমন পড়ুয়ার সংখ্যাও কমেছে। 'প্রথম' নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে দেশের গ্রামীণ স্কুলের অবস্থা এবং তিন থেকে ষোলো বছরের পড়ুয়াদের পারদর্শিতার নমুনা সমীক্ষা করে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এরাজ্যে সমীক্ষা চালানো হয়েছে ১১ হাজার ৯৭২ জন পড়ুয়ার উপরে। এই সমীক্ষা হয়েছে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের ৪৪১-টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে। তার মধ্যে ৪৩৭-টি প্রাথমিক স্কুল এবং উচ্চ প্রাথমিক স্কুল চারটি। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি স্কুলে ভর্তির প্রবণতা কমছে।

● **রিপোর্ট বলছে রাজ্যে আলো-পার্ক প্রচুর, বেহাল জল ও রাস্তা :**

শহর হোক আলো ঝলমলে। খেলাধুলার জায়গা বাড়ুক আরও। অভিরূপ সরকারের নেতৃত্বে গঠিত চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশন নবান্নে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এরাজ্যের ১২৭-টি পুরসভাগুলিতে এখন প্রতি কিলোমিটারে ২৪.৬৬ বা ২৫-টি করে আলো লাগানো হয়েছে। অধিকাংশ পুর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আলোর মধ্যে ত্রিফলাই বেশি। তবে হাইমাস্ট আলোর সংখ্যাও কম নয়। এছাড়া, প্রতিটি পুরসভায় গড়ে ৩৫ হাজার ৩২০ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে পার্ক তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। আলো-পার্কের ছড়াছড়ি হলেও অর্থ কমিশনের রিপোর্ট জানাচ্ছে, পরিষেবার চারটি বিশেষ ক্ষেত্র—রাস্তা, জল সরবরাহ, নিকাশি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পুরসভাগুলিকে এখনও অনেক পথ পেরোতে হবে। সেই কারণে কমিশন পাঁচ বছরের জন্য পুরসভাগুলিকে ২৯৮৩.৪৩ কোটি টাকা দেওয়ার সুপারিশ করেছে।

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, ১০৩-টি পুরসভায় জল সরবরাহ শুরু হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এক লপ্তে জমি পাওয়া। উত্তরপাড়া-বৈদ্যবাটি ঘরোয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম জমিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করছে। অন্য পুরসভাগুলিতেও তা অনুসরণ করা হবে। কমিশনের রিপোর্ট জানাচ্ছে, এরাজ্যে সবচেয়ে কম জনবসতির পুরসভা হল পশ্চিম মেদিনীপুরের খরার। ১২ হাজার ২২০ জন বাসিন্দার জন্য রাস্তা হয়েছে ৭৫ কিলোমিটার। আর আলো ৬৫৫-টি। অন্যদিকে কলকাতা পুর এলাকায় আলোর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৪৪। যা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কমিশন বলেছে, পুরসভাগুলির জনপিছু দিনে ১৩৫ লিটার জল দেওয়ার কথা। কিন্তু বহু পুরসভায় গড়ে দিনে ৬-৭ ঘণ্টার বেশি জল সরবরাহ হয় না। শুধু তাই নয়, কুপার্স ক্যাম্প, নলহাটি, পাঁশকুড়া, কুলটি, জয়নগরের মতো পুরসভায় জল সরবরাহের ব্যবস্থাই নেই। শুধু কলকতা পুরসভা জনপ্রতি ১৩৫ লিটার জল দিতে পারে। দিনে জনপিছু ১০ লিটার জল দেওয়ার ক্ষমতাও অর্ধেক পুরসভার নেই বলে জানিয়েছে কমিশন।

নিকাশি পরিস্থিতিও তথৈবচ। মাত্র ২৮-টি পুরসভা দাবি করেছে তাদের নিকাশির ব্যবস্থা রয়েছে। কমিশন লিখেছে, মাত্র ২৪.৪ শতাংশ পুর এলাকায় ঢাকা নর্মদা আছে, খোলা নর্দমা আছে ৪২.৪ শতাংশ এলাকায় এবং ৩৩.২ শতাংশ এলাকায় কোনও নর্দমাই নেই। প্রায় একই অবস্থা জঞ্জাল সাফাই ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও। আসানসোল, অশোকনগর, বীরনগর, কুপার্স ক্যাম্প, ধূপগুড়ি, কান্দি, ক্ষীরপাই, পাঁশকুড়া, পূজালি, পুরুলিয়া এবং রামপুরহাটের মতো পুরসভায় জঞ্জাল বহন করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাই নেই। ২৮-টি পুরসভার ক্ষেত্রে জঞ্জাল সংগ্রহ করার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আর মাত্র ১০ শতাংশ পুরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়। আর রাস্তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কমিশন জানিয়েছে, দুর্গাপুর, কল্যাণী এবং বিধাননগর ছাড়া পুর এলাকার রাস্তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এমনকি কলকাতার রাস্তাও প্রয়োজনের তুলনায় সংকীর্ণ।

● **রাজ্যে আরও ২৩-টি ডাকঘরে পাসপোর্ট সেবা :**

রাজ্যের ১৫-টি ডাকঘরে ইতোমধ্যেই পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র বা পিএসকে খোলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আরও ২৩-টি ডাকঘরে পিএসকে খোলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীকে যাতে বহু পথ পেরোতে না হয়, হয়রান হতে না হয়, তার জন্য ২০১৭ সালের গোড়ায় বিদেশ মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয়, জেলার মূল ডাকঘরেও একটি করে পিএসকে খোলা হবে। নাম দেওয়া হবে পিওপিএসকে। ওই বছরে ফেব্রুয়ারিতে আসানসোলে খোলা হয় রাজ্যের প্রথম পিওপিএসকে। সেটি ছিল দেশের তৃতীয় পিওপিএসকে। তার পর থেকে সব মিলিয়ে রাজ্যের ১৫-টি ডাকঘরে পিএসকে খোলা হয়েছে। কেন্দ্র চায়, অবিলম্বে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র চালু হোক বাংলার আরও ২৩-টি ডাকঘরে। পরিসংখ্যান বলছে, বেশ কয়েকটি রাজ্যের ৫০ শতাংশ পাসপোর্টের আবেদনই আসছে ডাকঘরে তৈরি পিওপিএসকে থেকে। পশ্চিমবঙ্গে পাসপোর্টের জন্য আবেদনের ১৫ শতাংশ ডাকঘর থেকে আসছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ গত ১৪ জানুয়ারি দিল্লিতে সব রাজ্যের পাসপোর্ট অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেন। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একটি করে পিওপিএসকে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪২-টি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে এরাজ্যে এখন বিদেশ মন্ত্রকের নিজস্ব পিএসকে রয়েছে তিনটি। সেই তিনটি পিএসকে এবং ১৫-টি পিওপিএসকে ধরলে বাকি থাকে ২৪-টি কেন্দ্র।

● **'সেরা স্বচ্ছ গ্রাম' প্রথম দশে মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়া :**

বিশ্ব শৌচাগার দিবসে দেশের সেরা স্বচ্ছ গ্রাম প্রতিযোগিতায় প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছিল রাজ্যের দু'টি জেলা, মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়া। গত ১৬ জানুয়ারি স্বচ্ছ ভারত মিশনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অক্ষয় কুমারের হাত থেকে তারই পুরস্কার নিলেন দুই জেলার দুই জেলাশাসক। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ থেকে ১৯ নভেম্বর, দেশজুড়ে বিশ্ব শৌচাগার দিবস প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক। দেশের ২৫-টি রাজ্যের ৪১২-টি জেলা অংশ নিয়েছিল সেই প্রতিযোগিতায়। গত ২ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের চিঠি আসে। জানানো হয়, প্রথম দশে, দেশের

মোট ১২-টি জেলা জায়গা করে নিয়েছে। তালিকায় মুর্শিদাবাদের সঙ্গে দশম স্থানে রয়েছে রাজ্যের অন্য জেলা বাঁকুড়া। ভালো কাজ করার সুবাদে প্রশংসিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারও। জেলা প্রশাসনের খবর, ১৯ নভেম্বর ছিল বিশ্ব শৌচাগার দিবস। সেই উপলক্ষ্যে ৯-১৯ নভেম্বর দেশজুড়ে শৌচ-প্রচার অভিযান করার নির্দেশ ছিল। মানুষের মধ্যে শৌচাগার তৈরি ও ব্যাবহারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, গ্রাম-স্তরে পথসভা ও প্রচার অভিযান, শৌচাগার আন্দোলনে মানুষের যোগদান, কীভাবে শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস ধরে রাখা যায় সেব্যাপারে আলোচনা—এমনই একাধিক বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এবিষয়ে একটি পোর্টাল তৈরি করা হয়েছিল। সেই পোর্টালে শৌচাগার নিয়ে এই সব তথ্য ও ছবি আপলোড করতে বলা হয়েছিল প্রতিযোগীদের।

● **শপথ নিলেন নয়া লোকায়ুক্ত :**

রাজ্যের লোকায়ুক্ত হিসেবে শপথ নিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অসীমকুমার রায়। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী গত ১০ জানুয়ারি রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। রাজ্যের প্রথম লোকায়ুক্ত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন'বছর পরে অসীমবাবু সেই পদে এলেন। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি এবং সরকারের উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তার তদন্ত করবেন লোকায়ুক্ত। সরকারি পরিষেবা, পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ থাকলে তার কাছে তাও জানাতে পারেন সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য, রাজ্য প্রথম লোকায়ুক্ত আইন পাশ হয় ২০০৩ সালে। ২০০৬ সালে প্রাক্তন বিচারপতি সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম লোকায়ুক্ত নিয়োগ করা হয়। ২০০৭ সালে অফিস পেয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। পরবর্তীতে লোকায়ুক্তের অধীনে প্রধানমন্ত্রীকে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন বদলায়।

● **ক্ষতি কমাতে নয়া নকশায় গ্রামে বিদ্যুৎ :**

ঘরে ঘরে আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ খাতে ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। সেই লোকসান কমাতে পরিকাঠামোগত প্রযুক্তি পরিবর্তন করছে বিদ্যুৎ দপ্তর। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে নতুন নকশায়। রাজ্যে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার গ্রাহক-সংখ্যা এখন ১ কোটি ৮৫ লক্ষ। গ্রাহক বেশি গ্রামাঞ্চলেই। কিন্তু পরিকাঠামো ছাড়াও হুকিং, ট্যাপিং, মিটারে কারচুপি প্রভৃতি নানা কারণে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে কয়েকশো কোটি টাকা লোকসান হয়। তাই এবার নতুন নকশায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারেরা। সেই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগামী কয়েক বছরে ২,৬০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ২০২০ সালের মাঝামাঝি। বণ্টন সংস্থার খবর, বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর আয়তন ছোটো করা হচ্ছে। এখন কয়েক মাইল ধরে হাইভোল্টেজ তার টেনে একটি ১৩২ কেভি সাবস্টেশন থেকে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে ৩৩ এবং ১১ কেভি সাবস্টেশনের মাধ্যমে বহু গ্রাহককে ২৩০ ভোল্টের বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোটো ছোটো ট্রান্সফর্মার বা ফিডারের মাধ্যমে অল্প সংখ্যক গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। ছোটো করে দেওয়া হবে লো-ভোল্টেজ তারের দৈর্ঘ্য, বাড়ানো হবে ছোটো সাবস্টেশনের সংখ্যা। ভুল মিটার রিডিং এবং বিল আদায় না হওয়ায় ক্ষতি বাড়ে। এই বিষয়ে কর্মীদের দায়িত্ববোধ বাড়ানোরও ব্যবস্থা হচ্ছে।

● **দুর্গাপুরে রোবটিক্সের উৎকর্ষ কেন্দ্র :**

দুর্গাপুরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি)-তে গড়ে তোলা হবে রোবটিক্স অ্যান্ড অ্যাসিসটিভ টেকনোলজির উৎকর্ষ কেন্দ্র। গত ৩ জানুয়ারি একথা জানান ওই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অনুপম বসু। রোবট প্রযুক্তির কদর এখন পৃথিবী জুড়ে। অনুপমবাবু জানান, রোগীর চিকিৎসা, প্রতিবন্ধীদের সহায়তা থেকে বয়স্কদের দেখভাল পর্যন্ত সব কাজেই রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে। রোবটের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও কাজে লাগানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ব্যবহার আরও বাড়বে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনআইটি। এবিষয়ে দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহায়তাও নেওয়া হবে। রাজ্য সরকারও আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানালেন অধিকর্তা। এদিন এনআইটি দুর্গাপুরে রোবট প্রযুক্তি নিয়ে তিন দিনের কর্মশালা শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সচিব দেবাশিস সেনও।

● **সস্তায় পাট বীজ :**

সচেতনতা বাড়াতে এবছর ৫০০ টনের মতো সরকারিভাবে পরীক্ষিত পাট বীজ ৫০ শতাংশ কম দামে চাষিদের মধ্যে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় পাট পর্ষদ। যার ৮০ শতাংশই পাবেন পশ্চিমবঙ্গের চাষিরা। জাতীয় বীজ নিগম এই বীজ তৈরি করে পর্ষদকে দিয়েছে। গত বছর পর্ষদ ৭০০ টনের মতো পরীক্ষিত বীজ সারা দেশে চাষিদের বিক্রি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বছরে পাট বীজের প্রয়োজন হয় কমপক্ষে ৩,৫০০ টন। সেই বীজ চাষিদের মূলত খোলা বাজার থেকেই কিনতে হয়। বাজারে পরীক্ষিত বীজের বাইরে ভালো-মন্দ মেশানো নিম্নমানের বীজও বিক্রি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। যে কারণেই চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে গত তিন-চার বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যে পরীক্ষিত বীজ ভরতুকিতে বিক্রি করছে পর্ষদ। কর্তাদের দাবি, এর ফলে গত দু'বছর পশ্চিমবঙ্গে হেক্টরপিছু পাটের উৎপাদন ২২-২৩ কুইন্টাল থেকে বেড়ে ৩০-৩২ কুইন্টালে পৌঁছেছে।

● **নাবার্ড রাজ্যে ঋণ বাড়াচ্ছে :**

পরের অর্থবর্ষে রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে নাবার্ড। যা আগের বছরের থেকে ২১ শতাংশ বেশি। ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে রাজ্যে কৃষি-সহ বিভিন্ন অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিশেষ নথি গত ৯ জানুয়ারি প্রকাশ করেছে নাবার্ড। নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত মণ্ডল জানান যে রাজ্যে কৃষি পণ্য মজুতের জন্য গুদাম তৈরির পাশাপাশি, আরও বেশি কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনার উপরে জোর দেওয়া হবে। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত জায়গায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নেই সেখানে ৩,০০০ কৃষি সমবায় সমিতিকে ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য। রাজ্যের অর্থ সচিব এইচ. কে. দ্বিবেদী বলেন, সমিতিগুলির পরিকাঠামো গড়তে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে রাজ্য।

● **নতুন লগ্নির আশা :**

গত বছরের বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনে এসে রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে লগ্নির প্রস্তাব দিয়েছিল মুম্বাইয়ের হীরানন্দানি গোষ্ঠী। গত ৯ জানুয়ারি তাদের সংস্থা এইচ. এনার্জির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দর্শন হীরানন্দানি জানালেন, পশ্চিমবঙ্গে আমদানি করা তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) টার্মিনাল এবং তা জোগানোর জন্য পাইপ লাইন

গড়তে ৩,৭০০ কোটি টাকা ঢালছেন তারা। ২০২০ সালে চালু হবে প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়। এদিন বণিকসভা ফিকির অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে রাজ্যে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। সেই সূত্রে এলএনজি, কোল-বেড মিথেনের (সিবিএম) পাশাপাশি বর্ধমানে শেল গ্যাসের সন্ধান পাওয়ার কথাও জানান। অমিতবাবু ও গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশনের কর্তা ওয়াই. কে. মোদীর আশা, আগামী দিনে শেল গ্যাসেও অন্তত ৫০ হাজার কোটি লগ্নির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে শিল্প, গৃহস্থালি ও পরিবহণে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার আরও বাড়বে, এই আশায় বেশ কিছু সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তা সরবরাহের জন্য লগ্নির কৌশল ছকছে রাজ্যে। সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে এদিন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিল ফিকি ও রাজ্য সরকার। সেখানেই দর্শন জানান, কুকড়াহাটিতে ৪৭ একর জমিতে তাদের টার্মিনালটি তৈরি হবে। মালয়েশিয়া থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস আনার পরে ফের তাকে গ্যাসে রূপান্তরিত করে রাজ্যে তো ছড়ানো হবেই। পাঠানো হবে বাংলাদেশেও। এদিন ইস্পাত, পেট্রোকেমিক্যাল, ফাউন্ড্রির পাশাপাশি প্লাস্টিক, দামি পাথর ও গয়না এবং রবারের মতো শিল্পকেও জ্বালানি হিসেবে সস্তার প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধা নিতে আর্জি জানান শিল্পমন্ত্রী। সেরামিক শিল্পের তরফে সমীর ঘোষ জানান, আগে রাজ্য এই শিল্পে অগ্রণী থাকলেও, প্রাকৃতিক গ্যাসের টানেই তার অনেকটা পাড়ি দিয়েছে গুজরাত, রাজস্থানে। তাই এরাজ্যে সেই গ্যাসের জোগান পেলে উপকৃত হবে সেরামিকও।

অর্থনীতি

- ঠিক সময়ে ঋণের কিস্তির টাকা মেটালে বা বকেয়া ঋণ শুধলে কর্পোরেট সংস্থাগুলি পরেও ঋণ পাবে। না হলে পরে ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা, চলতি ঋণও বাতিল হয়ে যাবে। দেশের বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করতে এই পথ ধরল ১৬-টি ব্যাঙ্ক। তার ফলে, প্রায় সওয়া এক লক্ষ কোটি টাকার কর্পোরেট ঋণ বাতিল হয়ে গেল, চলতি আর্থিক বছরে।
- গত ৭ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক প্রকাশিত পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৭.২ শতাংশ। যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাসের (৭.৪ শতাংশ) থেকে কম। কেন্দ্রের দাবি, গত বারের বৃদ্ধির (৬.৭ শতাংশ) তুলনায় এ বার পূর্বাভাস অনেকটাই বেশি। সেক্ষেত্রে ধরে রাখা যাবে দ্রুততম বৃদ্ধির দেশের তকমাও। শুধু তা-ই নয়, মূলত কৃষি ও উৎপাদন ক্ষেত্রের উন্নতির কারণেই মাথা তোলার ইঙ্গিত দিচ্ছে বৃদ্ধি। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ৩.৮ শতাংশ। গত বছর যা ছিল ৩.৪ শতাংশ। উৎপাদন ক্ষেত্রেও ৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ২০১৭-১৮ সালে যা ছিল মাত্র ৫.৭ শতাংশ।

● **প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকার বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত :**

বেনামি সম্পত্তি উদ্ধারে সংসদে আইন তৈরি হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। ২০১৬ সালের নভেম্বরে সেই আইন কড়া হাতে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র সরকার। সেইমতো নির্দেশ পৌঁছে যায় সংশ্লিষ্ট সব দফতরে। এবার সেই বেনামি সম্পত্তি উদ্ধারেই বড়োসড়ো সাফল্য পেল আয়কর দফতর। ৬৯০০ কোটি টাকার বেনামি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল আয়কর দফতর। পাশাপাশি একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আয়কর দফতর জানিয়েছে, যে বা যারা এই বেনামি সম্পত্তি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের ৭ বছর পর্যন্ত জেল এবং বাজার মূল্যের হিসাবে বেনামি সম্পত্তির ২৫ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। গত ২৯ জানুয়ারি আয়কর দফতরের তরফে এই বিজ্ঞাপ্তি জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বেনামি সম্পত্তি হল যে কোনও রকম সম্পত্তি যা একজনের (বেনামিদার) নামে রয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সম্পত্তির মালিকানা এবং সম্পত্তি ভোগ করেন অন্য ব্যক্তি (সুবিধাভোগী মালিক)। এই রকম সম্পত্তির লেনদেনের খোঁজ পেলে বেনামিদার এবং সুবিধাভোগী দু'জনের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেবে আয়কর দফতর। ৭ বছর পর্যন্ত জেল এবং বেনামি সম্পত্তির বাজার দরের ২৫ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে তাদের। ২০১৬ সাল থেকে বেনামি সম্পত্তি লেনদেন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে শুরু করে আয়কর দফতর। ২০১৬ সালের ১ নভেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত তাতেই ৬৯০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে আয়কর দফতর।

● **জলের অভাবেও মাথা তুলতে পারে অনুৎপাদক সম্পদ :**

দেশে জলের সংকট সম্পর্কে নীতি আয়োগ সতর্ক করেছে আগেই। এবার ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের (ডব্লিউডব্লিউএফ) এক রিপোর্টে বলা হল, এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে ব্যাঙ্কের খাতাতেও। বাড়তে পারে অনুৎপাদক সম্পদ। ভারতের ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ মোট ঋণের ১০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সমস্যা এতটাই যে, ২১-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে ১১-টির উপর ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে বিধির কড়াকড়ি চাপিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই প্রেক্ষিতেই ডব্লিউডব্লিউএফ-এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে জলের সংকট রয়েছে, অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে সেখানেই। তা হলে ব্যাঙ্কগুলির নগদের সমস্যাও আরও এক ধাপ বাড়তে পারে। এই অবস্থায় জলসম্পদের ঠিক মতো বণ্টন এবং ব্যবহারের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশনের (আইবিএ) সঙ্গে যৌথ ভাবে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে ডব্লিউডব্লিউএফ। সেখানে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কের দেওয়া মোট ঋণের অন্তত ৪০ শতাংশ বণ্টন করা হয়েছে এমন সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে জলের সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ। আরও নির্দিষ্ট ভাবে জানানো হয়েছে, যে দু'টি ক্ষেত্রে ভারতের ব্যাঙ্কগুলি সব থেকে বেশি ঋণ দেয়, তা হল বিদ্যুৎ এবং কৃষি। সেখানেও জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জলসংকট তৈরি হওয়ার অর্থ উৎপাদন ব্যাহত হওয়া। আর তা হলে প্রভাব পড়বে ঋণদাতাদের অনুৎপাদক সম্পদে। পাশাপাশি নীতি আয়োগের সতর্কবাণী উল্লেখ করে রিপোর্টে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই মুহূর্তে দেশে জলের সংকট পৌঁছেছে উদ্বেগজনক জায়গায়।

● **ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার চাঙ্গা :**

অন্যান্য দেশে যাই হোক, সরকারি পূর্বাভাস বলছে—ভারতে বৃদ্ধির রথের চাকা চলতি অর্থবর্ষে গড়াবে ৭.২ শতাংশ গতিতে। গত বছর বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানে অনুমান, যেসব শিল্পে উৎপাদন ভালো রকম বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে, তার মধ্যে থাকতে পারে কল-কারখানা, বিদ্যুৎ এবং নির্মাণ। প্রায় একই সুরে তাল মিলিয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস। যেখানে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে ভারতের অর্থনীতি এগোতে পারে ৭.৫ শতাংশ হারে। যদিও বিশ্ব ব্যাঙ্ক মনে করে, ২০১৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়তে পারে। বাড়তে পারে ২.৯ শতাংশ হারে, যা আগের বছর ছিল ৩ শতাংশ। বিশ্ব

ব্যাঙ্কের রিপোর্টে অনুমান, আগামী তিন বছর বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি যেখানে ২.৮ থেকে ২.৯ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, সেখানে ভারত বাড়বে ৭.৫ শতাংশ হারে। ২০১৯ সালে চিন বাড়তে পারে ৬.২ শতাংশ, যা আগের বছরের তুলনায় ০.৩ শতাংশ কম। মার্কিন অর্থনীতির বৃদ্ধিও ২.৯ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে ইঙ্গিত তাদের।

বাকি বিশ্বের তুলনায় ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির রথ জোরে ছুটছে ঠিকই। কিন্তু তা মূলত বিভিন্ন পণ্য পরিষেবার জন্য মানুষের দ্রুত বাড়তে থাকা চাহিদা ও সরকারি ব্যয়ের ঘোড়ার টানে। গত ২৩ জানুয়ারি বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্টে এই ছবি তুলে ধরেছে তারা। রাষ্ট্রপুঞ্জের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ডিরেক্টর তথা প্রধান নাগেশ কুমার বলেন, দেশে ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। ফলে বাড়ছে চাহিদা। অবশ্য, বিদেশি লগ্নি যা এসেছে তাও মূলত অংশীদারি কেনা বা মালিকানা হাতবদলে। দেশীয় লগ্নিকারীরা টাকা ঢালতে আগ্রহ না দেখালে, সেই পথ চওড়া হওয়ারও সম্ভাবনা কম। এদিন প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধির মুখ দেখার পরে আগামীবার ভারতে তা হতে পারে ৭.৬ শতাংশ। বিশ্ব অর্থনীতিতে এবছর সামান্য কমে ৩ শতাংশ।

● **বিশ্ব ব্যাঙ্কের 'গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস' রিপোর্ট :**

'গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস' রিপোর্ট (জানুয়ারি, ২০১৯) নামে বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট গত ৮ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ভারতকে সুখবর দিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। আর প্রতিবেশী চিনকে শোনাল দুঃসংবাদ। জানাল, ভারতের অর্থনীতির স্বাস্থ্য বেশ ভালো হবে চলতি অর্থবর্ষের শেষে। আর তা আরও ভালো হয়ে উঠবে পরের দু'-একটি অর্থবর্ষে। অন্যদিকে, উত্তরোত্তর পিছিয়ে পড়বে চিনের অর্থনীতি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হালের রিপোর্ট জানিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে (২০১৮-'১৯) ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার বেড়ে হবে ৭.৩ শতাংশ। আর তা পরের দু'টি অর্থবর্ষে (২০১৯-'২০ এবং ২০২০-'২১) বাড়বে ৭.৫ শতাংশ হারে। শুধু জিডিপি বৃদ্ধির হার বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েই থেমে থাকেনি বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এও জানিয়েছে, আগামী দু'টি অর্থবর্ষে ভারতের ক্রেতাবাজার বাড়বে উল্লেখজনকভাবে। বাড়বে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণও।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের আরও পূর্বাভাস, চলতি ও আগামী অর্থবর্ষে চিনের জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে ৬.২ শতাংশ করে থাকবে আগামী দু'বছরে। আর তা ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আরও নেমে গিয়ে দাঁড়াবে ৬ শতাংশে। বিশ্বে এই মুহূর্তে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে ভারতের অর্থনীতি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস, আগামী দু'টি অর্থবর্ষেও সেই গতি অব্যাহত থাকবে। জিডিপি বৃদ্ধির হারে ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষেই চিনকে পিছনে ফেলে দিতে চলেছে ভারত। বিশ্ব ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস বলছে, এদেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার বেড়ে ৭.৩ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই। আর চিনের ক্ষেত্রে তা হবে ৬.৫ শতাংশ। তার আগের অর্থবর্ষে (২০১৭-'১৮) অবশ্য জিডিপি বৃদ্ধির হারে ভারতের চেয়ে সামান্য এগিয়ে ছিল চিন। ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৬.৭ শতাংশ, সেখানে তা চিনে ছিল ৬.৯ শতাংশ।

● **ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে ভারত প্রসঙ্গে :**

একদিকে বিশ্ব অর্থনীতির সামনে মাথা তোলা একগুচ্ছ চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে ভারতে বৃদ্ধির রথের চাকা দ্রুত গতিতে গড়ানোর সম্ভাবনা। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আইএমএফ) প্রথম মহিলা মুখ্য অর্থনীতিবিদ হিসেবে সুইজারল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মঞ্চ থেকে গত ২১ জানুয়ারি এই ছবিই তুলে ধরলেন গীতা গোপীনাথ। যিনি প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর রঘুরাম রাজনের পরে ওই পদে নিযুক্ত প্রথম ব্যক্তি, যার শিকড় ভারতে। এদিন দাভোসে সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্র সরকারের জিএসটি, দেউলিয়া আইন ও সহজে ব্যবসার মাপকাঠিতে এদেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রশংসা করেন গীতা। তবে একই সঙ্গে মনে করান চড়া রাজকোষ ঘাটতির ঝুঁকির কথা। বলেন, কৃষি ঋণ মকুব সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। এদিন দাভোসে বিশ্ব অর্থনীতির যে রিপোর্ট পেশ করেছে আইএমএফ, তাতে ২০১৯ সালে ভারতের বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৭.৫ শতাংশ। পরের বছর ৭.৭ শতাংশ। চিনের ক্ষেত্রে দু'বছরই তা ৬.২ শতাংশ। মূলত আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের ধাক্কাতেই। আর বাণিজ্য যুদ্ধ, ব্রেক্সিটের অনিশ্চয়তা, আর্থিক দুর্বলতার মতো কারণে বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই হার নেমেছে যথাক্রমে ৩.৫ ও ৩.৬ শতাংশে। ভারতের ক্ষেত্রে তাদের দাবি, তেলের দাম কমা, সুদ কমার সম্ভাবনা ও মূল্যবৃদ্ধি তলানি ছোঁয়ার সুবিধা নিয়েই এবছর ছুটতে পারে অর্থনীতি।

● **জিএসটি-তে একগুচ্ছ সুবিধা রদবদল :**

ক্ষুব্ধ ছোটো মাঝারি শিল্পের জন্য পণ্য ও পরিষেবা করে একগুচ্ছ বদলের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। গত ১০ জানুয়ারি জিএসটি পরিষদের বৈঠক শেষে যে একগুচ্ছ ঘোষণা জেটলির মুখে শোনা গেল, প্রত্যাশিতভাবেই তাকে স্বাগত জানিয়েছে শিল্প। যেমন, বাধ্যতামূলকভাবে জিএসটি-তে নথিভুক্তি এবং ওই কর দেওয়ার ক্ষেত্রে বার্ষিক ব্যবসার অঙ্কের ঊর্ধ্বসীমা দ্বিগুণ করার রাস্তা খুলে দিয়েছে কেন্দ্র। বলেছে কম্পোজিশন প্রকল্পের আওতা প্রসারিত করার কথা। নতুন করে তা খুলে দিয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য। এখন কোনও পণ্য সরবরাহকারীর ব্যবসার অঙ্ক বছরে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে, তার জিএসটি-তে নথিভুক্তি বা ওই কর দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। এদিনকার ঘোষণা অনুযায়ী এবার ওই সীমা বেড়ে হল ৪০ লক্ষ। তবে ২০ অথবা ৪০ লক্ষের ওই দুই সীমার মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাতে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের তা জানাতে হবে। অন্যদিকে, বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর নেতৃত্বে সাত সদস্যের কমিটি গড়েছে কেন্দ্র। যারা খতিয়ে দেখবে জিএসটি চালুর পরে বিভিন্ন রাজ্যে রাজস্ব কমার কারণ। সমস্ত তথ্য বিচার করে পরামর্শ দেবে সংগ্রহ বাড়ানোরও। বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে জিএসটি পরিষদ।

পরিষেবা সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে অবশ্য ঊর্ধ্বসীমা থাকছে ১০ লক্ষ টাকাই। উত্তর-পূর্ব সমেত বিশেষ বন্ধনীভুক্ত রাজ্যগুলির জন্যও হচ্ছে বছরে ১০ লক্ষ অথবা ২০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত রাজ্যের। বছরে পণ্য ব্যবসার অঙ্ক দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত হলে মিলবে কম্পোজিশন প্রকল্পের সুবিধা। আগে ছিল এক কোটি পর্যন্ত। অর্থাৎ, বছরে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে জিএসটি-র জটিল পদ্ধতি এড়িয়ে শুধু মোট আয়ের ১ শতাংশ কর মেটালেই চলবে। যদিও সেজন্য বেশকিছু শর্ত আছে। যেমন, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য আগে মেটানো করের টাকা (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট) ফেরত মিলবে না। বিশেষ বন্ধনীভুক্ত রাজ্যগুলিকে অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে তারা কত টাকা পর্যন্ত এই ঊর্ধ্বসীমা চায়। পরিষেবা প্রদানকারীর বার্ষিক ব্যবসার অঙ্ক ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে, তারাও এই প্রকল্পের সুবিধা

পাবে। আগে যা ছিল না। তবে তাদের কর গুণতে হবে ৬ শতাংশ (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য জিএসটি ৩ শতাংশ করে)। শুধু রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে এই করের হার আগেই ছিল ৫ শতাংশ। কম্পোজিশন প্রকল্পের আওতায় থাকলে, সরল হবে কর জমা। কর প্রতি ত্রৈমাসিকে জমা দিতে হলেও রিটার্ন দিতে হবে বছরে একবারই। নিজেদের সীমানার মধ্যে হওয়া পণ্য ১ শতাংশ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ পরিষেবা সরবরাহে দু' শতাংশ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সেস বসাতে পারবে বন্যায় বিধ্বস্ত কেরালা।

এর পাশাপাশি জিএসটি-র কম্পোজিশন প্রকল্পের আওতাভুক্ত কিছু ব্যবসায়ীর প্রতারণা রুখতে তৎপর হল কেন্দ্র সরকার। যাতে বেআইনিভাবে করের দাবি আটকাতে ক্রেতাদের হাত আরও শক্ত করা যায়। সরকারি সূত্রের খবর, ওই প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত কোনও ব্যবসায়ী পণ্য বেচলে, রসিদে তা লিখে ক্রেতাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা করছে রাজস্ব দপ্তর। যাতে কেউ অন্যায়ভাবে কর দাবি করতে না পারেন। ঠকে না যান ক্রেতাও। বস্তুত, কম্পোজিশন প্রকল্পের আওতায় বছরে পণ্য ব্যবসার অঙ্ক এক কোটি টাকা পর্যন্ত হলে মেলে কম্পোজিশন প্রকল্পের সুবিধা। সম্প্রতি জিএসটি পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বাড়িয়ে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত করার। যদিও বিশেষ বন্ধনীভুক্ত রাজ্যগুলিকে এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে তারা কত টাকা পর্যন্ত এই ঊর্ধ্বসীমা চায়। মোদ্দা কথা, প্রকল্পটির সুবিধা হল বছরে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসার ক্ষেত্রে জিএসটি-র জটিল পদ্ধতি এড়িয়ে শুধু মোট আয়ের ১ শতাংশ কর মেটালেই চলে। যদিও এই প্রকল্পে বেশকিছু শর্তও আছে। তার মধ্যেই অন্যতম, এতে ক্রেতাদের থেকে কর উসুল করা যায় না। ফেরত মেলে না কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য আগে মেটানো করের টাকাও (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট)। পরিষেবা প্রদানকারীর বার্ষিক ব্যবসার অঙ্ক ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে, তারাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে বলে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিষদ। আগে যা ছিল না। তাদের কর গুণতে হবে ৬ শতাংশ।

● **মন্ত্রিসভার সায় ৩ ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণে :**

দেশে এই প্রথমবার তিনটি সম্পূর্ণ আলাদা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ ঘটতে চলেছে। গত ২ জানুয়ারি ব্যাঙ্ক অব বরোদার সঙ্গে বিজয়া ব্যাঙ্ক ও দেনা ব্যাঙ্কের সংযুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এর আগে স্টেট ব্যাঙ্ক, তাদের ৫-টি সহযোগী ব্যাঙ্ক ও মহিলা ব্যাঙ্কের সংযুক্তি হয়েছিল। সংযুক্তিকরণের পরে বিজয়া ব্যাঙ্ক ও দেনা ব্যাঙ্কের শেয়ারহোল্ডাররা ব্যাঙ্ক অব বরোদার ক'টি করে শেয়ার পাবেন (সোয়াপ রেশিও), সেব্যাপারেও এদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাঙ্ক অব বরোদার পরিচালন পর্ষদ। এদিন মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, ৩ ব্যাঙ্কের সংযুক্তি আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে স্টেট ব্যাঙ্ক এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পরেই দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক হবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ১৮-য়।

● **আইডিএফসি ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তন :**

সংস্থা সংযুক্তিকরণ হয়েছিল গত বছরের শেষ দিকে। সেই সংযুক্তিকরণের পর এবার নাম পরিবর্তন হল আইডিএফসি ব্যাঙ্কের। গত ১২ জানুয়ারি থেকে এর নতুন নাম হল আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড। আইডিএফসি ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র বেসরকারি খাতেই ঋণ দেয়। এটি মূলত ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্ক। এর পুরো নাম ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি। গত বছর ১৮ ডিসেম্বর ক্যাপিটাল ফার্স্ট কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কথা ঘোষণা করে আইডিএফসি কর্তৃপক্ষ। ক্যাপিটাল ফার্স্ট একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি। এই সংযুক্তিকরণের পর আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের দেয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.০৩ লক্ষ কোটি টাকা। এই দুই সংস্থার সংযুক্তিকরণের পর তাদের মোট গ্রাহক সংখ্যা হল ৭২ লক্ষ। দেশে আইডিএফসি-র ২০৩-টি ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ ও ১২৯-টি এটিএম রয়েছে। এছাড়াও দেশজুড়ে ৪৫৪-টি গ্রামীণ ব্যবসায়িক প্রতিনিধি সেন্টার রয়েছে।

খেলা

- সপ্তম আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল মধ্যপ্রদেশে। সেখানে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কালীগঞ্জ ব্লকের বল্লভপাড়ার বাসিন্দা অপু সাহা। ওই প্রতিযোগিতায় গত ১৯ জানুয়ারি ১১৫ কিলোগ্রাম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে পাঞ্জাবে আয়োজিত জাতীয় ভারোত্তলন ফেডারেশনের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হন অপু। এর পরে ২০১৫ সালে পাড়ি দেন সৌদি আরবে। সেখানে আন্তর্জাতিক স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপে মেলে রুপো। ২০১৬ সালে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতেও মেলে ব্রোঞ্জ। ২০১৭-তে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতেও মিলেছে রুপো।
- উদ্বোধনী গেমে তখন ৪-১০ পিছিয়ে সাইনা নেহওয়াল। এমন সময়ই পায়ের চোটে খেলা ছাড়লেন তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনের ক্যারোলিনা মারিন। ফলে, ইন্দোনেশিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন সাইনা নেহওয়াল। গত দুই বছরে এটাই সাইনার প্রথম বিডব্লিউএফ খেতাব। ২০১৭ সালে মালয়েশিয়ায় শেষবার বিডব্লিউএফ খেতাব জেতেন তিনি।
- গত ১৬ জানুয়ারি ম্যাচের একমাত্র গোলটি করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। যে গোলের সৌজন্যে মরসুমের প্রথম ট্রফি ইতালিয়ান কাপ পেল জুভেন্তাস। এসি মিলানকে হারিয়ে। খেলা হয় সৌদি আরবের জেড্ডায়।

● **আইসিসি-র বর্ষসেরা পুরস্কারের তালিকায় কোহালির জয়জয়কার :**

বর্ষসেরা ক্রিকেটার। সেরা টেস্ট ক্রিকেটার। সেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের ঘোষিত এই তিন পুরস্কারই জিতলেন বিরাট কোহালি। যা নজিরবিহীন। এর আগে কোনও ক্রিকেটার একইসঙ্গে এই তিন পুরস্কার জিততে পারেননি। ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তিনি। সদ্য অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ার প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট সিরিজ জিতেছেন কোহালি। অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে জিতেছেন দ্বিপাক্ষিক একদিনের সিরিজও। এবার আইসিসি-র বার্ষিক পুরস্কার তালিকাতেও জয়জয়কার কোহালির। আইসিসি ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার বা বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে গত বছরও স্যর গ্যারফিল্ড সোবার্স ট্রফি জিতেছিলেন কোহালি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার গ্যারফিল্ড সোবার্সের নামে বছরের সেরা ক্রিকেটারকে এই ট্রফি দেওয়া হয়। এই নিয়ে টানা দু'বার এই ট্রফি জিতলেন তিনি। এই মুহূর্তে টেস্ট এবং ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিনি বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। ২০১৮ সালে ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৩৭ ম্যাচে ৪৭ ইনিংসে ৬৮.৩৭ গড়ে কোহালি করেছেন ২৭৩৫ রান। ফেলে

আসা বছরে ১১ সেঞ্চুরি আর নয় হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। এর মধ্যে ১৩ টেস্টে তিনি ৫৫.০৮ গড়ে করেছেন ১৩২২ রান। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রতিটিতেই সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। গত বছরে ১৪ ওয়ান ডে ম্যাচে তিনি করেছেন ১২০২ রান। আর ১০-টি টি-টোয়েন্টিতে করেছেন ২১১ রান।

বিরাট কোহালির মুকুটে শুধু বর্ষসেরা, টেস্ট-একদিনের সেরার সম্মানই থাকছে না। তিনি ইসিসি-র টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়কও ঘোষিত হয়েছেন। যা নিঃসন্দেহে বড়ো কৃতিত্ব। একসঙ্গে এত স্বীকৃতি এর আগে কেউ পাননি। প্রসঙ্গত, আইসিসি-র বর্ষসেরা ওয়ান ডে টিমে (২০১৮ সালের) যাদের বেছে নেওয়া হল, তারা হলেন—✶ রোহিত শর্মা : ভারতের হয়ে ১৯ ইনিংস খেলে ১০৩০ রান করেছেন। গড় ৭৩.৫৭, স্ট্রাইক রেট ১০০.০৯। তিনিই করবেন ওপেন। ✶ জোনাথন বেয়ারস্টো : রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবেন ইংল্যান্ডের বেয়ারস্টো। ২২ ইনিংস খেলে ১০২৫ রান করেছেন তিনি। গড় ৪৬.৫৯, স্ট্রাইক রেট ১১৮.২২। ✶ বিরাট কোহালি : অধিনায়ক অবশ্যই বিরাট কোহালি। তিনি যথারীতি নামবেন তিন নম্বরে। ✶ জো রুট : ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটার নামবেন এর পর। ২৪ ইনিংস খেলে ৯৪৬ রান করেছেন। গড় ৫৯.১২, স্ট্রাইক রেট ৮৩.৯৩। রয়েছে তিনটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি হাফ-সেঞ্চুরি। ✶ রস টেলর : রুটের পর পাঁচ নম্বরে নামবেন এই নিউজিল্যান্ডার। ১০ ইনিংসে ৬৩৯ রান করেছেন। গড় ৯১.২৮, স্ট্রাইক রেট ৮৮.৮৭। ✶ জস বাটলার : টেলরের পর ছয় নম্বরে নামবেন ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটার। গত বছরে ৫১.৬১ গড়ে ৬৭১ রান করেছে তিনি। স্ট্রাইক রেট ১১৩.৫৩। ✶ বেন স্টোকস : সাতে নামবেন এই অলরাউন্ডার। গত বছরে ইংল্যান্ডের হয়ে ৩১৩ রান করেছেন তিনি। গড় ৪৪.৭১। রয়েছে তিনটি হাফ সেঞ্চুরি। এছাড়াও ১১ ইনিংসে ৫.৯১ ইকনমি রেটে নিয়েছেন পাঁচ উইকেট। ✶ মুস্তাফিজুর রহমান : বাংলাদেশের বাঁ হাতি পেসার ২১.৭২ গড়ে ২৯ উইকেট নিয়েছেন। তার মধ্যে গত বছরের এশিয়া কাপে ১৮.৫০ গড়ে তিনি ১০ উইকেট নেন। ✶ রশিদ খান : আফগানিস্তানের লেগস্পিনার ২০১৮ সালে ১৪.৪৫ গড়ে ৪৮ উইকেট নিয়েছেন। ইকনমি রেটে ৩.৮৯। যাতে প্রতিফলিত রশিদের বোলিংয়ের দক্ষতাই। ✶ কুলদীপ যাদব : গত বছরে চায়নাম্যান ১৯ ম্যাচে ৪৫ উইকেট পেয়েছেন। গড় ছিল ১৭.৭৭। একদিনের ফরম্যাটে উইকেট সংগ্রহের তালিকায় রশিদের পরেই তিনি। ✶ জশপ্রীত বুমরা : আইসিসি-র বর্ষসেরা ওয়ান ডে একাদশে চতুর্থ ভারতীয় ক্রিকেটার। ১৩ ইনিংসে ১৬.৬৩ গড়ে ২২ উইকেট নেন তিনি। ইকনমি রেট ৩.৬২। যা অন্তত ২০ উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে কম।

● **অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ও একদিনের সিরিজে ইতিহাস গড়ল ভারত :** অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ার প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট সিরিজ জিতেছেন বিরাট কোহালি। টিম পেনের দলকে চার টেস্টের বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে ২-১ হারিয়েছে ভারত। পারেননি কপিল দেব, রাহুল দ্রাবিড় বা মহেন্দ্র সিং ধোনি। কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে সৌরভ গাঙ্গুলিকে। বিরাট কোহালির হাত ধরে এবার সেই অধরা ইতিহাস ছুঁল ভারতীয় ক্রিকেট। ইতিহাসে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরছে ভারত। সিডনিতে বৃষ্টিতে ম্যাচ ড্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২-১ ফলাফলে সিরিজ জিতে নিল ভারত। শুধু তাই নয়, এশিয়ার প্রথম দল হিসেবেও অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টেস্ট সিরিজ জিতল ভারত। এর আগে শেষবার অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয়ের সুযোগ এসেছিল ২০০৩-'০৪ সালে। কিন্তু, সেবার ভারত এবং সিরিজ জয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন স্টিভ ওয়াহ। সেদিন স্টিভের স্টাম্পিং সুযোগ নষ্ট করেছিলেন পার্থিব পটেল। আর তারপরই অজি অধিনায়কের মহাকাব্যিক ইনিংস প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতের টেস্ট জয়ের মাঝে। সেদিন ম্যাচটি ড্র হয়ে যাওয়ায় সিরিজ জয় হাতছাড়া হয় ভারতের। ইতিহাসের দোড়গোড়া থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল ভারতকে। সৌরভের হাত ধরে সেদিন যা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, তারই যেন শাপমোচন হল গত ৭ জানুয়ারি।

অধিনায়ক কোহালি ছাড়াও এ সিরিজ থেকে অবশ্যই ভারতের বড়ো প্রাপ্তি চেতেশ্বর পূজারা। 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' এবং 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' হলেন এই ডান হাতি। এই টেস্টে পাঁচ উইকেট নিয়ে কুলদীপ যেন নতুন সভ্যতার উত্থান ঘটালেন। বলতে হবে ময়াঙ্ক আগরওয়ালের কথাও। ওপেনার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন ময়াঙ্ক। প্রসঙ্গত, ১৯৮৮-তে বাইসেন্টিনিয়াল টেস্টের পরে দেশের মাটিতে এই প্রথম ফলো-অন করল অস্ট্রেলিয়া। সেটাও ছিল সিডনিতে। প্রতিপক্ষ ছিল মাইক গ্যাটিংয়ের ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে তারা তোলে ৪২৫। অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়া ২১৪ রানে শেষ হয়ে গিয়ে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই টেস্টেও দ্রুতই ম্যাচে ফিরেছিল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে ডেভিড বুনের ১৮৪ নট আউটের সৌজন্যে তারা ৩২৮-২ তোলে।

এই সিরিজেই অজি ক্রিকেটের ইতিহাসে দেশের মাঠে ১৭২-টি টেস্টের পর ফলো অন হল। অ্যাডিলেডে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসেই দলকে টানলেন পূজারা। প্রথম ইনিংসে প্রবল চাপের মুখে করলেন সেঞ্চুরি। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতের লিডকে পৌঁছে দিলেন ভদ্রস্থ জায়গায়। যার ফলে চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়া করতে গিয়ে ব্যর্থ হল টিম পেনের দল। পার্থে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে রান পাননি পূজারা। বল-হাতে সাফল্যও পাননি বুমরা। ভারতও হারে টেস্ট। টিম পেনের দল সমতা ফেরায় সিরিজে।

মেলবোর্নে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের নায়ক আবার বুমরা। বক্সিং ডে টেস্টে তিনি নিলেন নয় উইকেট। তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে তার ছয় উইকেটই জয়ের পথ মসৃণ করল ভারতের। সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেলেন বিরাটরা। সিডনি টেস্ট বৃষ্টিতে পণ্ড না হলে সিরিজ ৩-১ করতে পারত ভারত। পূজারার ১৯৩ রান ও ঋষভ পন্থের অপরাজিত ১৫৯ রানের সুবাদে ৬২২ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ভারত। জবাবে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩০০ রানে। চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব নেন পাঁচ উইকেট। ফলো-অন করে অস্ট্রেলিয়াকে চার ওভারের বেশি খেলতে হয়নি। বৃষ্টি পরিত্রাতা হয়ে ওঠে। এই সিরিজের সেরা ক্রিকেটার হলেন পূজারা। ৫২১ রান করেছেন তিনি। সিডনি টেস্টেরও সেরা তিনি। একসঙ্গে তার হাতে উঠল জোড়া পুরস্কার। তবে খুব পিছিয়ে ছিলেন না বুমরাও। ২১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। অধিনায়ক বিরাট কোহালি যখনই বল তুলে দিয়েছেন হাতে, উজাড় করে দিয়েছেন তিনি।

এর পরও আরও ইতিহাস সৃষ্টি করল ভারত। অস্ট্রেলিয়ায় কখনও দ্বিপাক্ষিক একদিনের সিরিজ জেতেনি ভারত। নজির গড়ল বিরাট কোহালির দল। মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাটেই সিরিজ জিতল ভারত। বিরাট কোহালি ফেরার পর চতুর্থ উইকেটে কেদার যাদবের সঙ্গে তার

জুটিই জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে গেল দলকে। একদিনের সিরিজে টানা তিন ম্যাচে পঞ্চাশ করে ফেললেন তিনি। দুই উইকেটে ভারত যখন ৫৯, তখন ক্রিজে এসেছিলেন ধোনি। প্রথমে কোহালির সঙ্গে জুটিতে পঞ্চাশের বেশি রান, তারপর কেদার যাদবের সঙ্গে একশো রানের জুটিতে জয় ছিনিয়ে আনলেন এমএসডি। কেদারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১৯.২ ওভারে ১২১ রান যোগ করলেন ধোনি। যা ফারাক গড়ে দিল। একদিনের সিরিজ জেতাল ২-১ ফলে।

একদিনের সিরিজ জিততে গত ১৮ জানুয়ারি মেলবোর্নে দরকার ছিল ২৩১ রান। শেষ ওভারে চার বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গেল ভারত (৪৯.২ ওভারে ২৩৪-৩)। জয় এল সাত উইকেটে। ১১৪ বলে ধোনি অপরাজিত থাকলেন ৮৭ রানে। ৫৭ বলে কেদার যাদব অপরাজিত থাকলেন ৬১ রানে। জয়সূচক স্ট্রোক এল কেদারের ব্যাটেই। বিরাট কোহালিকে হারিয়ে ইনিংসের মাঝপথে অবশ্য চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। ৬২ বলে ৪৬ রান করে রিচার্ডসনের বলে উইকেট কিপারকে খোঁচা দিয়ে ফিরলেন তিনি। ৩০ ওভারে ১১৩ রানে পড়ল ভারতের তৃতীয় উইকেট। সেখান থেকে ধোনি-কেদার ধীরে ধীরে ম্যাচের দখল নিয়ে নিলেন।

অ্যাডিলেডের পর মেলবোর্ন। ফের 'ফিনিশার ধোনি' জেতালেন দলকে। শুধু ম্যাচ জেতানোই নয়, একদিনের সিরিজও জেতালেন তিনি এবং হলেন সিরিজের সেরা। একইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একদিনের ক্রিকেটে ১০০০ রান করে ফেললেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সিডনিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৫১ করলেও খেলেছিলেন ৯৬ বল। স্ট্রাইক রেট ছিল ৫৩.১২। অ্যাডিলেডে অবশ্য শেষ ওভারে জিতিয়ে দিয়েছিলেন। ৫৪ বলে অপরাজিত ছিলেন ৫৫ রানে। মেলবোর্নের ইনিংস অবশ্য আরও মাহাত্ম্যের। কারণ, এখানে তিনিই মূলত টানলেন। মন্থর হয়ে পড়া উইকেটে চার নম্বরে নেমে। ১১৪ বলে ৮৭ রানের ইনিংসে থাকল ছয় বাউন্ডারি। সিরিজের সেরাও হলেন। এর আগে ভারতীয়দের মধ্যে শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহালি ও রোহিত শর্মার পর টিম ইন্ডিয়ার হয়ে হাজার রান করেছিলেন ওয়ান ডে ফরম্যাটে। সেই তালিকায় যুক্ত হলেন ধোনি। একদিনের সিরিজে সেরার শিরোপার নিরিখে ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর (১৫-টি সিরিজ)। তারপরই ৭-টি করে সিরিজে 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, যুবরাজ সিং, বিরাট কোহালি এবং মহেন্দ্র সিং ধোনি (এই সিরিজের পর)।

উল্লেখ্য, বিরাট কোহালির মুকুটে আরও এক পালক। গত ১৫ জানুয়ারি অ্যাডিলেডে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম ভারতীয় ক্যাপ্টেন হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একদিনের ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করলেন তিনি। যা ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওয়ান ডে সিরিজে সমতা ফেরাল। এর আগে ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে কোনও ভারতীয় অধিনায়কের একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ছিল মহম্মদ আজহারউদ্দিন ও শচীন তেন্ডুলকরের। ১৯৯২ সালে ব্রিসবেনে বিশ্বকাপে গ্রুপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই আজহার করেছিলেন ৯৩ রান। আর ২০০০ সালে হোবার্টে ত্রিদেশিয় সিরিজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শচীনও সমসংখ্যক রান করেছিলেন। মূলত কোহালির কেরিয়ারের ৩৯-তম শতরানের দাপটেই ২৯৯ রানের জয়ের লক্ষ্যে চার উইকেট হারিয়ে পৌঁছে গেল ভারত। রান তাড়ায় তার দক্ষতা আরও একবার প্রমাণিত হল অ্যাডিলেডে। একদিনের ক্রিকেটে এই নিয়ে তার ৩২ সেঞ্চুরি অবদান রাখল দলের জয়ে। কোহালির সামনে রয়েছেন শুধু শচীন তেন্ডুলকর। লিটল চ্যাম্পিয়নের ৩৩ শতরান দলের জয়ে কাজে এসেছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহালির মোট সেঞ্চুরির সংখ্যা হল ৬৪। কোহালি টপকে গেলেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি কুমারা সঙ্গাকারাকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার মোট সেঞ্চুরির সংখ্যা ৬৩। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শচীন (১০০ সেঞ্চুরি)। তারপর রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং (৭১ সেঞ্চুরি)। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সব ফরম্যাট মিলিয়ে কোহালির সেঞ্চুরির সংখ্যা এখন ১১। এটাও রেকর্ড। ডেভিড গাওয়ার (৯ সেঞ্চুরি), জ্যাক হবস (৯ সেঞ্চুরি), ব্রায়ান লারা (৮ সেঞ্চুরি) রয়েছেন তার অনেক পিছনে। ওয়ালি হ্যামন্ড, ভিভ রিচার্ডস, ভিভিএস লক্ষ্মণ, শচীন তেন্ডুলকরের এই দেশে রয়েছে ৭ সেঞ্চুরি।

● **মিতালির অনন্য নজির :**

মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে নতুন ইতিহাস লিখলেন ভারতের মিতালি রাজ। প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে একদিনের ক্রিকেটে ২০০-তম ম্যাচ খেললেন তিনি। হ্যামিলটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে এই রেকর্ড হল মিতালির। মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড ইতোমধ্যেই রয়েছে তার দখলে। মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডে মিতালির পর রয়েছেন শার্লট এডওয়ার্ডে। ইংল্যান্ডের হয়ে তিনি খেলেছেন ১৯১-টি ম্যাচ। ১৭৪-টি ম্যাচ খেলে ভারতের ঝুলন গোস্বামী রয়েছেন তিন নম্বরে। ১৯৯৯ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজের একদিনের ক্রিকেট কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচটি খেলেছিলেন মিতালি। সেই ম্যাচ ১১৪ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে ভারত জিতেছিল ১৬১ রানে। প্রায় দুই দশক ধরে ভারতীয় মহিলা দলের প্রতিনিধিত্ব করে মহিলা ক্রিকেটের অনেক রেকর্ড এখন মিতালির ঝুলিতে। ২০০-টি ম্যাচ খেলে তার সংগ্রহ ৬ হাজার ৬২২ রান। যা মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান। একদিনের মহিলা ক্রিকেটে সব থেকে বেশি হাফ-সেঞ্চুরি করার রেকর্ডও তার দখলে।

● **ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজ :**

২৩ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের মাটিতে খেলবে ভারতীয় দল—পাঁচটি ওডিআই ও তিনটি টি-২০। ২৩, ২৬ ও ২৮ জানুয়ারির একদিনের ম্যাচ পর পর যথাক্রমে ৮ উইকেট (ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে), ৭০ রান ও ৭ উইকেটে জেতার ফলে দু' ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ চলে যায় ভারতের দখলে। প্রসঙ্গত, প্রথম তিন ওয়ান ডে-র মধ্যে প্রথমটিতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ রোহিত শর্মা এবং বাকি দু'টোতেই ম্যাচের সেরা শামি। গত ২৮ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাউন্ট মাউনগানুইয়ে তৃতীয় ওয়ান ডে-তে দলকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরা শামি। এদিন জিতে পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে ৩-০ এগিয়ে গেল ভারত। দশ বছর পরে নিউজিল্যান্ডের মাটি থেকে এল ভারতের ওয়ান ডে সিরিজ জয়। একদিনের ক্রিকেটে ১০০ উইকেট নিতে ইরফান পাঠানের লেগেছিল ৫৯ ম্যাচ। তিনিই এতদিন ছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম। গত ২৩ জানুয়ারি ইরফানকে টপকে গেলেন মহম্মদ শামি। শততম উইকেটে পৌঁছতে তার লাগল ৫৬ ওয়ান ডে। ২০১৮ সালে খুব একটা একদিনের ম্যাচে খেলেননি শামি। টেস্টে পুরনো ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন। নতুন বছরের গোড়ায় অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজেও ভরসা দিয়েছেন দলকে। সিডনিতে প্রথম ম্যাচে যদিও নতুন বল দেওয়া হয়নি তাকে। তৃতীয় পেসার হিসেবে

এসেছিলেন আক্রমণে। অ্যাডিলেড ও মেলবোর্নে অবশ্য ভুবনেশ্বর কুমারের সঙ্গে নতুন বল হাতে শামিই দৌড়ে আসেন। তিন ম্যাচে তিনি নিয়েছিলেন পাঁচ উইকেট। ভুবনেশ্বর (৮ উইকেট) ও যুজবেন্দ্র চহালেন (৬ উইকেট) পর তিনিই ছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী। ভারতীয়দের মধ্যে ওয়ান ডে ফরম্যাটে দ্রুততম ১০০ উইকেটের তালিকায় এখন পরপর থাকলেন শামি (৫৬ ম্যাচ), ইরফান (৫৯ ম্যাচ), জাহির খান (৬৫), অজিত আগরকর (৬৭ ম্যাচ), জাভাগল শ্রীনাথ (৬৮ ম্যাচ)।

গত ২৬ জানুয়ারি বে ওভালে ৩৩৪-তম ওয়ান ডে ম্যাচে খেললেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। যা ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় সর্বাধিক। মহম্মদ আজহারউদ্দিনও সমসংখ্যক একদিনের ম্যাচে খেলেছিলেন। ফলে, ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে সবচেয়ে বেশি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার তালিকায় আজহারের সঙ্গে ধোনি যুগ্মভাবে থাকলেন তিনে। দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি একদিনের ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে শচীন তেন্ডুলকরের। তিনি ৪৬৩ ওয়ান ডে খেলেছিলেন। দুইয়ে আছেন রাহুল দ্রাবিড় (৩৪০ ওয়ান ডে)। উল্লেখ্য, ধোনি মোট ৩৩৪ ওয়ান ডে খেললেও এর মধ্যে তিনটি ম্যাচ তিনি খেলেছিলেন এশিয়া একাদশের হয়ে। ২০১৮ সালে একটাও পঞ্চাশ আসেনি ধোনির ব্যাটে। কিন্তু, ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজে তিনি ম্যাচেই পঞ্চাশ আসে তার ব্যাটে। নিউজিল্যান্ডেও ওয়ান ডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৩ বলে ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৩৭ বছর বয়সি ডেথ ওভারে তোলের ঝড়। তার দাপটেই ৩৩৪ রানে পৌঁছয় ভারত।

ভারত সিরিজ জিতে যাওয়ার পর গত ৩১ জানুয়ারি হ্যামিল্টনে চতুর্থ ওয়ান ডে ৮ উইকেটে জিতল কিউয়িরা। সর্বোচ্চ রান ১০ নম্বরে নামা যুজবেন্দ্র চহালের। সাত জনের স্কোর দুই অঙ্কের ঘরেই পৌঁছতে পারল না। দু'জন করলে শূন্য, দু'জন এক এবং ভারত শেষ ৯২ রানে। যে রান তুলতে ১৪.৪ ওভার সময় নিল নিউজিল্যান্ড। ২০০-তম ম্যাচ খেলতে নামা রোহিত, তার পার্টনার শিখর-সহ পাঁচজন স্রেফ ঝলসে গেলেন বোল্টের গতিতে। ২১ রানে ৫ উইকেট নিলেন এই কিউয়ি পেসার। এই ম্যাচ অভিষেক হয় শুভমান গিলের। ২১ বলে ৯ রানের ইনিংস খেলে আন্তর্জাতিক ডেবিউ হল তরুণ ডানহাতির। শূন্য রানে ফিরে যান রায়ুডু এবং কার্তিক। চায়নাম্যান যাদব করেন ১৫ রান। আর ইনিংসের সেরা ১৮ রানে অপরাজিত থেকে যান চহাল। জুটিতে ওঠে ৩৫ রান। ব্যাট করতে নেমে ভুবনেশ্বরের প্রথম ওভারেই একটি ওভার বাউন্ডারি, ও দু'টি বাউন্ডারি মারেন মার্টিন গাপ্তিল। লক্ষ্য অত্যন্ত কম হওয়ায় মারতে থাকেন নিকোলস, রস টেলররা। মাত্র ১৪.৪ ওভারে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড। পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন ট্রেন্ট বোল্ট।

● **টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি :**

২০২০ সালের পুরুষ ও মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের দিনক্ষণ ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ। পুরুষদের ভারতীয় দল রয়েছে গ্রুপ-২-এ। ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান রয়েছে এই গ্রুপে। বিরাট কোহালিরা টুর্নামেন্ট শুরু করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে। গ্রুপ-১-এ পুরুষদের ক্রিকেট দলে রয়েছে পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও দু'টি কোয়ালিফায়ার দল। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিডনিতে ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপ শুরু হবে হরমনপ্রীতদের। গ্রুপ-এ-তে রয়েছে ভারত। সেখানেও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, অপর এক কোয়ালিফায়ার দলের মুখোমুখি হবেন তারা। মহিলা ক্রিকেট দলে গ্রুপ-বি-তে রয়েছেন ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, কোয়ালিফায়ার ২ দল। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে মহিলাদের বিশ্বকাপ, এর মধ্যে গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ চলবে ৩ মার্চ পর্যন্ত। পুরুষ ও মহিলা দুই ক্রিকেট দলেরই ফাইনাল হবে মেলবোর্নের মাঠে। ৫ মার্চ হবে সেমিফাইনাল। ৮ মার্চ হবে মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে মাথায় রেখেই এই দিন ম্যাচের ভাবনা। পুরুষ বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার পর্যায়ের ম্যাচ চলবে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত। গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচ চলবে ২৪ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর। ১১ ও ১২ নভেম্বর হবে সেমিফাইনাল। ১৫ নভেম্বর হবে পুরুষদের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা। পুরুষ ও মহিলা দুই দলের খেলায় নজর থাকবে ক্রীড়াপ্রেমীদের। ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বিরাট বাহিনীর লড়াই। প্রায় ৯২ হাজার মানুষ রোজ খেলা দেখতে আসবেন, এমনটাই আশা করছে আইসিসি। ১৫ নভেম্বর হবে পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল।

● **খেলাশ্রী সম্মান :**

বাংলায় ২২১-টি ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে এক লক্ষ টাকা করে অনুদান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। গত ২৮ জানুয়ারি নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'খেলাশ্রী' সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ঘোষণা করলেন। শুধু ক্রিকেট বা ফুটবল কোচিং সেন্টারকে নয়, সব রকমের খেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকেই এবছর থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন খেলার সফল প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়দের নানা সম্মান দেওয়া হয়। জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হল প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি ও প্রাক্তন টেনিস তারকা জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে। বাংলার গৌরব পুরস্কার পান প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্য, রণদেব বসু, ফুটবলার তুষার রক্ষিত। স্মারক তুলে দেওয়া হল বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের হাতেও। এবারই জাতীয় ওয়ান ডে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নেহা মাজিরা। অনুষ্ঠানে কিংবদন্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম থাপাও। ছিলেন মনোজ তিওয়ারি, দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরবক্স সিং, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ঈশান পোড়েল, মেহুলি ঘোষের পাশাপাশি বিশেষ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বেরা।

● **অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন ওসাকা ও জকোভিচ :**

মরসুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে মহিলাদের সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ন হলেন জাপানের নেয়োমি ওসাকা। গত ২৬ জানুয়ারি মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে পেত্রে কুইতোভাকে ৭-৬, ৫-৭, ৬-৪ গেমে হারালেন তিনি। এবারের প্রতিযোগিতায় তিন সেটে ওসাকা তিন ম্যাচ জিতেছিলেন। ফাইনালেও তাই হল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চারবার তিন সেটে জিতলেন তিনি। অন্যদিকে, কুইতোভা টানা ১১ ম্যাচে কোনও সেট হারেননি। এমনকী, কোনও সেট টাইব্রেকেও যায়নি। কিন্তু, ফাইনালে দুটো সেট গেল টাইব্রেক। গত মরসুমে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ওসাকা। এটা তার কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম। যা জিতলেন পরপর। এই কৃতিত্ব খুব কম খেলোয়াড়েরই রয়েছে। সেরেনা উইলিয়ামসের পর তিনিই প্রথম মহিলা যিনি টানা দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন। গত ১৫ বছরে এই কৃতিত্ব রয়েছে শুধু কিম ক্লিস্টার্সের। ২০১০ সালে তিনি জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেন।

টেনিস তারকা	গ্র্যান্ড স্ল্যাম
রজার ফেডেরার	২০
রাফায়েল নাদাল	১৭
নোভাক জকোভিচ	১৫
পিট সাম্প্রাস	১৪
রয় এমার্সন	১২

২০১১ সালে তিনি জেতেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ওসাকা জিতলেন তিন ঘণ্টার মরিয়া লড়াইয়ে। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের বিভাগে বিশ্বের এক নম্বর হয়ে গেলেন তিনি। টপকে গেলেন সিমোনে হালেপকে। তিনিই হলেন জাপানের প্রথম টেনিস খেলোয়াড়, যিনি এক নম্বর হলেন।

গত ২৭ জানুয়ারি রড লেভার এরিনায় রাফায়েল নাদালের বিরুদ্ধে খেলা ফাইনালে জিতে অস্ট্রেলীয় ওপেনে সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে রজার ফেডেরারকে ছাপিয়ে গেলেন নোভাক জোকোভিচ। জীবনের পনেরো নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় সার্বিয়ান তারকার। রাফায়েল নাদালের ফোরহ্যান্ড রুখে বাজিমাত। ৬-৩, ৬-২, ৬-৩! নোভাক জোকোভিচের দুর্ধর্ষ দাপট। অনায়াসে রেকর্ড সাত নম্বর অস্ট্রেলীয় ওপেন খেতাব জিতে মোট গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের (১৫) দিক থেকে টপকে গেলেন পিট সাম্প্রাসকে (১৪)। শুধু তাই নয়, রয় এমার্সন আর রজার ফেডেরারের সর্বোচ্চ ছ'বার অস্ট্রেলীয় ওপেন জেতার রেকর্ড ভেঙে দিলেন। উল্লেখ্য, তিনিই কনুইয়ে অস্ত্রোপচারের পরে এক বছর আগেই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২ নম্বরে চলে গিয়েছিলেন। ২০১৫-'১৬ মরসুমে জোকোভিচ উইম্বলডন থেকে শুরু করে টানা চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন। যাকে বলা হয় 'নোভাক-স্ল্যাম'। এদিনের ফাইনালেই ফের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেললেন সার্বিয়ান মহাতারকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ, ১৯৬২-র উইম্বলডন। রড লেভার ৬-২, ৬-২, ৬-১-এ উড়িয়ে দিয়েছিলেন সতীর্থ মার্টিন মুলিয়ানকে। সেই একই রকম আধিপত্য দেখালেন জোকোভিচ, লেভারেরই নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে, তারই উপস্থিতিতে! মার্টিন মুলিয়ানারে খেলোয়াড় জীবনে সেটাই গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলসে সেরা ফল। এর পরে কোনও দিন আর গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে উঠতে পারেননি। কিন্তু এদিন জোকোভিচ যাকে হারালেন তিনি যে ১৭-টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক! গোটা অস্ট্রেলীয় ওপেনে এবার একটাও সেট হারেননি। টেনিস বিশ্বে বলা হয়, তার কাছ থেকে একটা পয়েন্টও মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে পাওয়া যায় না। সেই রাফায়েল নাদালকেই তিনটে সেটে দাঁত ফোটানোর সুযোগও দিলেন না নোভাক জকোভিচ।

● **শচীন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভাঙলেন নেপালের তরুণ :**

পুরুষদের ক্রিকেটে সব থেকে কম বয়সি ক্রিকেটার হিসেবে অর্ধ শতরান করার নজির গড়লেন নেপালের তরুণ রোহিত পাউডেল। এর আগে এই রেকর্ড ছিল শচীন তেন্ডুলকরের দখলে। পাকিস্তানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে শচীন নিজের প্রথম অর্ধ শতরান করেন ১৬ বছর ২১৩ দিন বয়সে। দীর্ঘ দিন এই রেকর্ড তারই দখলে ছিল। কিন্তু গত ২৬ জানুয়ারি দুবাইতে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিপক্ষে একটি এক দিবসীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে শচীনের এই রেকর্ড ভেঙে দেন রোহিত। মাত্র ১৬ বছর ১৪৬ দিন বয়সে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে অর্ধশত রান করে লিটল মাস্টারের প্রায় ৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিলেন তিনি। এর সঙ্গেই পুরুষদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে সব থেকে কম বয়সে অর্ধ শতরান করার নজিরও গড়লেন রোহিত। এর আগে এই রেকর্ড ছিল পাক তারকা শাহিদ আফ্রিদির দখলে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাত্র ১৬ বছর ২১৭ দিন বয়সে এই নজির গড়েছিলেন তিনি। যদিও পুরুষ ও মহিলাদের ক্রিকেট মিলিয়ে ধরলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব থেকে কম বয়সে অর্ধ শতরানের নজির দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য জোহমারি লোগটেনবার্গের। ১৪ বছর বয়সে টেস্ট এবং ওয়ান ডে দুই ধরনের ক্রিকেটেই অর্ধ শতরানের রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি।

● **জেসন হোল্ডার স্পর্শ করলেন ব্র্যাডম্যানকে :**

বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভাল স্টেডিয়ামে অনন্য কীর্তি গড়লেন জেসন হোল্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক আট নম্বরে নেমে করলেন ডাবল সেঞ্চুরি। যা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৩৮১ রানে জয়ের পথ গড়ে দিল। ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক জেসন হোল্ডার দ্বিতীয় ইনিংসে আট নম্বরে নেমে অপরাজিত থাকলেন ২০২ রানে। ২২৯ বলের ইনিংসে মারলেন ২৩-টি চার ও ৮-টি ছয়। তার দাপটেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় উইকেটে ৪১৫ রান তোলে এবং ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। চতুর্থ ইনিংসে জেতার জন্য ৬২৮ রান করতে হ'ত ইংল্যান্ডকে। রোস্টন চেজের ৬০ রানে আট উইকেটের দাপটে জো রুটের দল শেষ হয় ২৪৬ রানে। বিশাল ব্যবধানে জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচের সেরা হন হোল্ডার। কারণ, দ্বিতীয় ইনিংসে একসময় ১২০ রানে ছয় উইকেট পড়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সেখান থেকে শন ডাউরিচের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে ২৯৫ রান যোগ করেন হোল্ডার। ডাউরিচ অপরাজিত থাকেন ১১৬ রানে। আর এই ইনিংসেই স্যার ডন ব্র্যাডম্যানকে স্পর্শ করেনল হোল্ডার।

টেস্টে কোনও দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং অর্ডারে সাত বা সাতের নিচে নেমে দ্বিশত রানের রেকর্ড এতদিন শুধু ব্র্যাডম্যানের ছিল। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারির গোড়ায় মেলবোর্নে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে সাত নম্বরে নেমে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। ৩৭৫ বলের ইনিংসে ২২ বাউন্ডারির সাহায্যে করেন ২৭০ রান। তার পরে হোল্ডারই হলেন দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান যিনি টেস্টে দলের দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ডাবল সেঞ্চুরি। আট নম্বরে নেমে এর আগে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন শুধু দু'জন, ওয়াসিম আক্রম (অপরাজিত ২৫৭) আর ইমতিয়াজ আহমেদ (২০৯)। এই দু'জনই পাকিস্তানের। তালিকায় তিন নম্বরে থাকলেন হোল্ডার। তবে টেস্টে দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সাত বা সাতের নিচে নেমে ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডে তিনি থাকলেন ব্র্যাডম্যানের পরেই।

● **দীপা কর্মকারের জীবনী প্রকাশ :**

অলিম্পিকে সাড়া জাগানো জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। গত ২২ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে তার জীবনী প্রকাশিত হল শতীন তেন্ডুলকরের হাতে। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিক্সে ভল্ট ইভেন্টের সেমিফাইনালে উঠে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিলেন তিনি। ওই অলিম্পিকে কোনও পদক না জিতলেও দুরন্ত পারফরম্যান্সের জেরে বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। গত বছর নভেম্বরে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। ২৫ বছরের ত্রিপুরার এই জিমন্যাস্টের জীবনীর নাম 'দ্য স্মল ওয়ান্ডার'। আগরতলার থেকে কীভাবে বিশ্ববিখ্যাত জিমন্যাস্ট হলেন দীপা, সেই কাহিনী উঠে এসেছে এই বইতে। দীপার কোচ বীরেশ্বর নন্দীর দেওয়া বিভিন্ন তথ্য এই বইকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

● **সপ্তশৃঙ্গের পরে সপ্ত আগ্নেগিরি জয় করে নজির সৃষ্টি :**

গত ১৬ জানুয়ারি ভারতীয় পর্বতারোহণে ইতিহাস তৈরি করলেন সত্যরূপ সিদ্ধান্ত। অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি মাউন্ট সিডলি

(৪২৮৫ মিটার) আরোহণ করে সর্বকনিষ্ঠ পর্বতারোহী হিসাবে সপ্তশৃঙ্গ ও সপ্ত আগ্নেয়গিরি জয়ের জোড়া খেতাব বিশ্ব রেকর্ড করলেন তিনি। ৩৫ বছর ন'মাস বয়সে। এর আগে এই রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার ড্যানিয়েল বুলের (৩৬ বছর ৬ মাস বয়সে) দখলে। প্রথম ভারতীয় হিসাবেও মাউন্ট সিডলি এবং সপ্ত আগ্নেয়গিরি (সাত মহাদেশের সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি) জয় করলেন কলকাতার বাসিন্দা এই যুবক। সত্যরূপের আগে সপ্ত আগ্নেয়গিরি জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে বিশ্বে মাত্র পাঁচ জনে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সাত মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জিতে ফেলেছিলেন সত্যরূপ। গত বছর থেকে নজর দেন আগ্নেয়গিরি জয়ে। এর আগেও তানজানিয়ার মাউন্ট কিলিঞ্জারো (৫৮৯৫ মিটার) ও রাশিয়ার মাউন্ট এলব্রাস (৫৬৪২ মিটার) জয় করেছিলেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আর্জেন্টিনা-চিলি সীমান্তে মাউন্ট ওজোস ডেল সালাডো (৬৮৯৩ মিটার), সেপ্টেম্বরে ইরানের মাউন্ট ডামাভান্ড (৫৬১০ মিটার), নভেম্বর পাপুয়া নিউ গিনির মাউন্ট গিলাউয়ে (৪৩৬৭ মিটার), ডিসেম্বরে মেক্সিকোর মাউন্ট পিকো ডি. ওরিজাবা (৬৬৩৬ মিটার) জয় করেন। এছাড়া ফের ওঠেন মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোতে। আর নতুন বছরের গোড়াতেই উঠলেন অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি মাউন্ট সিডলিতে।

● **ভারতের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার গুকেশ :**

মাত্র সতেরো দিন আগেই বার্সেলোনায় অল্পের জন্য তৃতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম হাতছাড়া হয়েছিল। সেটা পেয়ে গেলে বিশ্বের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হ'ত ভারতের ডি. গুকেশই। যে নজিরের মালিক বিখ্যাত দাবাড়ু সের্গেই কাজাকিন। গত ১৫ জানুয়ারি গুকেশের কাঙ্ক্ষিত সেই নর্ম এল দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল দাবায়। তবে ১২ বছর ৭ মাস ১৭ দিন বয়সে। কাজাকিনকে ছাপিয়ে যেতে না পারলেও গুকেশই এখন ভারতের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার। এদেশে আগের রেকর্ড আর. প্রজ্ঞানানন্দের। যে ১২ বছর ১০ মাসে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়। ঘটনাচক্রে তাকে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল গুকেশ। গত বছর এপ্রিলে গুকেশ তার প্রথম নর্মটি ব্যাঙ্কক ওপেন দাবায় পায়। দ্বিতীয় সার্বিয়ায়।

● **১০ বছর বয়সে শুটিংয়ে সোনা জিতে রেকর্ড :**

'খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস'-এ কনিষ্ঠতম হিসাবে সোনার পদক জিতলেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনব শ। মেঘলি ঘোষের সঙ্গে জুটি বেঁধে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ের ২১ অনূর্ধ্ব মিক্সড বিভাগে সোনা জিতেছেন তিনি। সোনা জেতার সময় তার বয়স ছিল ১০ বছর ২৯১ দিন। অলিম্পিকে সোনাজয়ী শুটার অভিনব বিন্দ্রাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে শুটিংকে বেছে নিয়েছে সে। মাত্র আট বছর বয়সে শুটিংয়ে হাতে খড়ি হয় তার। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল শুটিং অ্যাকাডেমিতে শুটিংয়ের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়েছে সে। গত ১৩ জানুয়ারি পুণের বালেয়াড়ি স্পোর্টিং কমপ্লেক্সে 'খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে' সোনা জিতেছে সে। অভিনবের এই সোনা জয়ের রেকর্ড চিরকালের জন্য অক্ষত থাকবে বলে মনে করছে শুটিং বিশেষজ্ঞরা। কারণ গত মাসে ন্যাশনাল রাইএফল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে, শুটিংয়ের কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করেছে। এই বয়স বৃদ্ধির কারণও জানিয়েছেন এনআরএআই-এর সেক্রেটারি রাজীব ভাটিয়া। তাদের যুক্তি, এয়ার রাইফেলের ভার বহন করার যথেষ্ট শারীরিক সক্ষমতার দরকার হয়; সেজন্যই এই বয়স বৃদ্ধি। যদিও ১০ বছর বয়সেই সাড়ে চার কেজি ওজনের রাইফেল চালিয়ে সোনা জিতলেন বাংলার অভিনব।

● **ভারতেই এবারের আইপিএল :**

বিদেশে নয়, এবছরও আইপিএল হচ্ছে ভারতেই এবং তা এপ্রিলে নয়, এগিয়ে আসতে চলেছে মার্চের শেষ শপ্তাহে, সম্ভবত ২৩ মার্চ থেকে। মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে যাতে আইপিএল শেষ করা যায়, সেই চেষ্টা চলছে। যাতে আইপিএল-এ খেলা ক্রিকেটারেরা বিশ্বকাপের আগে বিশ্রাম পান। গত ডিসেম্বর মাসে আইপিএল নিলামের সময়ই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, দেশের মাটিতেই হতে চলেছে আইপিএল। এবার সেই সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দেওয়া হল। গত ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স (সিওএ)-এর দুই সদস্য বিনোদ রাই ও ডায়ানা এডুলজি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ও একাধিক রাজ্য সরকারি প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। যা বোর্ড সরকারিভাবে জানিয়েও দেয়। তবে শুরুটা ঠিক করা হলেও এই প্রতিযোগিতা কবে শেষ হবে, সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি বলে জানিয়েছে সিওএ। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিস্তারিত সূচি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এপ্রিল-মে মাসে সারা দেশে নির্বাচনের জন্য আইপিএল আংশিক বা পুরোপুরি বিদেশে হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তার উপর আবার এই প্রশ্নও ওঠে যে, বিশ্বকাপ শুরুর সপ্তাহখানেক বা দিন দশেক আগে আগে আইপিএল শেষ হলে ভারতীয় ক্রিকেটাররা কতটুকুই বা বিশ্রাম পাবেন? অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশের বোর্ডও মে মাসে তাদের দেশের ক্রিকেটারদের আইপিএল খেলার অনুমতি দিতে নারাজ। তাদের যেমন বিশ্রাম দরকার, তেমনই আইপিএল খেলতে গিয়ে চোট লেগে যাওয়ার ঝুঁকিও থেকে যাবে বলে মনে করেন তারা। তাই সব সংশয় মেটাতে আইপিএল-কে এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত। গতবার ৭ এপ্রিল থেকে ২৭ মে হয়েছিল আইপিএল। এবার তা দু'সপ্তাহ আগে শুরু হলে শেষও হতে পারে দু'সপ্তাহ আগে। অর্থাৎ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। সাত বছর আগে ২০১০-এও আইপিএল শুরু হয়েছিল মার্চে। তারপর থেকে বরাবরই এপ্রিলের শুরু থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এই ক্রিকেট লিগ। বোর্ডের নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আইপিএল শেষ হওয়ার পরে অন্তত ১৫ দিন ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অংশ নিতে পারবে না। এবার আইপিএল এগিয়ে আনার এটাও একটা কারণ বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ২০০৯-এ পুরো আইপিএল হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ২০১৪-য় প্রতিযোগিতার শুরুর দিকটা হয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে।

● **অরুণিমা সিং-এর আন্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় :**

একটা পা নেই। তা বলে থেমে থাকেননি পর্বতারোহী অরুণিমা সিং। পর্বত আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সাফল্যের সিঁড়িতেও তরতর করে উঠে চলেছেন তিনি। নকল পা নিয়েই ২০১৩ সালে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অরুণিমার মুকুটেই নয়া পালক। প্রথম মহিলা হিসেবে ওই নকল পা নিয়েই আন্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট ভিনসনও জয় করলেন উত্তরপ্রদেশের অরুণিমা সিং। উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকর নগরের মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণী অরুণিমা সিং তখন ২৩। জাতীয় স্তরের ভলিবল খেলোয়াড়। মুহূর্তে জীবনে নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর 'শাস্তি' হিসেবে তাকে ঘটনাচক্রে হারাতে হয় বাঁ

পা। যদিও লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে আসেননি। অস্ত্রোপচার করে নকল পা বসানোর পরেই অরুণিমা এভারেস্ট জয়ের সংকল্প করেছিলেন। বহু লড়াইয়ের পর ২০১৩ সালের ২১ মে জয় করেছিলেন এভারেস্ট। প্রস্থেটিক পা নিয়ে তিনিই বিশ্বের প্রথম এভারেস্ট জয়ী মহিলা। আর তার ছ'বছরের মধ্যেই সেই প্রস্থেটিক পা নিয়েই এখন মাউন্ট ভিনসনও জয় করে রেকর্ড করে ফেললেন অরুণিমা। মাউন্ট ভিনসনের আগেই আরও পাঁচটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করে ফেলেছিলেন অরুণিমা। মাউন্ট এভারেস্ট, মাউন্ট কিলিমাঞ্জেরো, মাউন্ট এব্রাস, মাউন্ট কোসিয়াজকো, মাউন্ট অ্যাকোনকাগুয়া। পেয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মানও।

● **হপম্যান কাপের মিক্সড ডাবলসে ফেডেরার-বেনচিচ জয়ী :**

টেনিস ইতিহাসের অন্যতম অবিস্মরণীয় ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন পার্থের দর্শকরা। যে ম্যাচে নেটের একদিকে সেরিনা উইলিয়ামস আর অন্যদিকে রজার ফেডেরার। যাদের মিলিত সিঙ্গলস গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যা ৪৩। হপম্যান কাপের মিক্সড ডাবলস ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন এই দুই কিংবদন্তি। যে ম্যাচে ৪-২, ৪-৩ ফলে সেরিনা-ফ্রান্সেস তিয়াফো জুটিকে হারাল ফেডেরার-বেলিন্দা বেনচিচের দর। সেরিনার সার্ভিসে ফেডেরারের রিটার্ন। টেনিসপ্রেমীদের জন্য পার্থে এ রকমই একটা অকল্পনীয় দৃশ্য নতুন বছরে অপেক্ষা করেছিল। হপম্যান কাপের এই লড়াইয়ে গত পয়লা জানুয়ারি শুরুতে তিয়াফোকে ৬-৪, ৬-১ হারিয়ে সুইজারল্যান্ডকে এগিয়ে দেন ফেডেরার। এর পরে স্কোর ১-১ করেন সেরিনা। বেনচিচকে ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩ হারিয়ে। এর পরে দু'দলের ভাগ্য ঠিক হওয়ার মিক্সড ডাবলস ম্যাচে জিতে যান ফেডেরাররা। যার জেরে হপম্যান কাপ জেতার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ফেডেরার। অন্যদিকে ছিটকে গেল সেরিনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম সেটে ফেডেরার বা সেরিনা—কেউই একে অন্যের সার্ভিস ভাঙতে পারেননি। কিন্তু নেটে ফেডেরারের অসাধারণ টাচ প্লে খেলার ভাগ্য ঠিক করে দেয়।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **২০১৮ উষ্ণতার নিরিখে ষষ্ঠ স্থানে :**

উষ্ণতার নিরিখে রেকর্ড গড়েছে ২০১৮ সাল। কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব মাধবন রাজীবন গত ১৬ জানুয়ারি ট্যুইটারে লিখেছেন, ১৯০১ সাল থেকে হিসেব শুরু করলে উষ্ণতার নিরিখে ২০১৮ সাল থাকবে ষষ্ঠ স্থানে এবং সেই সঙ্গে দেশে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগও। এদিন রাজীবনের দেওয়া একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে এবং প্রাণহানিও হয়েছে তার প্রায় প্রতিটিতেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রাণহানি, দু'টিই সব থেকে বেশি হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। ধুলোঝড়, বন্যা, শৈত্যপ্রবাহ, বজ্রপাত-সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৫৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অতিবৃষ্টি ও বন্যায় মারা গিয়েছেন ১১৬ জন। উষ্ণায়নের ফলে সারা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন পরিবেশবিজ্ঞানীরা। সেই গড় বৃদ্ধি দু'ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছলেই চরমে উঠবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দাপট। গত বছর রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' (আইপিসিসি)-এর রিপোর্ট জানায়, গড় তাপমাত্রায় বৃদ্ধি দেড় ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলেছে।

প্রকৃতির রোষে মৃত্যু

কোথায়	কত
■ উত্তরপ্রদেশ	৫৯০
■ কেরালা	২২০
■ মহারাষ্ট্র	১৩৯
■ পশ্চিমবঙ্গ	১১৬
■ ওড়িশা	৭৭
■ ঝাড়খণ্ড	৭৫
■ রাজস্থান	৬৮
■ গুজরাত	৫২
■ তামিলনাড়ু	৪৫
■ অসম	৩২
■ কাশ্মীর	১১

২০১৮ সালের হিসেব।
সূত্র : ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের ওয়েবসাইট

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য

● **বিশ্বের সবচেয়ে হালকা উপগ্রহ 'কালামস্যাট' উৎক্ষেপণ :**

কাঠের চেয়ারের চেয়েও হালকা একটা উপগ্রহকে কাঁধে চাপিয়ে গত ২৪ জানুয়ারি রওনা হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) অত্যন্ত শক্তিশালী রকেট 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল' বা পিএসএলভি-সি-৪৪। বেসরকারি সংস্থা 'স্পেস কিডজ'-এর ছাত্ররা অনেক পরিশ্রম করে বানিয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে হালকা সেই উপগ্রহ। তাই সেই উপগ্রহকে কক্ষপথে পাঠানোর জন্য একটি টাকাও নিচ্ছে না ইসরো। মাত্র দেড় কিলোগ্রাম ওজনের সেই উপগ্রহটির নাম রাখা হয়েছে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আবদুল কালামের নামে। 'কালামস্যাট'। পিএসএলভি রকেট একই সঙ্গে কক্ষপথে পৌঁছে দেবে সেনাবাহিনীর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় আরও একটি উপগ্রহকে। যার নাম 'মাইক্রোস্যাট-আর'। ওজন ৭৪০ কিলোগ্রাম। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধওয়ন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এই দু'টি উপগ্রহকে কক্ষপথে পৌঁছে দিতে ইসরোর পিএসএলভি রকেটের সফল উৎক্ষেপণ হয় এদিন। এই নিয়ে ৪৪.৪ মিটার লম্বা এবং ২৬০ টন ওজনের পিএসএলভি-র উৎক্ষেপণ হবে ৪৬ বার। এই পিএসএলভি-র পিঠে চাপিয়েই মঙ্গলের কক্ষপথে পাঠানো হয়েছিল 'মঙ্গলযান'-কে। 'চন্দ্রযান-১'-কেও চাঁদ-মুলুকে পাঠিয়েছিল ইসরোর এই পিএসএলভি রকেটই। গত নভেম্বরে এই পিএসএলভি-র পিঠে চেপেই কক্ষপথে পৌঁছেছিল ভূপর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপগ্রহ 'হাইসিস'। চারটি স্তরের (ফোর স্টেজ) পিএসএলভি রকেটের শেষ পর্যায়টি (ফোর্থ স্টেজ) সাধারণত, আবর্জনার (ডেব্রি) মতো ছড়িয়ে দেওয়া হয় মহাকাশে। কিন্তু এবারই প্রথম তা হবে না। ইসরোর চেয়ারম্যান কে. সিভান জানান যে, এবার রকেটের সেই শেষ স্তরটিকেও একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে পাঠানো হবে, গবেষণার জন্য।

● **তিন প্রজাতির গুবরে পোকার আবিষ্কার :**

জনপ্রিয় মার্কিন টিভি সিরিজ 'গেম অব থ্রোনস'-এর বিখ্যাত তিনটি ড্রাগনের নামে নাম রাখলেন সদ্য আবিষ্কৃত তিনটি গুবরে পোকার! এমনটাই ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কাতে। ইউনিভার্সিটি অব নেব্রাস্কা-লিঙ্কন-এর পতঙ্গবিদ ব্রেট র‍্যাটক্লিফ সদ্য আবিষ্কার করেছেন তিনটি বিটল বা গুবরে পোকা। সেই তিনটে গুবরে পোকার নাম তিনি রেখেছেন এই জনপ্রিয় সিরিজের বিখ্যাত তিনটি ড্রাগন ড্রোগন, রেহগাল এবং ভিসেরিয়ন-এর নামে। র‍্যাটক্লিফ জানিয়েছেন যে, এই তিনটে গুবরে পোকার গায়ের কমলা রংয়ের ঝলকই র‍্যাটক্লিফকে আগুনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। তাই তিনি ওই তিনটি গুবরে পোকার নাম ওই তিনটি ড্রাগনের নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও এই টেলিভিশন সিরিজের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার

করে জীববৈচিত্র্যের প্রচার করাও তার একটি লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। র‍্যাটক্লিফ বলেছেন যে, এই ধরনের নাম ব্যবহার করলে তা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাতে আরও নানা ধরনের প্রাণীদের সম্বন্ধে মানুষের জানার আগ্রহ বাড়বে বলেই মনে করেন তিনি। এখনও অবধি তার কর্মজীবনে প্রায় দু'শোটির উপরে গুবরে পোকার প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন র‍্যাটক্লিফ। বেশিরভাগ সময়ই তাদের এরকম অদ্ভুত নামও দিয়েছে তিনি।

● **সার্নের কোলাইডার ১০০ কিলোমিটারের :**

এমনি ছোঁড়ার চেয়ে দড়িতে বেঁধে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ঢিল ছুঁড়লে তা বেশি গতি পায়। দড়ি লম্বা হলে গতিও হয় বেশি। এভাবে কণাকে ছুটিয়ে কণার উপরে আঘাত করে জানা হয় কী আছে ভেতরে। জেনিভার লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের সাহায্যে এভাবেই হিগস-বোসন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছিল ২০১২ সালে। এই কোলাইডারের বৃত্তাকার সুড়ঙ্গটি ২৭ কিলোমিটার লম্বা। এর চেয়ে ঢের বড়ো পার্টিক্‌ল কোলাইডার তৈরির পরিকল্পনা করেছে পরমাণুর কেন্দ্রক তথা নিউক্লিয়াস নিয়ে গবেষণার ইউরোপীয় সংস্থা সার্ন। নতুনটি কোলাইডারের সুড়ঙ্গটি হবে ১০০ কিলোমিটার লম্বা। সার্নের কর্তাদের আশা, ২০৪০ নাগাদ এই সুড়ঙ্গে ইলেক্ট্রন-পজিট্রন কোলাইডার তৈরি হয়ে যাবে। খরচ পড়বে ৯০০ কোটি ইউরো। সার্নের ডিরেক্টর জেনারেল ফাবিওয়া গিয়ানত্তি-র মতে, বস্তুর নাড়ী-নক্ষত্র সন্ধানের পথে এই পরিকল্পনাটিই একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

● **'গগনযান' প্রসঙ্গে :**

সাত দিনের জন্য মহাকাশে যে তিন জনকে পাঠাবে ভারত, তাদের মধ্যে থাকবেন এক মহিলাও। আগামী তিন বছরের মধ্যে। গত ১১ জানুয়ারি একথা জানিয়েছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চেয়ারম্যান কে. সিভান। এদিন বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিক বৈঠকে মহাকাশে ভারতের মানুষ ভারতের মানুষ পাঠানোর কথা জানিয়ে ইসরোর চেয়ারম্যান 'গগনযান' অভিযানের ঘোষণা করেন। জানান, এর ফলে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর দৌড়ে বিশ্বে চতুর্থ দেশ হবে ভারত। সিভান জানিয়েছেন, 'গগনযান' অভিযানে যে তিন জনকে পাঠানো হবে, তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ হবে ভারতেই। পরে তাদের উন্নততর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে পারে রাশিয়ায়। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় ঘর্ষণের ফলে রকেটে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। সেই রকম পরিস্থিতি এড়াতে এবার রকেটে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে ইসরো। যাতে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে আগুন লাগলেও, তা ছড়িয়ে পড়বে না এবং নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন মহাকাশচারীরা।

ইসরোর বানানো সবচেয়ে বড়ো রকেট জিয়োসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক-থ্রি (জিএসএলভি মার্ক-থ্রি)। তাতে চাপিয়েই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশে মানুষ পাঠানো হতে পারে। সংস্কৃত শব্দ 'ব্যোম'-এর অর্থ মহাশূন্য। তাই প্রথমবার মহাকাশে পা রাখার সুযোগ পাওয়া ওই ভারতীয়দের 'অ্যাস্ট্রোনট্‌স'-এর বদলে 'ব্যোমনট্‌স' বলা হবে বলে সিভান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত বছর স্বাধীনতা দিবসে 'গগনযান' অভিযানের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার জন্য ইতোমধ্যেই ১০ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। 'গগনযান' প্রকল্পে সহায়তার জন্য ইতোমধ্যেই রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে বিশেষ চুক্তি হয়েছে ভারতের। মহকাশের মানুষ পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তৈরিতে এখনও পর্যন্ত ১৭৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ইসরোর।

প্রয়াণ

● **রমাকান্ত আচরেকর :**

চলে গেলেন রমাকান্ত আচরেকর, যিনি শচীন তেন্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলি, বলবিন্দর সিং সাঁধু, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, লালচাঁদ রাজপুত, রমেশ পওয়ার, অজিত আগারকর, প্রভীন আমরেদের মতো ছাত্রদের উপহার দিয়েছেন বিশ্ব ক্রিকেটকে। অসুস্থ ছিলেন অনেক দিন ধরেই। ছয় বছর আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে নিজেকে খেলার মাঠ থেকে প্রায় গুটিয়ে নিয়েছিলেন আচরেকর। গত ২ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে তার বাসভবনে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কিংবদন্তি এই ক্রিকেট কোচ। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ১৯৩২ সালে জন্ম আচরেকরের। ভারতীয় ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের জন্য পেয়েছিলেন দ্রোণাচার্য পুরস্কার। পদ্মশ্রী সম্মানেও ভূষিত হন। মুম্বাইয়ের সারদাশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে শচীন, কাম্বলিদের ক্রিকেট পাঠ দিয়েছিলেন। পরে তাদেরই বিস্ফোরক উত্তরণ ঘটেছিল ক্রিকেট দুনিয়ায়। প্রসঙ্গত, ক্রিকেটার হিসেবে মাত্র একটিই প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন আচরেকর। ১৯৬০ সালে সেই ম্যাচে তিনি খেলতে নেমেছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার হয়ে। বিপক্ষে ছিল হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন একাদশ। আচরেকরের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, কোচ হিসেবে শচীন তেন্ডুলকরকে ১১ বছর বয়স থেকে তৈরি করা। বোলার হিসেবে ক্রিকেট শিখতে আসা শচীনকে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান বানিয়েছিলেন তিনি। ক্রিকেট শেখানোর জন্য বান্দ্রার নিউ ইংলিশ স্কুল থেকে তিনি শচীনকে নিয়ে এসেছিলেন সারদাশ্রম বিদ্যামন্দিরে।

● **দিব্যেন্দু পালিত :**

প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় তাকে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার এক দিন পরেই, গত ৩ জানুয়ারি সেখানেই মারা যান তিনি। ১৯৩৯-এর ৫ মার্চ বিহারের ভাগলপুরে জন্ম। প্রাথমিক থেকে স্কুল-কলেজের পাঠ সবই সেখানে। স্কুলজীবনের শেষ দিক থেকেই লেখালেখির শুরু। ১৯৫৮-য় বাবা বগলাচরণের মৃত্যু। তারপর আক্ষরিক অর্থেই ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় চলে এসেছিলেন স্নাতক পরীক্ষায় সদ্য উত্তীর্ণ দিব্যেন্দু। কলকাতায় আসার পর অভাব যেন আরও জেঁকে বসল তার জীবনে। হাতে পয়সাকড়ি প্রায় কিছুই নেই। নিজের পাশাপাশি মা-ভাইবোনদের জন্য ভাবনা। শিয়ালদহ স্টেশনে রাতের পর রাত না খেয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু, লেখালেখি ছাড়েননি। এরই মধ্যে ভর্তি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে এমএ পাশ করলেন। সেটা ১৯৬১ সাল। কর্মজীবনের শুরুও ওই বছর। অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ সাব-এডিটর হিসেবে। বছর চারেকের মধ্যেই চলে গেলেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়। সেই সূত্রে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন ক্ল্যারিয়ন-ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস, আনন্দবাজার সংস্থা এবং দ্য স্টেটসম্যান-এ। পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করেছেন দীর্ঘ দিন।

ভাগলপুর কলেজে পড়বার সময় থেকেই গল্প লেখা শুরু। প্রথম গল্প 'ছন্দপতন' প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে। সেটা ১৯৫৫ সালের ৩০ জানুয়ারি। দিব্যেন্দু পালিতের

বয়স তখন মাত্র ১৬। পরের বছর সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গল্প 'নিয়ম'। ভাগলপুর থেকে সব গল্পই তিনি ডাকে পাঠাতেন। ২০ বছর বয়সেই তার প্রথম বই তথা প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ' প্রকাশিত হয়। সেটা ১৯৫৯ সাল। ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার, কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক—এসব পরিচয়ের পাশাপাশি তিনি ছিলেন সাংবাদিকও। সাহিত্যিক দিব্যেন্দুর লেখায় বারে বারেই উঠে এসেছে নগর সভ্যতার কথন। নাগরিক মানুষের মনের জটিলতা, অসহায়ত্ব, নিরুপায়তাকে ধারণ করেই দিব্যেন্দু পালিত তার গল্প-উপন্যাস লিখে গিয়েছেন। সেই সব নাগরিক কথন ধরা রয়েছে তার 'ঘরবাড়ি', 'সোনালী জীবন', 'ঢেউ', 'সহযোদ্ধা', 'আমরা', 'অনুভব'-এ। পাশাপাশি তার একাধিক ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—'জেটল্যাগ', 'গাভাসকার', 'হিন্দু', 'জাতীয় পতাকা', 'ত্রাতা', 'ব্রাজিল'...। ১৯৮৪-তে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৮৬-তে রামকুমার ভুয়ালকা পুরস্কার, ১৯৯০-এ বঙ্কিম পুরস্কার, ১৯৯৮-এ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার-সহ একাধিক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন দিব্যেন্দুবাবু। ইংরেজি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার অনেক লেখা। চলচ্চিত্র, দূরদর্শন এবং রেডিয়োতেও রূপায়িত হয়েছে অনেক কাহিনী।

● **পিনাকী ঠাকুর :**

গত ৩ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন কবি পিনাকী ঠাকুর। বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। ২০১৮-র ২১ ডিসেম্বর থেকেই সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার মতো বিরল অসুখে ভুগছিলেন। মূলত আশির দশক থেকে লেখালিখি শুরু করলেও নব্বইয়ের দশকে এসে জনপ্রিয়তা লাভ করেন কবি। 'হ্যাঁ রে শাশ্বত', 'চুম্বনের ক্ষত', 'আমরা রইলাম', 'শরীরে কাচের টুকরো'-র মতো কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ লিখে ভূয়সী প্রশংসা কুড়োলেও তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একদিন অশরীরী' প্রকাশের পর থেকেই পাঠকের নজরে চলে আসেন পিনাকী। এই কাব্যগ্রন্থের কারণে প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র গুপ্ত, শঙ্খ ঘোষের মতো কবির কাছ থেকেও। ২০১২ সালে 'চুম্বনের ক্ষত' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন আনন্দ পুরস্কার। এছাড়াও কৃত্তিবাস পুরস্কার ও বাংলা আকাদেমি পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন কবি। প্রায় চল্লিশ বছরের কবিতাচর্চায় পেয়েছেন আরও অজস্র স্বীকৃতি। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা কমিটিতেও নিজের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন তিনি। ১৯৫৯-এর ২১ এপ্রিল জন্ম হয় কবি পিনাকী ঠাকুরের।

● **সব্যসাচী ভট্টাচার্য :**

গত ৭ জানুয়ারি নিজের কলকাতার বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইতিহাসবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্য। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বছরখানেক আগেই অস্থিমজ্জায় ক্যানসারের খবরটা জেনে গিয়েছিলেন। কিন্তু অশীতিপর মানুষটির অক্লান্ত কাজ ও সন্ধানের তাগিদে ছেদ পড়েনি তাতে। শরীরে যন্ত্রণা নিয়েই ব্রিটিশ আমলে এদেশে মহাফেজখানার ইতিহাস নিয়ে বইয়ের কাজ শেষ করেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য। অবিভক্ত বাংলা নিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিতব্য 'কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব মডার্ন বেঙ্গল'-এর তিন খণ্ডের সম্পাদনাও একই সময়ে শেষ করেছেন তিনি। বইগুলির প্রকাশ অবশ্য দেখে যেতে পারলেন না ইতিহাসবিদ সব্যসাচীবাবু। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টরিক্যাল রিসার্চ-এর সভাপতি সব্যসাচীবাবু ১৯৯১ থেকে চার বছর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন।

● **অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় :**

প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। গত ১৮ জানুয়ারি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। রাখা হয়েছিল ভেন্টিলেশনে। সেখানেই পরের দিন (১৯ জানুয়ারি) মৃত্যু হয় তার। ১৯৩৪ সালে অবিভক্ত বাংলার ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবিকার টানে একাধিক কাজ করেছেন বিভিন্ন সময়। ট্রাক পরিষ্কারের কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার কাজও করেছেন তিনি। এক জীবনে কাজ করেছেন জাহাজের খালাসি হিসেবেও। পরবর্তীতে সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। বারবার তার লেখায় উঠে এসেছে দেশভাগের যন্ত্রণা। তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে কয়েকটি হল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'ঈশ্বরের বাগান', 'ঋতুসংসার', 'নগ্ন ঈশ্বর', 'নীল তিমি'। আরও নানা মণিমুক্তোয় ভরিয়ে রেখেছিলেন তিনি বাংলা সাহিত্যের ভুবন। পেয়েছিলেন সাহিত্য অকাদেমি, বঙ্কিম পুরস্কার-সহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মান।

● **জর্জ ফার্নান্ডেজ :**

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ গত ২৯ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন। দিল্লিতে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এক সময়ের ডাকসাইটে শ্রমিক নেতার স্মৃতিভ্রংশও হয়েছিল। সম্প্রতি সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন। ১৯৩০ সালে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে এক খ্রিস্টান পরিবারে ফার্নান্ডেজের জন্ম। শ্রমিক সংগঠনে কাজের মধ্য দিয়ে তার রাজনীতি শুরু। জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুগামী ওই নেতা জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন ১৯৭৪ সালে দেশজোড়া রেল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। ওই বছরের ৮ থেকে ২৭ মে পর্যন্ত যে রেল ধর্মঘট হয়েছিল, তার অন্যতম হোতা ছিলেন তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সভাপতি ফার্নান্ডেজ। বেতন বৃদ্ধি এবং আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে রেল ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন প্রায় ১৭ লক্ষ রেলকর্মী। জরুরি অবস্থার সময় তার ভূমিকা তাকে সংসদীয় রাজনীতিতে আরও বেশি পরিচিতি দিয়েছিল। রেল ধর্মঘটের অন্যতম কান্ডারিই ১৯৮৯ সালে ভি. পি. সিং সরকারের রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন। মোরারজি দেশাই সরকারের শিল্পমন্ত্রীও ছিলেন ফার্নান্ডেজ। পরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ফার্নান্ডেজ দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তার আমলেই কার্গিল যুদ্ধ এবং পোখরানে পরমাণু বোমা পরীক্ষা হয়েছিল।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

নয়াদিল্লির বিশ্ব বইমেলায় প্রকাশন বিভাগের অংশগ্রহণ

গত ৫-১৩ জানুয়ারি নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে বিশ্ব বইমেলা 'ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার'-এর আসর বসে। অংশ নেয় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের আওতাধীন প্রকাশন বিভাগও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনই কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী অমিত খারে প্রকাশন বিভাগের সাতটি বই প্রকাশ করেন। সচিবের মতে প্রকাশন বিভাগ শুধুমাত্র সারা দেশের নানা প্রান্তের লেখকদের আত্মপ্রকাশের সুযোগই দেয় না, ভারতীয় সাহিত্যের মাধুরী দেশেবিদেশে ছড়িয়ে দিতেও সাহায্য করে।

৫ জানুয়ারি, ২০১৯। 'ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার', প্রগতি ময়দান, নয়াদিল্লি। প্রকাশন বিভাগের পুস্তকসমূহ উন্মোচন করছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব।

এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বইগুলি হল—'বাপু কে আশীর্বাদ', '2500 ইয়ার্স অব বুদ্ধিজম', 'পোর্ট্রেইটস অব স্ট্রেন্থ', 'হিন্দি স্বদেশ মে ঔর বিদেশ মে', 'রঙ বিরঙ্গি কাহানিয়া', 'বাদল কি স্যয়র' এবং 'আও পরিয়াভরন বঁচায়ে ঔর ধরা কো স্বর্গ বনায়'।

প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত ও অন্যান্য প্রবীণ আধিকারিকদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. বর্ষা দাস, প্রাক্তন নির্দেশক, জাতীয় গান্ধী সংগ্রহশালা, ড. রিতা রানি পালিওয়াল, সচিব, সস্তা সাহিত্য মণ্ডল, প্রমুখ।

গত ১০ জানুয়ারি মেলা প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভারও আয়োজন করে প্রকাশন বিভাগ। বিষয়—"Children's Literature and Young Readers Trapped in Electronic Gadgets"। আজ শৈশবকে ঘিরে রেখেছে নানান গ্যাজেট; এই প্রেক্ষিতে বইয়ের গুরুত্ব এবং শিশু মনের ওপর প্রভাবের ওপর জোর দেওয়া হয় এদিনের আলোচনায়। এই উপলক্ষ্যে ১০-টি পুস্তকও প্রকাশিত হয়—'সরল পঞ্চতন্ত্র' (প্রথম ভাগ), 'চিলড্রেন্স বিবেকানন্দ', 'চিলড্রেন্স মহাভারত' ও 'বাল মহাভারত' (শিশুদের জন্য যথাক্রমে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় মহাভারত), 'শেখাওয়াতি কি লোক সংস্কৃতি', 'হামারে সময় মে উপনিষদ', 'হার কি খুশি', 'মা কা জনমদিন', 'বাপু কি বাণী' এবং 'বেদ গাঁথা'।

১০ জানুয়ারি, ২০১৯। 'ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ার', প্রগতি ময়দান, নয়াদিল্লি। প্রকাশন বিভাগের পুস্তকসমূহ উন্মোচন করছেন ড. সচ্চিদানন্দ যোশী।

অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন ড. সচ্চিদানন্দ যোশী, সদস্য-সচিব, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস (IGNCA)।

প্রকাশন বিভাগের স্টলে বইপ্রেমীদের আনাগোনা ছিল অবিরাম। বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও ক্রেতা-পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলা ও সংস্কৃতি, আধুনিক ভারতের নির্মাতা পুস্তকশৃঙ্খলা, শিশু সাহিত্য, ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো বিষয়গুলির ওপর উচ্চমানের প্রকাশনাগুলি জনপ্রিয় বইয়ের মধ্যে অন্যতম। ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবস্থাও ছিল। এই সুবিধার সুযোগ নেন অনেকেই।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

February, 2019
R.N.I. No. 19740/69

WBCS 2017-গ্রুপ- A এবং B তে চূড়ান্তভাবে সফল হল 52 জন

1st in WBRS

Susmita Baral

'Failures are the pillars of Success' and Success is the result of perfection, hard work, loyalty and persistence. So never lose hope, keep on trying until you reach your goal.

Susmita Baral. *West Bengal Revenue Service (Rank-1) WBCS-2017*

2nd in DSP

Ipsita Dutta

Arise, Awake and do not steep till you reach your goal (Swami Vivekananda). Dream is not the thing you see in sleep but is that thing that doesn't let you sleep (APJ Abdul Kalam).Don't believe in right decisions, take decision and make them right (Ratan Tata). I followed the above three quotes and have persuaded passion for my dreams.

Ipsita Dutta *Deputy Superintendent of Police, (Rank-2) WBCS-2017*

2nd in WBRS

Swaha Bose

Patience and hard work are the keys to success. Academic Association has provided with the best of faculties who have guided me to crack WBCS 2017. My heartfelt gratitude to Atif sir who not only has been my best mentor but has been my inspiration as well. I thank the other staff of this institution. Keep working hard and be focused.

Swaha Bose *West Bengal Revenue Service (Rank-2) WBCS-2017*

3rd in WBRS

Camellia Singha Roy

Civil Service Examination demands hard work obviously. But institute like Academic Association gives a direction to it. I joined here for mock Interview & was really benefited from it. Continuous class/sessions & multiple numbers of mock interview help me to understand my loopholes & provide me the opportunity to plug it up. Thank you Academic Association.

Camellia Singha Roy *West Bengal Revenue Service (Rank-3) WBCS-2017*

4th in WBRS

Saranya Barik

Building strong mentality, faith on preparation and never giving up--are the key to success.

I am very thankful to academic Association, specially to Samim Sir to motivate me and giving me direction for success.

Saranya Barik *West Bengal Revenue Service (Rank-4) WBCS-2017*

WBRS

Chayan Bera

Perseverance, along with constant guidance from Atif Sir has paid off during the interview. I am a hundred percent indebted to him, along with the motivational demeanour and efficient organisation created by Samim Sir & Sutapa Madam. I couldn't have done it without you all. Kudos to Academic Association !

Chayan Bera *West Bengal Revenue Service (WBCS-2017)*

WBRS

Madhuparna Sengupta

প্রায় ৫ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টা, ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর অবশেষে সাফল্যের স্বাদ পেয়ে সত্যিই মনে হয় যে অধ্যাবসায় এবং সিস্টেমেটিক হার্ডওয়ার্ক এর কোন বিকল্প হয় না। আমার সাফল্যের পিছনে অনবশ্যই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা এবং প্রথাগত শিক্ষণের পরিবর্তে খুব বাস্তবোচিত ঢঙে পুরো ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় এই সংস্থায়। এবং আমার মতে সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে এটাই পার্থক্য গড়ে দেয়।

মধুপর্ণা সেনগুপ্ত — ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস, ডব্লিউবিসিএস-২০১৭

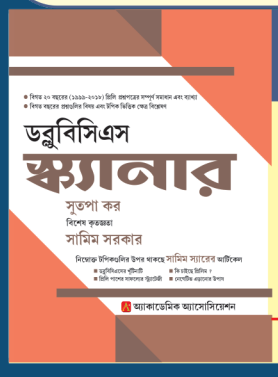

WBCS স্ক্যানার এখন বাংলায়

কলকাতা এবং জেলার সমস্ত বুক স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

9038786000

প্রকাশিত হল

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in Study Center Uluberia-9051392240
Berhampur-9474582569 Barasat-9073587432 Siliguri-9474764635 Darjeeling-9832041123

9038786000
9674478600
9674478644

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।